পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1635, Saturday, June 28, 2025 FREE www.parichoy.com

ইরান সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছে বললেন ট্রাম্প

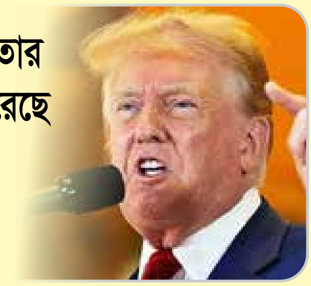

বিস্তারিত ৬ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- কানাডার সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য আলোচনা বন্ধ করছেন ট্রাম্প - ৫ম পাতায়
- বাংলাদেশের জন্য আইএমএফের ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার ঋণ অনুমোদন - ৫ম পাতায়
- বাংলাদেশের সাথে আলোচনায় বসতে চায় ভারত - ৫ম পাতায়
- আগামী সপ্তাহে গাজায় যুদ্ধবিরতির ইঙ্গিত দিলেন ট্রাম্প - ৫ম পাতায়
- ইরানকে ৩০ বিলিয়ন ডলারের গোপন প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের - ৬ষ্ঠ পাতায়
- পৃথিবীর 'স্বার্থপর বয়ফ্রেন্ড' ট্রাম্প বললেন দ্য গার্ডিয়ানের সাংবাদিক মেরিনা হাইড - ৭ম পাতায়
- 'চুরির গম' আমদানি নিয়ে বাংলাদেশের ওপর ইইউ নিষেধাজ্ঞা চায় ইউক্রেন - ৮ম পাতায়
- ট্রাম্পকে খুশি করার কৌশল? বাংলাদেশ দু'টি পণ্য বেশি দামে কিনতে পারে আমেরিকা থেকে, দর কষাকষি চলছে - ৯ম পাতায়
- দেড় কোটি বাংলাদেশি প্রবাসীকে ভোটার করতে আইনি নোটিশ - ৯ম পাতায়
- বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ৫.৪ শতাংশে নামিয়ে আনল আইএমএফ - ১০ম পাতায়

ট্রাম্পের নাগরিকত্ব অধ্যাদেশের ওপর ইনজাংশন জারির ক্ষমতা কেড়ে নিল সুপ্রিম কোর্ট

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

বিশ্ব শান্তি সূচকে ৩৩ ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX: 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND: 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of KIM & ASSOCIATES P.C
Accident cases
Attorneys at Law
এক্সিডেন্ট কেইসেস
Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law
Eng. Mohammad A Khalek
Cell: 917-667-7324
Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
- Income Tax
- Sales Tax
- Payroll
- Business Tax & Audit
- Business Setup
- IRS Tax Problem resolution

718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Proprietary School Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

পরিচয় এর ৩৩ বছর পূর্তি

প্রকাশনার ৩৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকল পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা

— সম্পাদক

কে কি বললেন

ভ্লাদিমির পুতিন মানুষের ধারণার তুলনায় অনেক বেশি কঠিন। পুতিন এখন কঠিন, এমনকি কিছুটা অস্বাভাবিক আচরণ করছেন। - নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে ২৫ জুন ন্যাটো সম্মেলন চলাকালে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

সবার স্বার্থ রক্ষা করে ইরান-ইসরায়েল চুক্তি সম্ভব - রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বোমাবর্ষণে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে 'ব্যাপক ও গুরুতর' ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণে ইরানের পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (এইওই) কাজ করছে। - ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি

বাংলাদেশে এখন 'মবের মুল্লুক' চলছে - সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা মব সন্ত্রাসের শিকার হওয়ার ঘটনায় জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের কাছে মানবাধিকার কর্মী নূর খান।

"এখানে তো সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। কারা মব করেছে, তাদের তো ছবি আছে। ভিডিওতে তাদের তো দেখা গেছে। তাদের বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থা নেয়া যায়। খালি সরকার বিবৃতি দিলে তো কাজ হবে না। -সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার সারা হোসেন

আইএমএফ তাদের ঋণের চতুর্থ ও পঞ্চম কিস্তি ছাড়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জাতীয় নির্বাচনের দিনক্ষণ জানতে চেয়েছিল। নির্বাচনের একটি সম্ভাব্য সময় প্রকাশ পাওয়ার পর আইএমএফসহ দাতা সংস্থাগুলোর বাজেট সহায়তার অর্থ ছাড় শুরু হয়েছে। - অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

'আমার কাছে অনেক অন্যায় তদবির নিয়ে আসে। যখন সেগুলো পাত্তা না দেই তখন শুরু হয় গালাগালি। আমাকে তখন ভারতের দালাল বানানো হয়। সরকারে এসে অবরুদ্ধ বোধ করছি। জীবনে এতো অসহায় কখনো ফিল করিনি। -বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল

নির্বাচনটি এত 'ভয়ংকর' হবে জানলে দায়িত্বই নিতাম না। - ২০২৪ সালের নির্বাচন 'ডামি ও প্রহসনের' ছিল স্বীকার করে আদালতে বাংলাদেশের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল

কানাডার সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য আলোচনা বন্ধ করছেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি কানাডার সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য আলোচনা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দিচ্ছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় তিনি এ সিদ্ধান্ত জানান।

তিনি বলেন, কানাডা যেভাবে বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর ওপর কর আরোপ করছে, তা 'গভীরভাবে আপত্তিকর'। এ কারণেই আলোচনা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের এই ঘোষণার ফলে দুই দেশের মধ্যে একটি সম্ভাব্য বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া থমকে গেল, যা জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে চূড়ান্ত হওয়ার কথা ছিল। সম্প্রতি দুই দেশ একে অপরের পণ্যে শুল্ক আরোপ করেছে। বছরের শুরুতে ট্রাম্প একটি বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করেন এবং কানাডার বিরুদ্ধে 'অর্থনৈতিক শক্তি প্রয়োগ করে' দেশটি 'অধিগ্রহণের' হুমকিও দেন।

শুক্রবার ট্রাম্প বলেন, কানাডার 'অত্যন্ত অন্যায্য করনীতি'র কারণে তিনি আলোচনা বন্ধ করছেন। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কানাডার ওপর নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণাও দেবেন বলে জানান তিনি। তিনি লিখেছেন, "আমরা কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য বিষয়ে সব ধরনের আলোচনা এই মূহূর্ত থেকে বন্ধ করছি। তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসা করতে গেলে কী শুল্ক দিতে হবে, তা আমরা আগামী সাত দিনের মধ্যে জানিয়ে দেব।" তবে, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি এ বিষয়ে আরও নমনীয় অবস্থান নিয়েছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা জটিল এই আলোচনা চালিয়ে যাব কানাডার স্বার্থ রক্ষার জন্য।" কানাডা সম্প্রতি বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর ওপর ৩% ডিজিটাল সার্ভিসেস ট্যাক্স চালু করেছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের অসন্তোষের বড় কারণ। এই কর আগামী সোমবার থেকে কার্যকর হতে যাচ্ছে।

এই করের ফলে অ্যামাজন, অ্যাপল ও গুগলের মতো আমেরিকান কোম্পানিগুলোর বছরে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার খরচ বাড়বে বলে ধারণা ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বিশ্ব শান্তি সূচকে ৩৩ ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক : বিশ্ব শান্তি সূচকে চলতি বছর ৩৩ ধাপ পিছিয়ে গেছে বাংলাদেশ। ২০২৫ সালের সর্বশেষ শান্তি সূচক অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৩তম। যেখানে গত বছর বৈশ্বিক শান্তি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯৩তম।

চলতি বছরের জুন মাসেই এ সূচকটি প্রকাশ করে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড পিস (আইইপি)।

গ্লোবাল পিস ইনডেক্স (জিপিআই)২০২৫ শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২ দশমিক ৩১৮ স্কোর নিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ১২৩তম। গত বছর ১৬৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৯৩তম স্থানে ছিল। তুলনামূলকভাবে ২ দশমিক ৪৪৩ স্কোর নিয়ে ১২৮তম স্থানে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অর্থাৎ শান্তির দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এখনও কিছুটা এগিয়ে আছে বাংলাদেশ।

আইইপি জানিয়েছে, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বৃদ্ধির মধ্যেই *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের জন্য আইএমএফের ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার ঋণ অনুমোদন

পরিচয় ডেস্ক : আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বাংলাদেশের জন্য ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ ছাড় করেছে। সংস্থাটির বোর্ড সভায় সোমবার (২৩ জুন) এই অনুমোদন দেওয়া হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সূত্র জানায়, ৪ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলারের ঋণ কর্মসূচির আওতায় চতুর্থ ও পঞ্চম কিস্তির অর্থ একসঙ্গে ছাড়ের সিদ্ধান্ত হয় ১২ মে অনুষ্ঠিত 'স্টাফ লেভেল এগ্রিমেন্ট'-এর আলোচনার ভিত্তিতে। ওই বৈঠকে আইএমএফ বাংলাদেশের অনুরোধে একসঙ্গে দুই কিস্তির ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার ঋণ ছাড়ে সম্মতি দেয়।

এর আগে তিন কিস্তিতে আইএমএফ বাংলাদেশকে ২ দশমিক ৩১ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে। আর গত ১২ মে সমঝোতার পর আইএমএফ এক বিবৃতিতে জানায়, আগামী ২৩ জুন অর্থ ছাড় করা হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. হাবিবুর রহমান *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের সাথে আলোচনায় বসতে চায় ভারত

পরিচয় ডেস্ক : ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, তার দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে স্বেচ্ছায় সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। তিনি উল্লেখ করেন, ঢাকা ও নয়াদিল্লির মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সব বিষয় সমাধানের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত নানা পদ্ধতি রয়েছে।

ভারত সরকারের স্থায়ী কমিটির এক বৈঠকের আগে জয়সওয়ালের এমন মন্তব্য এলো। ওই বৈঠকে সাবেক কূটনীতিক ও বিশেষজ্ঞরা 'ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ' নিয়ে আলোচনা করবেন।

১৯ জুন পাকিস্তান ও চীনসহ ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সম্পর্কে জানতে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

আগামী সপ্তাহে গাজায় যুদ্ধবিরতির ইঙ্গিত দিলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী সংগঠন হামাস ইসরায়েলে হামলা চালায়। সেদিন থেকেই ইসরায়েল আগ্রাসন শুরু করে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে।

গাজা উপত্যকায় দখলদার কর্তৃপক্ষ এমনভাবে হামলা চালিয়েছে, খান ইউনিস, রাফাহসহ বিভিন্ন শহর এখন কার্যত ভুতুড়ে। এর মধ্যে সরকার পতন হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। 'যুদ্ধবাজ' জো বাইডেন সরকারকে হারিয়ে মার্কিন মসনদের ক্ষমতা নেয় রিপাবলিকান পার্টি। প্রেসিডেন্ট হন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপর থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতির একটা আশা তৈরি হয়।

অতঃপর সেই আশার খানিকটা সঞ্চার হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই ইঙ্গিত দিয়েছেন, 'আগামী সপ্তাহের' মধ্যে গাজায় যুদ্ধবিরতি হতে পারে।

শুক্রবার (২৭ জুন) হোয়াইট হাউজের ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপের সময় ট্রাম্প এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গাজায় *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ইরানকে ৩০ বিলিয়ন ডলারের গোপন প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের

পরিচয় ডেস্ক : ইরানের সঙ্গে সমঝোতায় গোপনে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ইরানকে আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনা এবং মার্কিনদের কথামতো চালাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন নানাভাবে চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে চারটি সূত্র সিএনএনকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়েছে।

সূত্র মতে, ট্রাম্প প্রশাসন ইরানকে বেসামরিক-শক্তি উৎপাদনকারী পারমাণবিক কর্মসূচি গড়ে তুলতে সহায়তা করার জন্য ৩০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত অর্থ প্রদান, নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা এবং বিশ্বব্যাপী ইরানের ফ্রিজ হওয়া তহবিলের বিলিয়ন ডলার মুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা করেছে। আর এ সবই করা হচ্ছে অত্যন্ত গোপনে।

যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যের মূল খেলোয়াড়রা গত দুই সপ্তাহে ইরান ও ইসরায়েলে সামরিক হামলার মধ্যেও পর্দার আড়ালে ইরানিদের সঙ্গে কথা বলেছে। যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর এই সপ্তাহেও আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা জোর দিয়ে বলেছেন, বেশ কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। এগুলো প্রাথমিক ও ক্রমবর্ধমান। তবে একটি

অ-আলোচনাযোগ্য শর্ত বহাল রয়েছে। তা হলো, ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ শূন্য হতে হবে। যদিও ইরান ধারাবাহিকভাবে বলেছে, তাদের প্রয়োজনে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ করা হচ্ছে তবুও চাপ প্রয়োগকারীরা এ শর্তে ছাড় দিতে নারাজ। দুটি সূত্র সিএনএনকে অন্তত একটি প্রাথমিক খসড়া প্রস্তাব সরবরাহ করেছে। এতে ইরানের জন্য বেশ কয়েকটি প্রণোদনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

গত শুক্রবার হোয়াইট হাউসে মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং উপসাগরীয় অংশীদারদের মধ্যে একটি গোপন বৈঠকে কিছু বিবরণ চূড়ান্ত করা হয়েছে। মার্কিন সামরিক হামলার আগের দিন ছিল কয়েক ঘণ্টার সেই বৈঠক সম্পর্কে জানা দুটি সূত্র সিএনএনকে এসব নিশ্চিত করেছে।

গত শুক্রবার হোয়াইট হাউসে মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং উপসাগরীয় অংশীদারদের মধ্যে একটি গোপন বৈঠকে কিছু বিবরণ চূড়ান্ত করা হয়েছে। মার্কিন সামরিক হামলার আগের দিন ছিল কয়েক ঘণ্টার সেই বৈঠক সম্পর্কে জানা দুটি সূত্র সিএনএনকে এসব নিশ্চিত করেছে।

ইরান সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছে বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে ন্যাটো সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, 'ইরান সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছে'। ইসরায়েলের সঙ্গে দেশটির সাম্প্রতিক সংঘাতের বিষয়ে তিনি এ কথা বলেন। এ সংঘাতে ইসরায়েলের হয়েই লড়েছে ট্রাম্পের সামরিক বাহিনী। তারা ইরানের পরমাণু স্থাপনায় বি-২ বিমান হামলাও করেছে। ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পরিকল্পনা ওয়াশিংটনের আছে কিনা এমন প্রশ্ন করা হয়েছিল তাকে। জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'ইরান মাত্রই একটি যুদ্ধে ছিল এবং *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ইরানে তেল নিষেধাজ্ঞা শিথিলের ইঙ্গিত ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক : ইরানের ওপর থেকে তেল নিষেধাজ্ঞা শিথিলের ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার হেগে অনুষ্ঠিত ন্যাটো সম্মেলনে ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের 'সর্বোচ্চ চাপ' নীতি এখনো বহাল রয়েছে। তবে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরানের পুনর্গঠনের জন্য তেল নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগে কিছুটা শিথিলতা আনা হতে পারে। রয়টার্স।

ট্রাম্প বলেছেন, 'দেশটাকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে তাদের অর্থের প্রয়োজন হবে। আমরা চাই সেটা হোক।' তবে হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, এর অর্থ এই নয় যে ওয়াশিংটন আনুষ্ঠানিকভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করছে। বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োগের মাত্রা কিছুটা বদলানো হতে পারে। এর আগের দিন ট্রাম্প বলেছেন, ইসরাইল ও ইরানের যুদ্ধবিরতির পর চীন চাইলে ইরানের কাছ থেকে তেল কিনতে পারবে।

এই বক্তব্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। কারণ যুক্তরাষ্ট্র এর আগে ইরানি তেল কেনায় চীনের 'টিপট' রিফাইনারিসহ বেশ কয়েকটি স্বাধীন তেল শোধনাগার

ও বন্দর টার্মিনাল অপারেটরদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ট্রাম্প বলেছেন, 'দেশটাকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে তাদের অর্থের প্রয়োজন হবে। আমরা চাই সেটা হোক।'

তবে হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, এর অর্থ এই নয় যে ওয়াশিংটন আনুষ্ঠানিকভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করছে। বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োগের মাত্রা কিছুটা বদলানো হতে পারে। এর আগের দিন ট্রাম্প বলেছেন, ইসরাইল ও ইরানের যুদ্ধবিরতির পর চীন চাইলে ইরানের কাছ থেকে তেল কিনতে পারবে। এই বক্তব্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। কারণ যুক্তরাষ্ট্র এর আগে ইরানি তেল কেনায় চীনের 'টিপট' রিফাইনারিসহ বেশ কয়েকটি স্বাধীন তেল শোধনাগার ও বন্দর টার্মিনাল অপারেটরদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

ইরানে সরকার পরিবর্তন চান না ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : ইরানে সরকার পরিবর্তন চান না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নেদারল্যান্ডসে ন্যাটো সম্মেলনে যাওয়ার সময় এয়ারফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের এমনটি জানান তিনি। ইরানে সরকার পরিবর্তন চান কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, না। আমি এটা চাই না। আমি চাই যত দ্রুত সম্ভব সবকিছু শান্ত হয়ে আসুক। তিনি বলেন, সরকার পরিবর্তন নৈরাজ্যের দিকে নিয়ে যায় এবং আদর্শিকভাবে আমরা অনেক নৈরাজ্য দেখতে চাই না। এদিকে যুদ্ধবিরতির পর ইসরায়েল ও ইরানের পাল্টাপাল্টি পদক্ষেপে যে তিনি খুশি নন তা স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

তিনি নিজের ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ইসরায়েলকে একটি *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ইসরাইলকে রক্ষা করেছে, সেভাবে নেতানিয়াহুকেও করবে জানিয়ে দিলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে চলা বিচারকাজ বাতিল করতে বা তাকে ক্ষমা করে দিতে দেশটির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ইসরাইলকে রক্ষা করেছে, ঠিক সেভাবে নেতানিয়াহুকেও রক্ষা করবে।'

গত বুধবার ২৫ জুন নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে এসব কথা বলেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে 'একজন যোদ্ধা' বলেও প্রশংসা করেন। তিনি লেখেন, 'যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে রক্ষা করেছিল। এখন যুক্তরাষ্ট্রই নেতানিয়াহুকে রক্ষা করবে।'

যদিও যুক্তরাষ্ট্র *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

রায় পরবর্তী ৩০ দিন ট্রাম্প সরকার নতুন নাগরিকত্ব আইন কার্যকর করতে পারবে না

ট্রাম্পের নাগরিকত্ব অধ্যাদেশের ওপর ইনজাংশন জারির ক্ষমতা কেড়ে নিল সুপ্রিম কোর্ট

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে ফেডারেল বিচারকদের ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছেন। এই বিচারকেরা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব সীমিত করার নির্বাহী আদেশ স্থগিত করতে দেশব্যাপী আদেশ জারি করেছিলেন।

শুক্রবার (২৭ জুন) ৬-৩ ভোটে রক্ষণশীল বিচারপতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আদালত ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষেই রায় দেন। এ ছাড়া ম্যারিল্যান্ড, ম্যাসাচুসেটস ও ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের ফেডারেল বিচারকদের দেওয়া দেশব্যাপী স্থগিতাদেশগুলো পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেন। বিচারপতি অ্যামি কনি ব্যারেট এই রায় ঘোষণা করেন।

রায় ঘোষণার সময় বিচারপতি বলেন, ‘কোনো বিতর্ক নেই যে, নির্বাহী বিভাগকে আইন অনুসরণ করতে হয়, কিন্তু বিচার বিভাগের ক্ষমতা সীমাহীন নয়ড় কোনো কোনো সময় আইনই বিচার বিভাগকে নিরুৎসাহিত করে।’ আদালত রায়ে আরও জানান, ট্রাম্পের নির্দেশনা তাৎক্ষণিক কার্যকর হবে না। আজকের রায়ের ৩০ দিন পর তা কার্যকর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ট্রাম্পের এগ্জিকিউটিভ অর্ডারের বিরুদ্ধে প্রথম মামলা করে অভিবাসীদের সংগঠন আমেরিকার সিভিল লিবার্টিজ

ইউনিয়ন। এর পরে মামলা করেন এক সন্তানসম্ভবা মহিলা। পরে ডেমোক্র্যাটদের নেতৃত্বাধীন ২২টি প্রদেশ এক হয়ে মামলা করে। ওয়াশিংটন ফেডারেল আদালত, ম্যাসাচুসেট্স আদালত এবং মেরিল্যান্ড আদালত মার্কিন সংবিধানের ১৪তম ধারা সংশোধনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে শুনানি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু ২৭ জুন শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ‘‘প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের উপর বিচারবিভাগের নিরবচ্ছিন্ন কর্তৃত্ব থাকতে পারে না। আসলে আইনই অনেক সময় আদালতকে এমনটা করতে বাধা দেয়।’’ যদিও পরবর্তী ৩০ দিন ট্রাম্প সরকার নতুন নাগরিকত্ব আইন কার্যকর করতে পারবে না বলেও জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ আদালত।

প্রসঙ্গত, আমেরিকার আইনে জন্মসূত্রের নাগরিকত্বকে বলা হয় ‘জুস সোলি’। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি ল্যাটিন শব্দ। যার অর্থ হল ‘মাটির অধিকার’। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে বলা হয়েছে, সেখানে জন্ম নেওয়া প্রতিটি শিশুকে স্বাভাবিক ভাবে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। সেই শিশুর মা-বাবা অন্য দেশের নাগরিক হলেও সে জন্মসূত্রে আমেরিকার নাগরিকত্ব পাবে। ১৮৬৮ সালে ১৪তম সংশোধনীতে এই জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের বিষয়টিকে আমেরিকার সংবিধানের *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

ইরানের পরমাণু কর্মসূচি ধ্বংস হয়নি- খবর নিয়ে ক্ষোভ ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক : ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক হামলার গোপন গোয়েন্দা প্রতিবেদন নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ক্ষোভ প্রকাশ করে ট্রাম্প বলেন, ভুয়া খবর প্রচারকারী সিএনএন এবং পতনের পথে থাকা নিউইয়র্ক টাইমস মিলে ইতিহাসের অন্যতম সফল সামরিক হামলাকে হেয় করার চেষ্টা করছে।

তিনি আরও লেখেন, ইরানের পরমাণু স্থাপনাগুলো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। টাইমস ও সিএনএন দুটোই এখন জনতার প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছে!

ফাঁস হওয়া তথ্যের *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিলের আদেশ প্রভাব ফেলবে লাখো শিশুর ওপর

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলেই নাগরিকত্ব পাওয়ার যে সাংবিধানিক অধিকার আছে, তা আংশিকভাবে বাতিলের উদ্যোগ নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর সাম্প্রতিক নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী, অবৈধ অভিবাসী এবং অস্থায়ী ভিসাধারী বাবা-মায়ের সন্তানদের আর যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া লক্ষাধিক শিশু নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হবে।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের আদেশে সবার জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিল হচ্ছে না। এটি

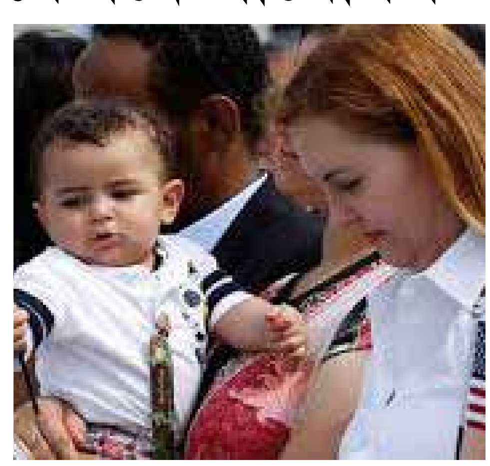

প্রযোজ্য শুধু অবৈধ অভিবাসী অথবা অস্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত ব্যক্তিদের ঘরে জন্ম নেওয়া শিশুদের ক্ষেত্রে।

পিউ রিসার্চের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসী বাবা-মায়ের সন্তান হিসেবে জন্ম নিয়েছিল প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার শিশু। এই সংখ্যা ২০০৭ সালের তুলনায় ৩৬ শতাংশ কম। তবে ২০২২ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১২ লাখে।

মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউটের গবেষণা বলছে, জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিল হলে ২০৫০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ‘নাগরিকত্বহীন’ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

পৃথিবীর ‘স্বার্থপর বয়ফ্রেন্ড’ ট্রাম্প বললেন দ্য গার্ডিয়ানের সাংবাদিক মেরিনা হাইড

পরিচয় ডেস্ক : বিশ্বরাজনীতির রঙ্গমঞ্চ এখন যেন এক অদ্ভুত প্রেমকাহিনির নাট্যশালা। যেখানে একদিকে আছেন বিশ্বের নানা দেশের রাষ্ট্রনায়ক আর অন্যদিকে একজনই-মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পুব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ-পৃথিবীর সব প্রান্তেই তার কর্তৃত্ব। মহাদেশ থেকে দ্বীপরাষ্ট্র-দিনশেষে সবই চলে তার ইশারায়। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

কেন সংবাদমাধ্যমের ওপর চড়াও ট্রাম্প?

পরিচয় ডেস্ক : রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে চলা মার্কিন সংবাদমাধ্যম ভয়েস অব আমেরিকা বন্ধ করে দিতে চান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর জন্য তিনি নিজ দল রিপাবলিকানদের সমর্থন চেয়েছেন। উল্লেখ্য, গত মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত এই সম্প্রচার মাধ্যম ও মূল প্রতিষ্ঠানের ১ হাজার ৪০০ কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি প্রচারণার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ১৯৪২ সালে চালু হয় ভয়েস অব আমেরিকা। প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীতে স্নায়ু যুদ্ধের সময় মার্কিনপন্থী প্রপাগান্ডা ছড়ানোর মূল বাহন হিসেবে কাজ করেছে। অথচ সম্প্রচার মাধ্যমটি এখন বামপন্থিদের হয়ে প্রচারণা চালায় বলে দাবি করছে হোয়াইট হাউস।

ট্রাম্পের দাবি, গত কয়েল দশক ধরে পক্ষপাতমূলক মনোভাবের দিকে ঝুঁকে পড়েছে ভয়েস অব আমেরিকা। প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে যাওয়াকে সরকারি অর্থ ব্যয়ের নামে অপচয় বলে তিনি মনে করছেন। এমনটি থামানোর জন্য তার বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এটি বন্ধ করার অঙ্গীকার করেছেন।

ভয়েস অব আমেরিকাকে ডেমোক্র্যাটদের মুখপত্র উল্লেখ করে ট্রাম্প প্রশ্ন তোলেন, কেন একজন রিপাবলিকান এটি চালিয়ে নিতে চাইবেন? সম্প্রচার মাধ্যমটি একটি সম্পূর্ণ বামপন্থী বিপর্যয় বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, কোনো রিপাবলিকানেরই এর টিকে থাকার জন্য সমর্থন দেওয়া উচিত নয়। এটি বন্ধ করতে ২৫ জুন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন ট্রাম্প।

এর আগে ট্রাম্পের সিনিয়র উপদেষ্টা কারি লেক হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটিকে বলেন, ভয়েস অব আমেরিকার তত্ত্বাবধানকারী ইউএস এজেন্সি ফর গ্লোবাল মিডিয়া ইউএসএজিএম ‘ভেতর থেকে পচে গেছে’। ট্রাম্পের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ এজেন্ডার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে সংবাদমাধ্যমটি *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

কোনো জোট করছি না, কুনমিং বৈঠক নিয়ে বললেন তৌহিদ হোসেন

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন কুনমিং বৈঠক নিয়ে বলেছেন, “আমরা কোনো জোট গঠন করছি না। মূলত উদ্যোগটি চীনের এবং এটি একেবারেই অফিশিয়াল পর্যায়ে, এটা রাজনৈতিক কোনো পর্যায়ে না।” বৃহস্পতিবার সাংবাদিকরা ভারতকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এই বৈঠক করা হয়েছে কি না জানতে চাইলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, “এটি অবশ্যই কোনো তৃতীয় পক্ষকে লক্ষ্য করে অনুষ্ঠিত হয়নি. আমি আপনাদের তা আশ্বস্ত করতে পারি।” এর আগে এক বিবৃতিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কুনমিংয়ে নবম চীন-দক্ষিণ এশিয়া প্রদর্শনী এবং ষষ্ঠ চীন-দক্ষিণ এশিয়া সহযোগিতা ফোরামের অনুষ্ঠানের ফাঁকে বাংলাদেশ, চীন ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা একটি “অনানুষ্ঠানিক ত্রিপক্ষীয় বৈঠক” করেছেন।

চীন ও পাকিস্তান এই বৈঠক নিয়ে আলাদা বিবৃতি দিয়েছে। বেইজিং জানিয়েছে, তিনটি দেশ “ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতার বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা” করেছে এবং “সুপ্রতিবেশীসুলভ, পারস্পরিক বিশ্বাস, সমতা, উন্মুক্ততা, অন্তর্ভুক্তি ও অভিন্ন উন্নয়নের” ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছে। ইসলামাবাদ এই বৈঠককে “বাংলাদেশ-চীন-পাকিস্তান ত্রিপক্ষীয় প্রক্রিয়ার সূচনা বৈঠক” হিসেবে বর্ণনা করেছে।

ঢাকা এই ধরনের কোনো কিছু প্রত্যাখ্যান করেছে কি না জানতে চাইলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, “কোনো কিছু অস্বীকার করার দরকার নেই। এটি বড় কিছু নয় এবং কাঠামোগত কিছু নয়। আলোচনা মূলত সংযোগ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলি নিয়ে ছিল। যদি আরো কোনো অগ্রগতি হয়, তাহলে আপনারা জানতে পারবেন। অনুমান করার খুব বেশি সুযোগ নেই।”

তিনি বলেন, “ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক এখন পুনর্বিন্যাসের পর্যায়ে রয়েছে এবং ঢাকার পক্ষ থেকে সেই লক্ষ্যে সদিচ্ছার কোনো অভাব নেই।” তৌহিদ বলেন, “আসুন, আমরা সত্যটি স্বীকার করি। ভারত এবং পূর্ববর্তী সরকারের মধ্যে যে গভীর সম্পর্কের পর্যায় ছিল এবং ভারত যে ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, আমাদের সঙ্গে বর্তমান সম্পর্ক সেই ধরনের নয়।

বাংলাদেশ থেকে কাপড়-পাট-সুতার পণ্য আমদানিতে ভারতের নিষেধাজ্ঞা

পরিচয় ডেস্ক : স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশের বোনা কাপড়, পাট ও সুতার পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ভারত। আজ শুক্রবার (২৭ জুন) ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এতে বলা হয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে কোনো পণ্য আমদানি হবে না। শুধুমাত্র নব সেবা সমুদ্রবন্দর দিয়ে নির্দিষ্ট এসব পণ্য আমদানি করা যাবে। যারমধ্যে রয়েছে পাটজাত পণ্য, একাধিক ভাঁজের বোনা কাপড়, একক শণ সুতা, পাটের একক সুতা, ব্লিচ না করা পাটের বোনা কাপড়।

এর আগে গত মে মাসে নিজেদের স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল ভারত। ওই সময় এই পণ্য শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রের নহভা শেভা এবং কলকাতা বন্দর দিয়ে আমদানির সুযোগ রেখেছিল দেশটি। বাংলাদেশ ভারতে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। স্থলবন্দর দিয়ে এই পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ায় এই খাতে বিরূপ প্রভাব *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

চার জেলা দিয়ে ৫৪ জনকে ভারত থেকে বাংলাদেশে ‘পুশ-ইন’-এর অভিযোগ

পরিচয় ডেস্ক : ভারত থেকে বাংলাদেশের চার জেলার সীমান্ত দিয়ে অন্তত ৫৪ জনকে “পুশ ইন” করার অভিযোগ উঠেছে। ২৬ জুন বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত এই ৫৪ জনকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। মৌলভীবাজারে দুটি সীমান্ত এলাকা দিয়ে অন্তত ২৫ জনকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, এদের মধ্যে ১৯ জনকে শ্রীমঙ্গল উপজেলার কাকমারা সীমান্ত দিয়ে “পুশ ইন” করা হয়েছে। শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন, তারা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক।

কমলগঞ্জ উপজেলায় ঢালাই সীমান্ত দিয়ে অন্তত ছয়জনকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ৪৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

মালয়েশিয়ায় জঙ্গি তৎপরতার অভিযোগে ৩৬ বাংলাদেশি আটক

পরিচয় ডেস্ক : মালয়েশিয়ায় জঙ্গিবাদবিরোধী এক অভিযানে চরমপন্থি ও সহিংস মতাদর্শসম্পন্ন সংগঠন ইসলামিক স্টেটের (আইএস) সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ৩৬ জন বাংলাদেশিকে আটক করা হয়েছে। মালয়েশিয়ার সংবাদমাধ্যম স্ট্রেইটস টাইমস এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

শুক্রবার (২৭ জুন) এক বিবৃতিতে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন নাসিতান ইসমাইল জানিয়েছেন, জঙ্গিবাদে জড়িত থাকার অভিযোগে ৩৬ বাংলাদেশিকে আটক করা হয়েছে। গত ২৪ এপ্রিল থেকে সেলাঙ্গর এবং জোহর প্রদেশে তিনটি অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। তিনি বলেন, “তারা উগ্র মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং নিজের দেশের বৈধ সরকারকে উৎখাতের পরিকল্পনায় কাজ করছিল।”

স্ট্রেইটস টাইমস জানিয়েছে, আটকদের মধ্যে পাঁচজনের বিরুদ্ধে শাহ আলম ও জোহর বারুর আদালতে সন্ত্রাসবাদ সংশ্লিষ্ট অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। এছাড়া ১৫ জনকে দেশে ফেরত পাঠানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। বাকি ১৬ জনের বিরুদ্ধে এখনও তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

সাইফুদ্দিন বলেন, “আটক বাংলাদেশিরা আইএসের মতাদর্শ মালয়েশিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল এবং সদস্য নিয়োগের সেল গঠন করেছিল বলে মালয়েশিয়া পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের গোয়েন্দা তথ্যে উঠে এসেছে।” তিনি আরও বলেন, “এই সেলগুলো উগ্র মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং নিজের দেশের বৈধ সরকারকে উৎখাতের পরিকল্পনায় *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

‘চুরির গম’ আমদানি নিয়ে বাংলাদেশের ওপর ইইউ নিষেধাজ্ঞা চায় ইউক্রেন

পরিচয় ডেস্ক : রাশিয়ার দখলে থাকা ইউক্রেনীয় অঞ্চল থেকে চুরি করা গম বাংলাদেশ আমদানি করছে বলে অভিযোগ করেছে ইউক্রেন। অভিযোগ অস্বীকার করেছে ঢাকা।

এ নিয়ে ইউক্রেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞার দাবি

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পকে খুশি করার কৌশল? বাংলাদেশ দু'টি পণ্য বেশি দামে কিনতে পারে

পরিচয় ডেস্ক : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুশি করতে নতুন কৌশল অবলম্বন করছে বাংলাদেশ। অন্তত দু'টি পণ্য বেশি দামে আমেরিকা থেকে কেনার পরিকল্পনা করেছে তারা। এ নিয়ে আলোচনা এবং দর কষাকষি চলছে। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ঢাকার সচিবালয়ে মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের খাদ্যসচিব মাসুদুল হাসানের নেতৃত্বে আয়োজিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। শুল্ক কমানোর আশায় গম এবং বিমান বেশি দামে আমেরিকা থেকে কিনতে পারে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশি পণ্য এমনিতে আমেরিকায় রফতানি করা হয় ১৫ শতাংশ শুল্কে। কিন্তু ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন দেশের উপরে পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করেন। বাংলাদেশের পণ্যে চাপানো হয় বাড়তি ৩৭ শতাংশ শুল্ক।

এর ফলে বাংলাদেশের পণ্যের জন্য আমেরিকার মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫২ শতাংশ। যদিও তিন মাসের জন্য এই শুল্ক স্থগিত রেখেছেন ট্রাম্প। এই তিন মাসে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ে আমেরিকার

দর কষাকষি চলছে। বাংলাদেশও শুল্ক হ্রাসের চেষ্টা চালাচ্ছে।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ২৬ জুনবৃহস্পতিবারের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আমেরিকার সঙ্গে সরকার থেকে সরকার পর্যায়ে (গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট বা জিটুজি) তিন লক্ষ টন গম আমদানি করা হবে। সাধারণত যে দামে অন্য জায়গা থেকে গম কেনা হয়, তার চেয়ে বেশি দাম দেওয়া হবে আমেরিকাকে। একই সঙ্গে মার্কিন বোয়িং সংস্থার কাছ থেকে বিমান কেনার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, আমেরিকা থেকে তুলো আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করতে পারে ঢাকা। যদিও এই সমস্ত কোনও বিষয়েই এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। বিষয়টি আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে। আগামী ২৯ জুন আমেরিকার সঙ্গে আলোচনার পর শুল্কের নতুন হার নির্ধারিত হতে পারে।

বাংলাদেশ সাধারণত গম আমদানি করে থাকে রাশিয়া এবং ইউক্রেন থেকে। এই দুই দেশের গমের দাম তুলনামূলক কম। সূত্রের খবর, আমেরিকা থেকে যদি গম কেনা হয়, তবে বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

'প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদ ১০ বছরে বাঁধার প্রস্তাব মানা হতে পারে শর্তসাপেক্ষে'!

পরিচয় ডেস্ক : এক ব্যক্তি সারাজীবনে সর্বোচ্চ ১০ বছর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীপদে থাকতে পারবেনড় এই মর্মে আইন সংশোধন করতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে প্রস্তাব দিয়েছে ইউনূস সরকার।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে তিন দিন আগেই মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল বিএনপি। কিন্তু বৃহস্পতিবার অবস্থান বদলে ফেলল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জ□িয়ার বিএনপি। দলের তরফে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১০ বছর বেঁধে দেওয়ার বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

ইসি ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের বার্তা পেয়েছে কি-না স্পষ্ট করার দাবি সালাহউদ্দিনের

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারেরর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির বার্তা প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে (সিইসি) জানিয়েছেন কি-না, তা জাতিকে নিশ্চিত করতে অন্তর্বতী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ।

তিনি বলেন, "আমরা গণমাধ্যমে দেখেছি যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করেছেন। লন্ডনের বৈঠকের পর, আমরা আশা করেছিলাম প্রধান উপদেষ্টা ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথ মার্ধে এবং রমজান শুরুর আগে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করবেন।"

শুক্রবার (২৭ জুন) গুলশানের বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

এর আগে বৃহস্পতিবার অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে সিইসির বৈঠক হয়। বৈঠকটি নিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন বলেন, আমরা আশা করছি প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় অথবা নির্বাচন কমিশন আলোচনার বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানাবে।

তিনি বলেন, "সবাই এখন ধরে নিচ্ছে যে, প্রধান উপদেষ্টা ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে, রমজান শুরুর আগের সপ্তাহে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সম্পর্কে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে তার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। আমাদের ধারণা এটাই।"

বিএনপি নেতা অবশ্য জানান, প্রধান উপদেষ্টা আসলেই এই বার্তা দিয়েছেন কি-না বা নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো পরামর্শ বা নির্দেশনা দিয়েছেন কি-না তা তারা জানেন না। তিনি বলেন, "উভয় পক্ষই যদি জাতির সামনে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন- তাহলে আমরা আশ্বস্ত হব।"

এর আগে বৃহস্পতিবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এন নাসির উদ্দিন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

সালাহউদ্দিন বলেন, "নির্বাচন কমিশন অতীতে বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

দেড় কোটি বাংলাদেশি প্রবাসীকে ভোটার করতে আইনি নোটিশ

পরিচয় ডেস্ক : প্রবাসে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ চেয়ে নির্বাচন কমিশন এবং সরকারের প্রতি আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) ১৭টি দেশের ২০ জন প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির রেজিস্ট্রি ডাকযোগে এ নোটিশ পাঠান।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব, পররাষ্ট্র সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব বরাবর এ নোটিশ পাঠানো হয়।

নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে আইনি প্রতিকার চেয়ে উচ্চ আদালতে আবেদন করা হবে বলে উল্লেখ করেছেন আইনজীবী।

নোটিশে বলা হয়েছে, বিশ্বের প্রায় ১৭৬টি দেশে বাংলাদেশি প্রবাসীরা বসবাস করছেন। যেহেতু বর্তমানে প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি, যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০%। রেমিট্যান্স আয়ের দিক থেকে ২০২৪ সালে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল সপ্তম। ভোটাধিকার নাগরিকের একটি রাজনৈতিক অধিকার। এটি আমাদের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত। একজন নাগরিকের সাময়িক অবস্থান পরিবর্তন সংবিধান স্বীকৃত এই অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে না। বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র নিয়ে কাজ করা স্টকহোমভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্ট্যান্সের (আইডিইএ) তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের ১২৬টি দেশ তাদের প্রবাসী নাগরিকদের ভোট দেওয়ার সুযোগ দেয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের বিদ্যমান কাঠামোতে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতে সংশোধনীর প্রয়োজন নেই। নির্বাচন কমিশন ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনে আউট অব-কান্ট্রি ভোটিংয়ের বিধান চালু করলেও আবেদন, ব্যালট গ্রহণ এবং ফেরত পাঠানোর বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

ভেঙে ফেলা হলো 'মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ', হবে জুলাই স্মরণে 'গণমিনার'

পরিচয় ডেস্ক : ২০২৩ সালে ১০ নভেম্বর ঢাকার বিজয় সরণিতে "মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ" নামে একটি চত্বর উদ্বোধন করেছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেখানে স্থান পায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "মৃত্যুঞ্জয়" নামে একটি ভাস্কর্য এবং বাঙালির বিভিন্ন সংগ্রামী অধ্যায়ের ম্যুরাল।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দিন (৫ আগস্ট) ভেঙে ফেলা হয় সেই ভাস্কর্য। এবার সেই ভাস্কর্যকে ঘিরে থাকা ম্যুরাল বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ৫.৪ শতাংশে নামিয়ে আনল আইএমএফ

পরিচয় ডেস্ক : আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়ে ৫ দশমিক ৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। এর আগে গত এপ্রিলে সংস্থাটির পূর্বাভাস ছিল ৬ দশমিক ৫ শতাংশ।

গত সোমবার (২৩ জুন ওয়াশিংটন ডিসিতে আইএমএফের নির্বাহী পর্যদ বাংলাদেশের জন্য চলমান ঋণ কর্মসূচির দুই কিস্তির ১৩৪ কোটি ডলার ছাড় করার অনুমোদনের সঙ্গে বাড়তি ৮০ কোটি ডলার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরপর আইএমএফ এক বিবৃতিতে এ তথ্যের পাশাপাশি জিডিপির পূর্বাভাসসহ অর্থনীতির বেশকিছু উল্লেখ করেছে।

এতে বলা হয়, আগামী ২০২৫২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৫ দশমিক ৪ শতাংশ হতে পারে। এ দিকে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্যও আইএমএফ প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৮ শতাংশ প্রাক্কলন করেছে। যা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস)

সাম্প্রতিক ৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ অনুমানের চেয়ে কম। একই সঙ্গে সংস্থাটি জানিয়েছে, আগামী অর্থবছর শেষে গড় মূল্যস্ফীতি দাঁড়াবে ৬ দশমিক ২ শতাংশ।

বিবৃতিতে বলা হয়, ২০২৪ সালের আগস্টে গণঅভ্যুত্থানের পর দ্রুত অন্তর্বর্তী সরাকর গঠন রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক হয়। ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার দিকে পর্যায়ক্রেম যাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। তবে চলমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি, বাণিজ্যে ক্রমবর্ধমান বাধা এবং ব্যাংকিং খাতে চাপ বাড়ার কারণে অর্থনৈতিক সম্ভাবনা আগের চেয়ে কমেছে।

আইএমএফের ডিএমডি এবং পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ার নাইজেল ক্লার্ক বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় নীতি কার্যক্রম ও সংস্কার বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মুদ্রা বিনিময় হার নিয়ে বাংলাদেশের *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

১০ বছরে বাংলাদেশে ফল উৎপাদন বেড়েছে ৫০ শতাংশ

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে বিগত ১০ বছরে ফল উৎপাদন প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ফল উৎপাদন ছিল প্রায় এক কোটি মেট্রিকটন। সেটি বেড়ে বর্তমানে এক কোটি ৫০ লাখ টনে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ে মানুষের ফল খাওয়ার হারও বেড়েছে। ১০ বছর আগে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ দিনে গড়ে ৩৫-৪০ গ্রাম করে ফল খেত, এখন এ হার ৮৬ গ্রাম। বিগত কয়েক বছরে দেশে বিদেশী ফল উৎপাদনও ব্যাপক হারে বেড়েছে। বিশেষ করে ড্রাগন *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে বাংলাদেশি পোশাক

পরিচয় ডেস্ক : ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বাড়ছে। তবে একই সঙ্গে বাড়ছে তীব্র চাপ ও প্রতিযোগিতা। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, গত বছরের তুলনায় রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, কিন্তু মাসওয়ারি প্রবৃদ্ধিতে ধীরগতি লক্ষ করা যাচ্ছে। অর্থাৎ বাজার ধরে রাখার সঙ্গে সঙ্গে আরও কৌশলী হওয়ার সময় এসেছে বাংলাদেশের জন্য।

ইইউর পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের তথ্যমতে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিলড়এই চার মাসে ইইউতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.০৭ বিলিয়ন ডলারে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২৪ শতাংশ বেশি। তবে শুধু জানুয়ারি-মার্চ সময়ে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২৯ শতাংশ। অর্থাৎ মার্চের তুলনায় এপ্রিল মাসে রপ্তানির গতি কিছুটা শ্লথ হয়েছে।

তবে পুরো চিত্র শুধু পরিমাণের নয়, আয়ের দিকেও একটি ইতিবাচক বার্তা রয়েছে। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল সময়ে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে ১৯.৭১ শতাংশ এবং ইউনিট মূল্য বেড়েছে ৩.৫৭ শতাংশ। এর মানে হচ্ছে, রপ্তানিকৃত প্রতিটি পোশাক থেকে আয় কিছুটা হলেও বাড়ছে। যদিও এই হার এখনো চীনের তুলনায় কম। যেখানে একই সময়ে চীনের রপ্তানি ২১.৪৯ শতাংশ বেড়ে ৮.৩৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে এবং ইউনিট মূল্য বেড়েছে ৭.৩৭ শতাংশ। অর্থাৎ ইইউতে প্রতি ইউনিট পোশাক রপ্তানির বিপরীতে চীন বাংলাদেশের চাইতে বাড়তি মূল্য পাচ্ছে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ, যা প্রতিযোগিতায় তাদের অবস্থান আরও মজবুত করেছে। ভিয়েতনামও পিছিয়ে নেই; দেশটির রপ্তানি বেড়েছে ১৫.৬২ শতাংশ এবং ইউনিট মূল্য বেড়েছে ৫.৬৮ শতাংশ। এ ছাড়া ভারত, পাকিস্তান ও *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বের ২৫টি দেশে বাংলাদেশের ৬ শ’ টন আম রফতানি

পরিচয় ডেস্ক : মৌসুমের শুরুতেই বিশ্বের ২৫টি দেশে ছয় শ’ টন আম রফতানি রেকর্ড করেছে বাংলাদেশ। আগামী তিন মাসে অন্তত চার হাজার টন আম রফতানির ব্যাপারে আশা করছেন আম রফতানির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও কর্মকর্তারা। যা গত আমের মৌসুমে রফতানির হারের চেয়ে দ্বিগুণ হবে।

জানা যায়, গত মে মাসের ১৮ তারিখ থেকে অনানুষ্ঠানিক আম রফতানি শুরু হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে আম রফতানি শুরু হয় গত ২৮ মে। এদিন চীনের বাজারে ৫০ টন আম রফতানির মাধ্যমে রফতানি শুরু হয়।

গ্রীষ্মকালীন সুস্বাদু ফল আমের বাম্পার উৎপাদনেও এবার রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে দেশ। চলতি মৌসুমে প্রায় দু’ লাখ পাঁচ হাজার ৩৪ হেক্টর জমিতে প্রায় ২৭ লাখ মেট্রিক টন আমের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

জানা যায়, যুক্তরাজ্য, ইতালি, ফ্রান্স, কানাডা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, সৌদি আরব, জার্মানি, *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হলো ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ সোলার প্যানেল

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের শিল্পগোষ্ঠী ইস্ট কোস্ট গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান রেডিয়েন্ট অ্যালায়েন্স যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো সোলার (সৌর) পিভি মডিউল রপ্তানির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি সরবরাহ চেইনে যুক্ত করল।

বাংলাদেশ সোলার মডিউল প্রস্তুতকারক সমিতির (এসএমএমএবি) সাধারণ সম্পাদক গোলাম বাকী মাসুদ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে চীনা সোলার প্যানেলের ওপর অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করায় বাংলাদেশের জন্য বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে।

রেডিয়েন্টের এক শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, ২০২৫ সালের ১৯ জুন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ক্লিনগ্রিড ইনকরপোরেশনের কাছে প্রথম চালানটি পাঠানো হয়। ২১৫ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের চার বছর মেয়াদি এ রপ্তানি চুক্তির আওতায় প্রতিষ্ঠানটি ২০২৮ সাল পর্যন্ত মোট ৬৪ দশমিক ৬০ মেগাওয়াট সোলার মডিউল সরবরাহ করবে। এর মধ্যে ২০২৫ সালেই ১২ দশমিক ৪০ মেগাওয়াট পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

আশুলিয়ার সাভারে অবস্থিত *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

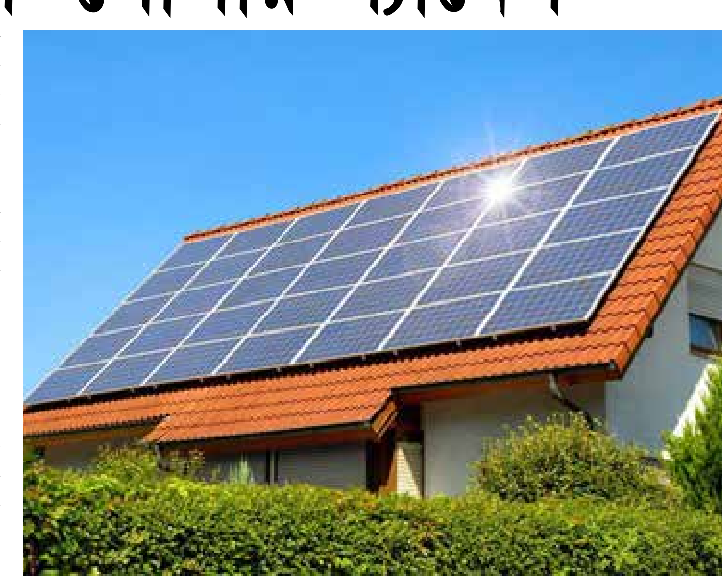

SVF
Alpha-i
&
CHORKI
IN ASSOCIATION WITH
TAANDOB
THE FILM BY RAIHAN RAFI
মহাসমারোহে ৩য় সপ্তাহ
NEW YORK, NY
KEW GARDENS CINEMA
81-05 LEFFERTS BLVD, KEW GARDENS, NY 11415
FRIDAY JUNE 27TH @ 8:00 PM
SATURDAY JUNE 28TH @ 8:00 PM
SUNDAY JUNE 29TH @ 8:00 PM
MONDAY JUNE 30TH @ 8:00 PM
TUESDAY JULY 1ST @ 8:00 PM
WEDNESDAY JULY 2ND @ 8:00 PM
THURSDAY JULY 3RD @ 8:00 PM
Tickets available at www.kewgardencinemas.com & at box office

ইরানে আবার হামলার সম্ভাবনা কতটুকু

সংঘাত থেকে কী পেল ইরান-ইসরায়েল?

পরিচয় ডেস্ক :১২ দিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা বাজার পর অবশেষে পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হয়েছে। ইরান-ইসরায়েল এগিয়েছে একটি ভঙ্গুর অস্ত্রবিরতির দিকে।

ইরানের পারমাণু কর্মসূচি বন্ধের নামে গত ১৩ জুন ইরানে হামলা চালায় ইসরায়েল। ইরানও শুরু করে পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা। এরপর তেল আবিবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। এর প্রতিশোধ নিতে কাতারের মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা চালায় তেহরান।

এরপর পরিস্থিতি যেন আরও খারাপ না হয়, এজন্য এরই মধ্যে শুরু হয়ে যায় যুদ্ধবিরতির আলোচনা। অবশেষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিহিত “১২ দিনের যুদ্ধ” আপাতত বন্ধ হয়েছে যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে।

যুদ্ধবিরতির কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় থাকলেও আপাতদৃষ্টিতে ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে সেই সংঘাত আপাতত শেষ হয়েছে।

এদিকে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও ইরানের নেতারা সবাই এ যুদ্ধে নিজেদের জয়ী দেখাতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তাছাড়া ট্রাম্পসহ সবার দাবি, যুদ্ধবিরতির এই মুহূর্তটি ঘটেছে তাদের নিজ নিজ শর্তে।

এখন প্রশ্ন হলোড় বাস্তবতা আসলে কী? ইসরায়েল কী অর্জন করল? ইরান কি তাদের কৌশলগত সম্পদ রক্ষা করতে পারল? আর এই যুদ্ধবিরতি কি সত্যিই শান্তির পথে নিয়ে যেতে পারে?

ঘটনাগুলো কীভাবে ঘটল?

২২ জুন ভোরে ইসরায়েলের অনুরোধে ইরানের ফোরদো, নাতাঞ্জ ও ইসফাহান পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র।

ট্রাম্পের ভাষ্যে, তাদের হামলায় এসব স্থাপনা “সম্পূর্ণভাবে” ধ্বংস করা হয়েছে।

এর জবাবে, ২৩ জুন কাতারের আল-উদেইদ মার্কিন ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে ইরান। এটি মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি।

মধ্যপ্রাচ্যে একটি বড় ও দীর্ঘ যুদ্ধের আশঙ্কা তখন আরও তীব্র হয়ে ওঠে। তবে এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ঘোষণা দেন, “ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

ইরান নয়, মধ্যপ্রাচ্যের আতঙ্ক এখন লাগামহীন নেতানিয়াহু- ব্রিটিশ পত্রিকা দ্য টেলিগ্রাফের নিবন্ধ

পরিচয় ডেস্ক : ইরানে ইসরায়েলি আগ্রাসনের পর দীর্ঘমেয়াদি টানাপোড়েন তৈরির ঝুঁকি বাড়ছে মধ্যপ্রাচ্যে তেল আবিরের ‘মিত্র’ বা বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলোতে। এমন আশঙ্কাই প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর কর্মকর্তারা।

ইসরায়েল একসময় ইরানের পারমাণবিক হুমকির বিরুদ্ধে প্রধান নিরাপত্তা গ্যারান্টর হিসেবে বিবেচিত হলেও এখন ইসরায়েলকেই সবচেয়ে বড় অস্থিরতার উৎস হিসেবে দেখছে আরব দেশগুলোর অনেকে। তেহরানের সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোর পর ইসরায়েলের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ আরও বেড়েছে।

এক আরব কূটনীতিক ইসরায়েলের এই হামলাকে আখ্যা দিয়েছেন ‘অমার্জনীয় বেপরোয়া পদক্ষেপ’ হিসেবে। যদিও কিছু কর্মকর্তা চেয়েছিলেন, ইসরায়েল যেন ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলো ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। তারপরও উপসাগরীয় অঞ্চলের তিনটি দেশের প্রতিনিধিরা ইসরায়েলের সামরিক আধিপত্য ও দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর তা ব্যবহারের প্রবণতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আরব কর্মকর্তা বলেন, ‘গাজা, লেবানন, সিরিয়া ও এখন ইরানড়সবখানেই তিনি (নেতানিয়াহু) নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। নিয়ন্ত্রণহীন, লাগামছাড়া শক্তি আর আমাদের জন্য সম্পদ নয়। এটি এখন আমাদের জন্য সমস্যা।’

ইসরায়েলের ‘অস্থিতিশীল’ ভূমিকা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণে বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে আব্রাহাম অ্যাকর্ডস। এই ঐতিহাসিক চুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মরক্কো ও সুদান ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছিল। দশকব্যাপী শত্রুতার অবসান ঘটিয়ে ইসরায়েলকে আরব বিশ্বের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি ছিল বড় সাফল্য। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের অন্যতম বড় কূটনৈতিক অর্জনও ছিল এই চুক্তি।

মার্কিন কর্মকর্তারা আশা করেছিলেন, সৌদি আরবও শেষ পর্যন্ত এই পথ অনুসরণ করবে। কিন্তু গাজা যুদ্ধের পর রিয়াদের কড়া সমালোচনার কারণে সেই আশায় ভাটা পড়েছে। উপসাগরীয় বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নয়, ইইউ-তে প্রশ্ন স্পেনের

পরিচয় ডেস্ক : স্পেনের সঙ্গে গলা মিলিয়েছে আয়ারল্যান্ডও। কিন্তু জার্মানিসহ অধিকাংশ দেশ স্পেনের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মস্কোর বিরুদ্ধে মোট ১৮টি নিষেধাজ্ঞামূলক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। সেই একই নীতিতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কেন নিষেধাজ্ঞা জারি হবে না, ইইউ-তে এই প্রশ্ন তুলেছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেড্রো স্যানচেজ। আয়ারল্যান্ড তাকে সমর্থন করেছে।

সম্প্রতি ইইউ নেতাদের হাতে একটি রিপোর্ট এসেছে। বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পকে ‘ড্যাডি’ ডেকে বসলেন ন্যাটো প্রধান! জবাবে প্রেসিডেন্ট বললেন...

পরিচয় ডেস্ক : ইজরায়েল ও ইরান যেন স্কুল চত্বরে মারামারি করা দুই শিশু। তাই তাদের সঠিক পথে আনতে কখনও সখনও বকাঝকা করতেই হয়। ন্যাটো সম্মেলনের পরে হওয়া সাংবাদিক সম্মেলনে এমন ভাবেই ‘লাইভ’ টিভিতে তাঁর অশ্লীল শব্দচয়নের পক্ষে যুক্তি সাজিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপরই তাঁকে ‘ড্যাডি’ সম্বোধন করেছিলেন ন্যাটো চিফ মার্ক রুটে। এবার হোয়াইট হাউস একটি ভিডিও শেয়ার করল, যেখানে ট্রাম্পকে সম্মেলন শেষে আমেরিকায় ফিরতে দেখা যাচ্ছে। আবহে বাজছে ২০১০ সালে আশারের গাওয়া ‘হে ড্যাডি’ গানটি। এই মূহূর্তে বিশ্ব রাজনীতিতে চর্চায় ট্রাম্প ও তাঁর নতুন ‘ডাকনাম’। তাতেই যেন গা ভাসাল হোয়াইট হাউস।

ইজরায়েল ও ইরান যেন বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের আন্তরিকতা দেখছি বললেন পুতিন

পরিচয় ডেস্ক : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ‘সত্যিকারের আগ্রহ’ দেখাচ্ছেন। শুক্রবার (২৭ জুন) বেলারুশের রাজধানী মিনস্কে সফরের সময় এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

পুতিন বলেন, “ট্রাম্প একজন আন্তরিক মানুষ এবং আমি মনে করি, ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে তাঁর সত্যিকারের প্রচেষ্টা রয়েছে।”

তিনি আরও জানান, মস্কো ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনায় ফিরতে আগ্রহী এবং এরইমধ্যে পূর্ববর্তী দুটি চুক্তি বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

KARNAFULLY HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE LLC
A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES
WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY
We Care
Your Family
Like Ours
LHCSAs
Our Services in New York Counties
We Provide The Following Home Care Services
HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)
Service Areas (Boroughs & Counties)
Queens
Nassau
Suffolk
Bronx
Westchester
Dutchess
Orange
Rockland
Sullivan
Ulster
NYS Department of Health LHCSAs
Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372
Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432
Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent
Fax: 347-338-6799
347-621-6640

PPL-এর আমরা অথরাইজড এজেন্ট

CDPAP নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।

COMMITTED HOME CARE

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা করে থাকি।

আজই যোগাযোগ করুন - (718) 457-0813

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুন্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

আপনি ইচ্ছে করলে ডিরেক্ট 833-247-5346 নাম্বারে কল দিয়ে ট্রান্সফার করতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার হোমকেয়ার সার্ভিসের জন্য COMMITTED HOME CARE নাম উল্লেখ্য করতে হবে।

Giash Ahmed
Vice President
Committed Home Care
Phone : 718-457-0813, Fax : 718-457-0814
Cell : 917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:

37-05 74 St, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
Tel : 718-457-0813
Fax: 718-457-0814

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বনভোজন ২০২৫

আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র: নিউইয়র্ক-ঢাকা এয়ার টিকেট, ৬৫" টিভি, স্বর্ণালংকার ও আকর্ষণীয় ১০টি পুরস্কার

স্থান:
Belmont Lake State Park
(Maple Pavilion)
625 Belmont Ave, West Babylon, NY 11704

তারিখ: ৬ জুলাই রবিবার

সংগীত পরিবেশন করবেন
বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গিত শিল্পি দিলরুবা খানের কন্যা
শিমুল খান

বিশেষ আকর্ষণ
খেলাধুলা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেনঃ
মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী

বনভোজনের জন্য নির্ধারিত কোন ফি নাই।

আপনারা সকলে আমন্ত্রিত

আমন্ত্রনেঃ

যাতায়াত নিজস্ব পরিবহন

আহ্বায়ক:
ইমরুল কায়সার
347-725-5132

প্রধান সমন্বয়কারী
আরিফ চৌধুরী
347-839-9230

সদস্য সচিব:
মোহাম্মদ ঈসা
718-709-1371

যুগ্ম আহ্বয়ক:
অজয় তালুকদার
মোহাম্মদ কলিম উল্লাহ

সমন্বয়কারী
জাবের শফি
মোঃ আকতার হোসেন
পল্লব রায়

যুগ্ম সদস্য সচিব:
মোঃ নুরুল আমিন
তানিম মহসিন
মোহাম্মদ মহিম উদ্দিন

অর্থ কমিটি
মোঃ শফিকুল আলম
646-457-5746
মোঃ নুরুল আমিন
917-294-4046

সার্বিক সহাযোগিতায়ঃ
মোহাম্মদ আলী নুর, হাজী টি আলম, ফরিদ আহমেদ চৌধুরী, মো: নওশাদ কামাল,মোহাম্মদ নাসির চৌধুরী

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ
আব্দুর রহিম, মোহাম্মদ হানিফ, কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, মুহাম্মদ ইলিয়াছ মিএা, মুহাম্মদ ওয়াহিদী, সরওয়ার জামান সিপিএ, জুবায়ের মানিক, মোহাম্মদ শামসুল আলম চৌধুরী, মনির আহম্মদ, সৈয়দ এম রেজা, মোহাম্মদ সেলিম, মুহাম্মদ এনাম চৌধুরী, মো: আবছার উদ্দিন, কামাল হোসেন মিঠু, মুহাম্মদ শাহজাহান, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, সৈয়দ মোরশেদ রিজভী চৌধুরী, আবুল কাশেম চট্টলা, তরিকুল হায়দার চৌধুরী, খোকন কে চৌধুরী, শ্রাবনী সিপিএ, নবী চৌধুরী, নুরুল আজিম , হাজী তৌহিদুল আলম, কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, মুহাম্মদ আমিন, মুহাম্মদ শওকত হোসেন, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মিজানুর রহমান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ এম হোসেন বাবর, মোহাম্মদ শাহ নুর, মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন চৌধুরী, মুহাম্মদ সরোয়ার, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, হেলাল মাহমুদ, সাহাব উদ্দিন চৌধুরী (লিটন), ফোরকান উদ্দীন, মো: মুজিবুর রহমান, মুহাম্মদ দিদারুল আলম, মুহাম্মদ কাউছার, মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন, মোহাম্মদ নুরুল আনোয়ার, ইব্রাহিম দিপু, মুহাম্মদ জামাল চৌধুরী, মুহাম্মদ শাহাজাহান, আবুল কালাম, মো: নাজিম উদ্দিন, মো: সেলিম, মামুনুর রশিদ, উত্তম দাশ, মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, মুহাম্মদ সোলাইমান, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, এডভোকেট হামিদ, ফারুক আলী তালুকদার, মামুনুর রশিদ, মুহাম্মদ শাহনুর, মুহাম্মদ মির হোসেন, মুহাম্মদ নজরুল, প্রফেসর ইকবাল, সিরাজুল ইসলাম, খোরশেদ খন্দকার, আশ্রাব আলী খান (লিটন), মতিউর চৌধুরী, মুহাম্মদ মানু, নজরুল চৌধুরী, মুহাম্মদ আজিজ সোহেল, মুহাম্মদ করিম, মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, মুহাম্মদ রাশেদুল আলম, মুহাম্মদ সওকত, নিকিল বাবু, শশ্রাট, মুহাম্মদ বাবলু, মুহাম্মদ বাছন আলী, মুহাম্মদ হাসান, রিংকু চৌধুরী, তৌহিদুল আলম চৌধুরী, বেলাল হোসেন ও কাজী এমরান।

নিবেদকঃ

মোহাম্মদ আবু তাহের
সভাপতি
917-775-4178

মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
646-932-4342

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
Chittagong Association of North America Inc.

মধ্যপ্রাচ্য আর হয়তো ইসরায়েলের ছকে চলবে না

ডেভিড হার্স্ট

১৯৪০ সালের ১৪ নভেম্বর ব্রিটেনের কভেন্ট্রি শহরে লুফটওয়াফে (জার্মান বিমানবাহিনী) যে বিমান হামলা চালায়, সেটিকে তারা এক চমকপ্রদ প্রযুক্তিগত সাফল্য হিসেবে নিয়েছিল। জার্মান প্রচারমাধ্যম দাবি করেছিল, এটি ছিল 'পুরো যুদ্ধে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা'।

নাৎসি জার্মানির প্রধান প্রচারমন্ত্রী জোসেফ গোয়েবলস এ হামলায় এতটাই আনন্দিত হয়েছিলেন যে তিনি ওই হামলার নামে 'টু কভেনট্রেট' নামে একটি নতুন শব্দ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তারপর খুব বেশি দিন না গড়াতেই জার্মানির সেই বিজয়ের আনন্দ ফিকে হয়ে যায়। কারণ, ব্রিটিশরা খুব দ্রুত অ্যারো ইঞ্জিন ও বিমান যন্ত্রাংশ উৎপাদনের কারখানাগুলো তাদের গোপন কারখানায় সরিয়ে ফেলে। ব্রিটিশদের উৎপাদনক্ষমতা কিছুটা ব্যাহত হলেও ধ্বংস হয়নি। কয়েক মাসের মধ্যেই এসব কারখানা আবার সম্পূর্ণ উৎপাদনে ফিরে যায়।

আজ আমরা জানি, জার্মানদের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল ব্রিটিশদের মনোবলকে খাটো করে দেখা। ব্রিটিশরা দ্রুতই পাল্টা আঘাত হানার দুর্দমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। এর কিছুদিন পরেই রয়্যাল এয়ার ফোর্স (আরএএফ) জার্মানিতে বড় ধরনের বিমান হামলা শুরু করে।

সেই পরিস্থিতি এখন ইসরায়েলে দেখা যাচ্ছে। ইরানে হামলার প্রথম ঘণ্টাগুলোতে যে 'সম্পূর্ণ বিজয়' ইসরায়েলের সামরিক কর্তৃপক্ষ দাবি করেছিল, মাত্র ১২ দিনের মাথায় সেই বিজয় এখন কৌশলগত পরাজয়ের মতো দেখাচ্ছে। সে কারণেই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে যুদ্ধবিরতির প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও ইসরায়েল বারবার সেই চুক্তি মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।

এখন বোঝা যাচ্ছে, ইসরায়েল তাদের ঘোষিত তিনটি যুদ্ধলক্ষ্যের একটিও পূরণ করতে পারেনি।

প্রথমত, ট্রাম্প ইরানের পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি 'সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে' বলে দাবি করলেও তার সপক্ষে এখনো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বলা হচ্ছে, ইরান হামলার আগে অন্তত কিছু সেন্ট্রিফিউজ (পারমাণবিক সরঞ্জাম) নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমানে ইরানের ৪০০ কেজির বেশি উচ্চমাত্রার সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুত আছে বলে যে ধারণা করা হয়ে থাকে, তা কতটুকু সত্য তাও স্পষ্ট নয়।

দ্বিতীয়ত, ইসরায়েল যেসব ইরানি জেনারেল ও বিজ্ঞানীকে হামলার শুরুর দিকে হত্যা করেছিল, তাঁদের জায়গায় দ্রুত নতুন লোকদের বসানো হয়েছে।

তৃতীয়ত, সিএনএন গেল মঙ্গলবার জানিয়েছে, পেন্টাগনের গোয়েন্দা শাখার মূল্যায়নে বলা হয়েছে, মার্কিন বাহিনীর যেসব হামলা ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় চালানো হয়েছিল, তাতে তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচির মূল উপাদানগুলো ধ্বংস হয়নি। এ হামলা বড়জোর কয়েক মাসের জন্য ইরানের কার্যক্রম পিছিয়ে দিতে পেরেছে।

সুতরাং এ যুদ্ধের ফলে ইসরায়েলের অর্জনের চেয়ে ক্ষয়ক্ষতিই বেশি হয়েছে। এটি প্রমাণ করে, ইসরায়েল এখন আর এককভাবে মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষমতার চিত্র আঁকতে পারছে না।

যদি কভেন্ট্রির ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে কিছু বোঝা যায়, তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ও ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন কয়েক মাসের মধ্যে আবার চালু হয়ে যাবে। সেটি 'অনেক বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে' বলে যুক্তরাষ্ট্র যেমনটা বলছে, আসলে তা ঠিক নয়।কারণ কী? কারণ, ইরানের হাতে প্রযুক্তি আছে, দক্ষতা আছে। সবচেয়ে বড় কথা, ইরানের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার করার জাতীয় দৃঢ়সংকল্প আছে। অর্থাৎ ইরান ঝড়ের ধাক্কা সহ্য করে তারা টিকে গেছে।

যে মুহূর্তে ট্রাম্প যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েলে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এটি স্পষ্ট করে দেয়, ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (যা ইসরায়েলের দ্বিতীয় যুদ্ধলক্ষ্য ছিল) এখনো শক্তিশালী ও কার্যকর এবং ইসরায়েলের জন্য এটি এক স্থায়ী হুমকি।

১২ দিনে ইসরায়েল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় যতটা ক্ষতির শিকার হয়েছে, তা দুই বছর ধরে হামাসের দেশীয় রকেট বা মাসের পর মাস হিজবুল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশি।

এই ১২ দিনে ইসরায়েলি নাগরিকেরা ধ্বংসাবশেষ দেখেছে। তাদের অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকগুলো ভেঙে পড়েছে। বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে। এই দৃশ্য *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ইরানে ইসরায়েল যেভাবে ধরা খেল

অরি গোল্ডবার্গ

ইরানে টানা ১১ দিন বোমাবর্ষণ করে ইসরায়েল কী অর্জন করল? যুদ্ধবিরতি ঘোষণা দেওয়ার সময় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দাবি করেছেন, ইসরায়েলি লক্ষ্যগুলো অর্জিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর এই দাবি যে সমস্যাজনক, সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধের শুরুতে নেতানিয়াহু দুটি লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করেছিলেন। এক. ইরানের পরমাণু কর্মসূচি গুঁড়িয়ে দেওয়া। দুই. ইরানে শাসনব্যবস্থার বদল। ইরানের পরমাণু কর্মসূচি কি গুঁড়িয়ে দেওয়া গেল? উত্তরটা হবে, না। এটা মনে হচ্ছে যে ফর্দো পারমাণবিক স্থপানায় যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালানোর আগেই সেখান থেকে ফিউশনযোগ্য বা বিভাজ্য পদার্থ সরিয়ে নিয়েছিল। ইউরেনিয়ামের এ মজুতই ইরানের হাতে থাকা পারমাণবিক কর্মসূচির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি গুঁড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যটি ব্যর্থ হয়েছে।

ইসরায়েল হামলা চালিয়ে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির যদি কোনো ক্ষতি করে থাকে, সেটা আসলে কী? এ প্রশ্নের উত্তর এখনো পরিষ্কার নয়। ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় বাংকার বাস্টার বোমা দিয়ে হামলা চালাতে যুক্তরাষ্ট্রকে রাজি করাতে সক্ষম হয় ইসরায়েল। কিন্তু এর বাইরে এ আক্রমণ অভিযানে ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা পেয়েছে খুব সামান্য।

ইরান যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত চিত্র নিরূপণ করা কঠিন।

ইসরায়েল কি ইরানে 'সরকার পরিবর্তন' ঘটাতে পেরেছে? এর সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো, উল্টো ফলটাই বেশি হয়েছে। ইরানের বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থায় নেতৃত্বে থাকা সামরিক নেতাদের হত্যা করে ইসরায়েল চেয়েছিল দেশটির শাসক দলের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান উসকে দিতে। এ কৌশল এসেছে ইসরায়েলিদের সেই দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে, যেখানে তারা মনে করে, শত্রুরাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করার সেরা উপায় হলো জ্যেষ্ঠ নেতাদের হত্যা করা।

কিন্তু এ কৌশল কখনোই কাজ করেনি। একমাত্র সম্ভাব্য ব্যতিক্রম হতে পারে লেবাননে হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহর হত্যার প্রভাব। তবে হিজবুল্লাহর দুর্বল হওয়ার পেছনে লেবাননের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। অন্য সব ক্ষেত্রে নেতৃত্বকে নিকেশ করে দেওয়ার ইসরায়েলি এ কৌশল বড় কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইরানের ক্ষেত্রেও ইসরায়েলি এ কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। এসব হত্যাকাণ্ডে সরকারের প্রতি ইরানি জনগণের সংহতি জোরালো হয়েছে। ইরানের ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড কোরের (আইআরজিসি) শীর্ষ কমান্ডারদের হত্যা করে। আইআরজিসি সম্ভবত ইরানি রাজনীতির ক্ষমতাধর শক্তি। একই সঙ্গে ইরানি জনগণ সবচেয়ে ঘৃণা করে, এমন একটি সংস্থা আইআরজিসি।

তা সত্ত্বেও অনেক ইরানি, যাঁরা ইসলামিক রিপাবলিক ও বিশেষ করে আইআরজিসির কট্টর বিরোধী, তাঁরাও ইসরায়েলের হামলার পর সরকারকে সমর্থন দিয়েছেন। ইরানিরা ইসরায়েলের এ হামলাকে সরকারের ওপর হামলা নয়, গোটা ইরানের ওপর শত্রুর আক্রমণ হিসেবে দেখছেন।

ইরানি 'শাসকদের প্রতীকগুলোতে' ইসরায়েলি বোমা হামলা কেবল পরিস্থিতি আরও খারাপ করতে পারে। এভিন কারাগারে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। রাজনৈতিক বন্দীদের দমন-পীড়নের জন্য এ কারাগারের কুখ্যাতি আছে। ইসরায়েল কারাগারটিতে হামলা চালিয়ে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে ইরানি জনগণের সংগ্রামে সহায়তা দিতে চেয়েছিল। অথচ বাস্তবে এ হামলার ফলে বন্দীদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। কেননা কর্তৃপক্ষ অনেক বন্দীকে অজ্ঞাত স্থানে সরিয়ে নিয়েছে।

তেহরানে 'ইসরায়েল ডুমসডে ক্লকে' (এই ডিজিটাল ঘড়ি ইসরায়েলকে ধ্বংসের জন্য ইরানি প্রতিশ্রুতির প্রতীক বলে মনে করা হয়) বোমা হামলাটি ছিল নিতান্তই হাস্যকর।

ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারকেন্দ্র আইআরআইবিতে ইসরায়েলের বোমা হামলাও ছিল একেবারে উদ্ভট। ইসরায়েল দাবি করেছিল, ইরানি শাসকদের প্রোপাগান্ডা প্রচারের চেষ্টা রুখে দিয়েছে। এ বোমা হামলার পর অনেক ইসরায়েলি বলেছিলেন, এটি ইসরায়েলের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতেও হামলা চালানোর ক্ষেত্রে ইরানকে ন্যায্যতা দেবে।

ইসরায়েল যদি এর ঘোষিত যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জন না-ই *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR

DHCARE
HOMECARE
LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY

বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি
আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180
FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

দারিদ্র্য থাকলে গণতন্ত্র আসবে না

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

গণতন্ত্র ও দারিদ্র্য যেমন একে অপর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বভাবের, তেমনি উভয়ের মধ্যে শত্রুতা একেবারেই স্বভাবগত। গণতন্ত্রের একটি মূল বিষয় হচ্ছে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া। কিন্তু দরিদ্র মানুষ কী ভাগ করবে, অভাব ছাড়া? অভাব তো অবিভাজ্য, যারটা তারই থাকে, ভাগ করতে গেলে নেওয়ার লোক পাওয়া যায় না খুঁজে। নাম শুনলেই দৌড়ে পালায়। গণতন্ত্র প্রকাশ্য, আবার গোপনীয়। গণতন্ত্র সবল, দারিদ্র্য দুর্বল। গণতন্ত্র মানুষকে মেলায়; দারিদ্র্য বিচ্ছিন্ন করে। গণতন্ত্র জগৎমুখী, দারিদ্র্য আত্মমুখী। গণতন্ত্র আলাপ করে; দারিদ্র্য করে কলহ। না; গণতন্ত্র ও দারিদ্র্য কিছুতেই একসঙ্গে থাকতে পারে না। তার চেয়েও বড় কথা, দারিদ্র্য থাকলে গণতন্ত্র থাকে না; থাকতে পারে না। কেবল যে ভোট কেনাবেচা কিংবা ছিনতাই হয়, তা-ই নয়। মানুষ মানুষে মিলনটাই গড়ে ওঠে না। গৃহহীনরাই সবচেয়ে বড় গৃহী, তারা কেবলই গৃহ খুঁজে বেড়ায়; উন্মুক্ত প্রান্তরে ছুটে আসে।

কিন্তু দারিদ্র্যের কারণ কী সেটা এটা এনজিও কিংবা শাসক শ্রেণি বলেন না। বলেন যখন, তখন আসল কথা না বলে আজেবাজে কথা বলেন। মুখ্যকে গৌণ করে, গৌণকেই ধরে টানাটানি করেন। বলেন, দারিদ্র্যের কারণ আমাদের আলস্য। আমরা কাজ করি না। ফাঁকি দিই। বলেন, দারিদ্র্যের কারণ আমাদের জনসংখ্যা। এত মানুষ, এদের কে খাওয়াবে? যা আছে খাওয়াতেই শেষ; উন্নতি কী করে হবে? কী করে ঘুচবে দারিদ্র্য? কেউ বলেন, অন্য কিছু নয়, দায়ী আমাদের দুর্নীতি। চোর। চোরে ছেয়ে গেছে দেশ। চাটার দল। বেত চাই। বেতাতে হবে। এসব বলেন, কিন্তু দারিদ্র্যের আসল কারণটা দেখেন না বা দেখলেও মানতে চান না।

অন্য কারণ অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু আসল কারণ হচ্ছে বৈষম্য। এই বৈষম্যই দারিদ্র্য সৃষ্টি করছে এবং করেছে। না; দারিদ্র্য বৈষম্য সৃষ্টি করেনি। উল্টোটাই সত্য। বলা হবে এবং হচ্ছে, প্রতিযোগিতা থাকা ভালো। হ্যাঁ, তা ভালো বৈকি। প্রতিযোগিতা ছাড়া উন্নতি নেই। কিন্তু কার সঙ্গে কার প্রতিযোগিতা, সেটা তো দেখতে হবে। হাত-পা বেঁধে পানিতে ফেলে দিয়ে যদি বলি, তুমি আমার সঙ্গে সাঁতরাও দেখি, পাল্লা দাও। তাহলে লোকটি তো পারবে না, ডুবেই মরবে। সাঁতরাতে বলার আগে তার হাত-পায়ের বন্ধনগুলো কাটতে হবে; তাকে মুক্ত করতে হবে। তবেই সাঁতারের প্রশ্নটা উঠবে, নইলে তা নিষ্ঠুর বিদ্রুপ ছাড়া আর কী! দেশের অধিকাংশ মানুষ এই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে দারিদ্র্যের জলাশয়ে। তাদের অবস্থা সাঁতরে তীরে ওঠার নয়; ডুবে মরার। দেশে যে বৈষম্য রয়েছে, তার দরুন অধিকাংশ মানুষ নিজেকে উৎপাদনশীল কাজে যুক্ত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। জনসংখ্যা বোঝা হয়ে উঠছে; তাকে সম্পদে পরিণত করা যাচ্ছে না। শিক্ষা কর্মসূচি ভেঙে পড়ছে। কাজ নেই। অদক্ষ লোকে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে।

পুঁজি যা রয়েছে তা অল্প কিছু লোকের হাতে। এই লোকেরা দেখছে, দেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তাই পুঁজি বিনিয়োগ না করে তারা বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এই ধনীরাই আবার আমদানি করছে বিদেশি জিনিসপত্র। ব্যবস্থা করছে চোরাচালানের। ফলে দেশীয় পণ্যের বাজার গড়ে উঠছে না। ধনীদের মধ্যে দেশপ্রেম ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। তারা আবার দ্রুতগতিতে ভোগবাদিতার পথে এগোচ্ছে। প্রতিযোগিতা উৎপাদনের নয়; ভোগের। পুঁজির সঞ্চয় বিঘ্নিত হচ্ছে এভাবে পদে পদে।

বাংলাদেশের মূল সমস্যা হলো বৈষম্য। দারিদ্র্য এই বৈষম্য থেকেই সৃষ্টি। ধনী গরিবকে শোষণ করে; গরিবকে কর্মক্ষম হতে দেয় না এবং ধনী শোষণ করে, যা পায় তা ভোগ করে এবং যা বাঁচে তা বিদেশে পাঠিয়ে দেয়। গরিব মানুষ অন্য কিছু উৎপাদন করতে পারে না, হতাশা ও সন্তান ভিন্ন। ফলে সে আরও গরিব হয়। অপরাধ বাড়ে। বাড়ছে, আরও বাড়বে। বিদেশনির্ভরতা বাড়ে। বাড়ছে, আরও বাড়বে। এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের ছবি। অন্য সমস্যা রয়েছে হাজারে হাজার। কিন্তু সবই বৈষম্যের সঙ্গে বাঁধা। আসল গ্রন্থিটা ওখানেই।

আর গণতন্ত্রের কথা যে বলি, তার মূল কথাই হলো অধিকার ও সুযোগের সাম্য। এ না থাকলে গণতন্ত্র থাকার প্রশ্নই ওঠে না। ওই অধিকার ও সুযোগের সাম্য বাংলাদেশে কী পরিমাণে রয়েছে তার যদি হিসাব করি তাহলেই জানতে ও বুঝতে পারব, বাংলাদেশে গণতন্ত্র কতটা আছে বা তার ভবিষ্যৎ কী?

বৈষম্য ইংরেজ আমলে ছিল। ইংরেজ ও বাঙালি এক ছিল না। বৈষম্য পাকিস্তান আমলে ছিল। পাঞ্জাবি ও বাঙালি এক ছিল না। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ যেন এক ‘মবের মুল্লুক’

হারুন উর রশীদ স্বপন

বাংলাদেশে এখন ‘মবের মুল্লুক’ চলছে বলে মন্তব্য করেছেন মানবাধিকার কর্মী নূর খান। সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা মব সন্ত্রাসের শিকার হওয়ার ঘটনায় তিনি ডয়চে ভেলের কাছে এই মন্তব্য করেন।

আর বিশ্লেষক, মানবাধিকার কর্মী এবং সাবেক পুলিশ কর্মকর্তারা মনে করেন, সরকার যা-ই বলুক না কেন, তারা মব ভায়োলেন্সের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। ফলে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হচ্ছে না।

২০১৮ সালের নির্বাচনের সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কে এম নূরুল হুদা। তার বাসা উত্তরায়। রবিবার (২২ জুন) বিকালে তার বাসার সামনে মব তৈরি করা হয়। এরপর একদল লোক বাসায় ঢুকে তাকে বের করে আনে। বাসার সামনে প্রকাশ্যে তার গলায় জুতার মালা পরানো হয়। করা হয় জুতাপেটা। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে দেখা যায়, নূরুল হুদা সাদা টি-শার্ট ও লুঙ্গি পরা। তাকে ঘিরে রয়েছে একদল লোক। তারা নূরুল হুদাকে একটি জুতার মালা পরিয়ে রেখেছে। এক ব্যক্তিকে জুতা দিয়ে তাকে আঘাত করতেও দেখা যায়।তখন পুলিশ খুব কাছেই দাঁড়ানো। ভিডিওতে আরো দেখা যায়, কেউ কেউ নূরুল হুদার দিকে ডিম ছুঁড়ে মারছে এবং নানাভাবে তাকে হেনস্তা করা হচ্ছে। হেনস্তার পর নূরুল হুদাকে পুলিশে দেওয়া হয়। এই মব সন্ত্রাস চলেএক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে।

পরে বিএনপির করা একটি মামলায় নূরুল হুদাকে গ্রেপ্তার দেখায় উত্তরা পশ্চিম থানা। রাতে তাকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)-র কার্যালয়ে নেয়া হয়। সোমবার (২৩ জুন) আদালতে হাজির করে তাকে চার দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ।

এর আগে সকালেই (২২ জুন) বিএনপির পক্ষ থেকে ঢাকার শেরে বাংলা নগর থানায় সাবেক তিন প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ ২৪ জনের নামে ভোটারবিহীন এবং রাতের ভোটের অভিযোগে মামলা করা হয়। মব সন্ত্রাসের পর একই দিনে ওই মামলাতেই নূরুল হুদাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

মামলায় ২০১৪ সালের নির্বাচনের তৎকালীন সিইসি কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ, ২০১৮ সালের নির্বাচনে তৎকালীন সিইসি এ কে এম নূরুল হুদা ও ২০২৪ সালের নির্বাচনের তৎকালীন সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়ালকে আসামি করা হয়েছে। সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) হাসান মাহমুদ খন্দকার, এ কে এম শহীদুল হক, জাবেদ পাটোয়ারী, বেনজির আহমেদ ও চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকেও আসামি করা হয়েছে এই মামলায়।

আবার প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরের বিবৃতি

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে সারা দেশে অসংখ্য মব সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মবসন্ত্রাসীরা বিনা বাধায়ই বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়েছে। পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে বিভিন্ন পেশাজীবীদের। লুটপাট, দখলের ঘটনা ঘটেছে অনেক। মব সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহতও হয়েছেন অনেকে।

সাবেক সিইসি মব সন্ত্রাসের শিকার হওয়ার পর রবিবার রাতে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘‘২২ জুন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নূরুল হুদাকে একটি সুনির্দিষ্ট মামলায় রাজধানীর উত্তরা থানা পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এসময় ‘মব’ কর্তৃক সৃষ্ট বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ও অভিযুক্তকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার বিষয়টি সরকারের নজরে এসেছে।’’

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ‘‘সরকার দেশের সকল নাগরিকের প্রতি আবারো আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছে। অভিযুক্ত সকল ব্যক্তির বিচার দেশের আইন মেনে হবে এবং বিচারাধীন বিষয় ও ব্যক্তির ব্যাপারে আদালত সিদ্ধান্ত দেবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর আক্রমণ ও তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা বেআইনি, আইনের শাসনের পরিপন্থী ও ফৌজদারি অপরাধ। ‘মব’ সৃষ্টি করে উচ্ছৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী সকলকে চিহ্নিত করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সকল নাগরিককে সহনশীল ভূমিকা পালনের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।’’

এদিকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লে. জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ‘‘সাবেক নির্বাচন কমিশনার নূরুল হুদাকে আটকের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI & BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

দিনে কতবার প্রস্রাব হওয়া স্বাভাবিক? কিডনি সমস্যার লক্ষণ নয়তো

পরিচয় ডেস্ক : চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রস্রাব (ইংরেজিতে Urine) হলো শরীরের তরল বর্জ্য যা কিডনি দ্বারা ফিল্টার করা হয় এবং মূত্রাশয়ের মাধ্যমে নির্গত হয়। এটি শরীরের বিপাকীয় প্রক্রিয়ার উপজাত এবং স্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। প্রস্রাব শরীরের একটি স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। তবে দিনের পর দিন যদি প্রস্রাবের পরিমাণ বা সংখ্যায় অস্বাভাবিকতা দেখা যায়, সেটি হতে পারে কিডনি বা মূত্রনালির সমস্যার ইঙ্গিত। সাধারণত একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষ দিনে কতবার প্রস্রাব করা স্বাভাবিক? কখন এই পরিবর্তন চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়? ভারতীয় গনমাধ্যম আনন্দবাজারের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ওঠে আসে এসব তথ্য। চলুন জেনে নেই দিনে কতবার প্রস্রাব স্বাভাবিক:

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের গবেষণা অনুযায়ী, একজন প্রাপ্তবয়স্কের দিনে ৬ থেকে ৭ বার প্রস্রাব হওয়া স্বাভাবিক। এটি নির্ভর করে ব্যক্তির পানি বা তরল খাবার গ্রহণের পরিমাণের ওপর। চিকিৎসকদের মতে, দিনে ৪ থেকে ১০ বার প্রস্রাব স্বাভাবিক বলে গণ্য হয়। তবে এর বেশি বা কম হলে সমস্যা হতে পারে।

যদি দিনে ১০ বারের বেশি প্রস্রাব হয় বা প্রতি ৩০ মিনিটে প্রস্রাবের বেগ আসে, তবে যেটি সমস্যার ইঙ্গিত। আবার দিনে ৪-৬ বারের কম প্রস্রাব, বা প্রস্রাবের সময় জ্বালা বা ব্যথা হয় সেক্ষেত্রেও সতর্ক বাড়াতে হবে সতর্কতা।

তবে কখন যেটি রোগ?

একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্কের মূত্রাশয়ে ২০০ মিলিলিটার প্রস্রাব জমলেই প্রস্রাবের বেগ অনুভূত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় মূত্রাশয় ৩৫০ থেকে ৫৫০ মিলিলিটার প্রস্রাব ধরে রাখতে পারে। দীর্ঘ সময় প্রস্রাব চেপে রাখলে শ্রোণিতল বা পেলভিক ফ্লোরের পেশি দুর্বল হতে পারে। এতে মূত্রাশয়ে চাপ পড়ে, পেশির সংকোচন ও প্রসারণ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে মূত্রনালির সংক্রমণ, ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ, বা হাঁচি-কাশিতে প্রস্রাব বেরিয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমন হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রাপ্তবয়স্কদের দিনে তিন থেকে সাড়ে তিন লিটার পানি পান করা উপকারী। তবে রোগ থাকলে এই পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে। চিকিৎসকদের মতে, দিনে ১০ বারের বেশি প্রস্রাব হলে তা অস্বাভাবিক, যাকে 'পলিইউরিয়া' বলা হয়। অতিরিক্ত পানি, ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় বা অ্যালকোহল বেশি খেলে এমন হতে পারে। রাত জেগে কাজ করার সময় ঘন ঘন চা বা কফি পান করলেও এই সমস্যা হতে পারে।

রাতে কত বার প্রস্রাব হওয়া স্বাভাবিক?

অনেকেরই রাতে ঘুমের মধ্যে বারবার প্রস্রাবের বেগ পায়। চিকিৎসকদের মতে, রাতে একবার বা সর্বোচ্চ দুবার প্রস্রাবের বেগ স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতি ঘণ্টায় বেগ আসলে তা অস্বাভাবিক। চিকিৎসা পরিভাষায় এটি 'নকচুরিয়া' নামে পরিচিত।

কারা নকচুরিয়াতে আক্রান্ত:

১. যারা অ্যান্টি-সাইকিয়াট্রিক ওষুধ বা কিডনির ওষুধ সেবন করেন।
২. চল্লিশোর্ধ্ব বয়স্করা, বিশেষ করে প্রবীণরা।
৩. গর্ভবতী নারী বা রজোনিবৃত্তির পর নারীরা।
৪. হৃদরোগ, কিডনিতে পাথর বা প্রোস্টেট রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা।
৫. ডায়াবেটিস রোগীরা।
৬. থাইরয়েড বা কর্টিসল হরমোনের মাত্রা বেশি থাকলে।
৭. স্নায়ুর রোগ বা মূত্রাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্তরা।

প্রস্রাবের সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার পাশাপাশি জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। মদ্যপান, চা-কফি বা অতিরিক্ত ক্যাফেইনযুক্ত খাবার ত্যাগ করতে হবে। মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। নিয়মিত শরীরচর্চা, যেমন হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতার বা যোগব্যায়াম, পেলভিক পেশি শক্তিশালী করে। এতে মূত্রাশয়ের সমস্যা দূরে থাকবে।

কিডনি ভালো রাখুন ঘরোয়া উপায়ে

পরিচয় ডেস্ক : আমাদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হলো কিডনি, যা রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ বের করে শরীরকে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপনের কারণে অনেকেই কিডনির সমস্যায় ভুগে থাকেন। তবে ঘরোয়া কিছু উপায় আছে, যেগুলো মেনে চললে কিডনি ভালো থাকবে এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও কমে যাবে।

রক্তের মধ্যে থাকা বর্জ্য পদার্থ পরিশ্রুত করে বের করে দেওয়াই হলো কিডনির মূল কাজ। যখন কিডনি নষ্ট হয়ে যায়, তখন এ কাজ অনেকটা ব্যাহত হয়। চিকিৎসকের মতে, খাবার ও পানীয়র মাধ্যমে আমাদের শরীরে দূষিত পদার্থ প্রবেশ করে। তাই খাবার খাওয়ার সময় আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

কিডনির সমস্যা দেখা দিলে কয়েকটি প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেয়ড়তা হলো পেট ও পা ফুলে যাওয়া। আমাদের শরীরের যে টিস্যুগুলো থাকে, তাতে অতিরিক্ত পানি ও লবণ জমলে শরীর ফুলে যায়। আর কিডনি ভালো থাকলে শরীরে অক্সিজেন ও পুষ্টির মাত্রা ঠিক থাকে। তাই কিডনিকে ভালো ও যত্নে রাখা দরকার। এ ছাড়া আরও কয়েকটি প্রাথমিক লক্ষণ আছে। সেগুলো হলো বমি বমি ভাব, খাদ্যে অরুচি বা ক্ষুধামান্দ্য, ত্বক শুষ্ক, চুলকানি, মাথা ধরা, ক্লান্তি, ওজন হ্রাস পাওয়া, ঘনঘন প্রস্রাবের বেগ পাওয়া।

কিডনি রোগের কারণ

অনেক কারণে কিডনিতে রোগ হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে টাইপ-১ বা টাইপ-২ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, পলিসিস্টিক কিডনি রোগ, বংশগত কিডনি রোগ, বয়সজনিত কিডনির সমস্যা, প্রোস্টেট গ্রন্থি বড় হয়ে যাওয়া, কিডনিতে পাথর হওয়া, গ্লোমেরুলোনফ্রাইটিস, ইন্টারস্টিসিয়াল নেফ্রাইটিস, ক্যান্সার, মূত্রথলির প্রদাহ, পাইলোনেফ্রাইটিস, মূত্রথলিতে পাথর।

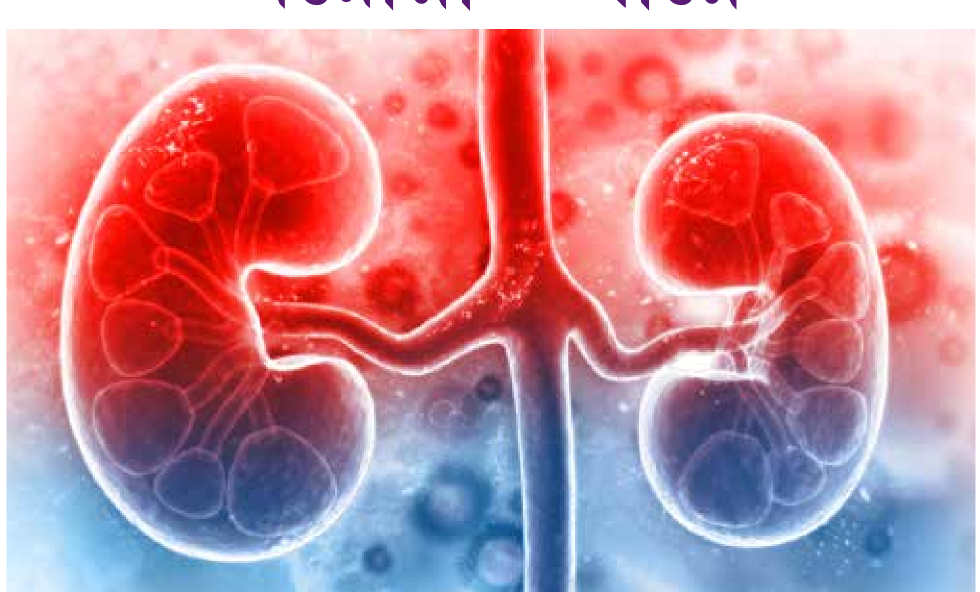

কয়েকটি ঘরোয়া পদ্ধতি মেনে চললে কিডনিকে ভালো রাখা সম্ভব। চলুন, একনজরে দেখে নেওয়া যাক সেসব পদ্ধতি:

১. পর্যাপ্ত পানি পান করা : কিডনি ভালো রাখার সহজ উপায় হলো প্রচুর পরিমাণে পানি পান করা। পানি খেলে অনেক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পানি আমাদের শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেয়, যা কিডনির জন্য অনেক উপকারী।

২. স্বাস্থ্যকর খাবার: অস্বাস্থ্যকর খাবার কিডনি নষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ। তাই কিডনিকে ভালো রাখতে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার বিকল্প নেই। প্রতিদিন তেল, মসলাযুক্ত খাবার খাওয়া কিডনির জন্য ক্ষতিকর। অতিরিক্ত লবণ, চিনি, চর্বিযুক্ত খাবার কিডনি রোগের ঝুঁকি অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। তাই পটাশিয়ামযুক্ত খাবার, যেমন : কলা, কমলালেবু, পালংশাক খেতে পারেন; যা কিডনিকে ভালো রাখতে সহায়তা করে।

৩. নিয়মিত শরীর চর্চা: নিয়মিত শরীর চর্চা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকার এবং কিডনি সুস্থ রাখতেও সহায়তা করে। একই সঙ্গে নিয়মিত শরীর চর্চা রক্তচাপ অনেকটা কমিয়ে দেয়। তাই চিকিৎসকরা প্রতিদিন ২০-৩০ মিনিট ব্যায়াম করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

যে খাবারে কিডনি থাকবে সুস্থ

পরিচয় ডেস্ক : মানবদেহে কিডনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। বর্তমান সময় মাত্রাতিরিক্ত ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কেমিকেলযুক্ত ভেজাল খাবার ও পরিবেশ দূষণের কারণে দেশে কিডনি রোগীর সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিডনি ভালো রাখতে দৈনন্দিন খাবারের খাদ্য তালিকায় পরিবর্তন আনতে হবে। রাখতে হবে সবুজ শাকসবজি, গোটা শস্য, ফল, চর্বিবিহীন প্রোটিন, সোডিয়াম জাতীয় খাবার। এতে ভালো থাকবে আপনার কিডনি। আজকে এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানাব যেগুলো কিডনিকে ভালো রাখতে অনেকটাই সহায়ক:

স্ট্রবেরি: স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি ইত্যাদি খেলে কিডনি ভালো থাকবে। এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্থোস্যায়াইন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে।

মাছ: কিডনি ভালো রাখতে ভরসা রাখুন মাছের ওপর। কারণ ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যুক্ত মাছ খেলে কিডনি সুস্থ থাকে। মাছ প্রচুর পরিমাণে খেলে আপনার কিডনিতে পাথরও হবে না। এতে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমবে।

বাঁধাকপি: নিত্যদিন যদি আপনি সবুজ, শাকসবজি খেতে পারেন তাহলে আপনার কিডনি ভালো থাকবে। যেমন- পালং শাক, বাঁধাকপি খেতে পারেন। কারণ, এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন থাকে, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। যা আপনার শরীর একেবারে ফিট রাখতে সাহায্য করবে।

দুগ্ধ জাত খাবার : কিডনি সুস্থ রাখতে ভরসা রাখতেই পারেন দুগ্ধ জাত খাবারের ওপর। কারণ দুগ্ধজাত খাবারে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম, ফসফরাস, প্রোটিন থাকে। তাই নিত্যদিন এটি খেতে পারবেন।

কফি: কিডনি ভালো রাখতে মাঝে মধ্যেই কফি খেতে পারেন। কফিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যাফেইন থাকে। তবে বেশি পরিমাণে কফি খাবেন না। সেটা আবার শরীরের জন্য একদমই ভালো নয়।

বাদামি চাল: ভিটামিন, ফাইবার, খনিজ সমৃদ্ধ শস্য খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো। বাদামি চাল খেতে পারেন। এতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম থাকে। যা আপনার কিডনি ভালো রাখতে সাহায্য করবে।

লাল মরিচ: লাল মরিচে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। যা আপনার শরীরের জন্য খুব ভালো। এতে পটাশিয়াম থাকে। যা কিডনির জন্য খুব ভালো।

কিডনির ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করবেন কী করে

পরিচয় ডেস্ক : ক্রিয়েটিনিন শরীরের এমন এক বর্জ্য, যা মাংসপেশি ব্যবহারের ফলে তৈরি হয়। প্রচুর প্রোটিন খেলেও এ পদার্থটি উৎপন্ন হয়। রক্তের মাধ্যমে এ ক্রিয়েটিনিন কিডনিতে পৌঁছায় এবং মূত্রের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। কিডনি যদি ঠিকভাবে কাজ না করে, তখন ক্রিয়েটিনিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। আর তা দেখেই বোঝা যায় কিডনিতে রোগ হয়েছে কি না।

ভেজাল খাদ্য, অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস, অতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ, ঘন ঘন ইউরিন ইনফেকশন ছাড়া আরও কিছু কারণে কিডনি রোগী বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে ডায়েটের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

ক্রিয়েটিনিন বেড়ে গেলেও শরীরে বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। বিশেষ করে মূত্রত্যাগের নানা সমস্যা (বারবার হওয়া, ব্যথা হওয়া), পেশিতে টান, ক্লান্তি লাগা, গা গুলানো ও বমি আসা। এ ছাড়া চোখের চারপাশে ফোলা ভাবও হয়। পায়ের পাতা এবং গোড়ালিতে ফোলা ভাব দেখা দেয়।

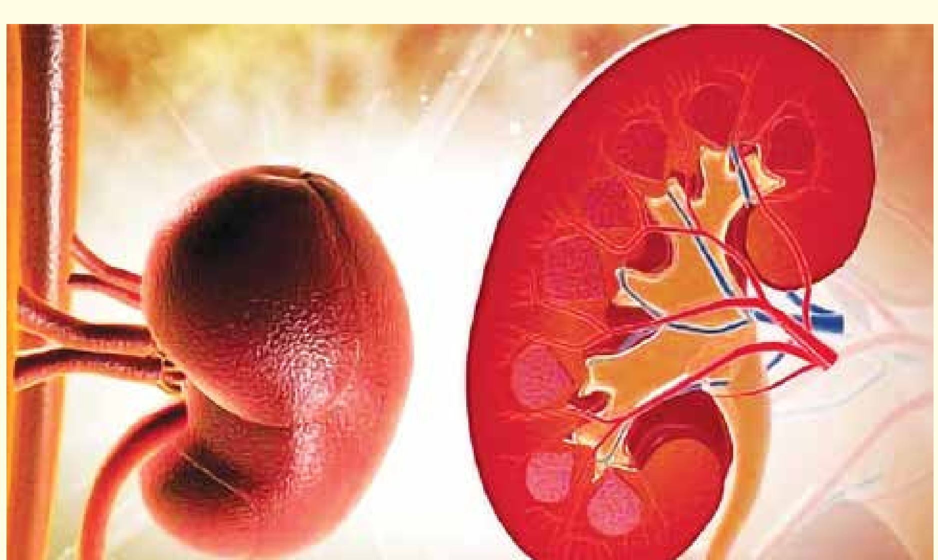

রোগীরই একটি ভুল ধারণা থাকে যে, ৩০ গ্রাম প্রোটিন মানে ৩০ গ্রাম মাছ বা মাংস। আসলে ৩০ গ্রাম প্রোটিন হচ্ছে ২৪ ঘণ্টায় রোগীর প্রোটিনের পরিমাণ। এ ক্ষেত্রে কতটুকু ওজনের মাছ বা মুরগির মাংসের টুকরা হবে, তা হিসাব করে নির্ধারণ করা হয়।

সাধারণত ৪০ থেকে ৬০ মিলি ইকুইভিন্টে পর্যন্ত পটাশিয়াম প্রতিদিন রোগীকে গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে কতটুকু ফল ও সবজি খাবে তা ডায়েটিশিয়ান নির্ধারণ করে দিয়ে থাকে। আপেল, নাশপাতি, পেয়ারা ও পেঁপেড়এ চারটি ফলই সাধারণত দেওয়া হয়। তবে পটাশিয়ামের মাত্রাভেদে তা পরিবর্তন করা যেতে পারে। কিডনি রোগীর সোডিয়ামও নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা এবং গ্রহণ করা ওষুধের ভিত্তিতে সাধারণত প্রতিদিন ২ থেকে ৫ গ্রাম লবণ গ্রহণ করতে পারেন।

কিডনি রোগীদের অনেক শারীরিক দুর্বলতা ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা যায়।

মেজবানি মাংস

পরিচয় ডেস্ক : মেজবানি মাংস চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী খাবার। সাধারণত গরুর মাংস দিয়ে এটি রান্না করা হয়। এর বিভিন্ন রেসিপি পাওয়া যায় চট্টগ্রাম এলাকায়।

উপকরণ: গরুর মাংস ১ কেজি, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, মেজবানি মসলা ১ টেবিল চামচ, রসুনবাটা দেড় চা-চামচ, জিরাবাটা ১ টেবিল চামচ, মিষ্টি জিরা বা মৌরিবাটা ১ চা-চামচ, পোস্তবাটা আধা চামচ, নারকেলবাটা ১ চা-চামচ, হাটহাজারির মিষ্টি মরিচ গুঁড়া দেড় টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ, বাদামবাটা আধা চা-চামচ, টমেটোকুচি ২ টেবিল চামচ, টক দই ১ চা-চামচ, গোটা গরমমসলা ১ টেবিল চামচ (দারুচিনি, এলাচি), তেজপাতা ১ বা ২টি, সরিষার তেল আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ৩ থেকে ৪টি, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি: একটি হাঁড়িতে পরিষ্কার করে কেটে রাখা গরুর মাংস নিয়ে তাতে তেলসহ সব উপকরণ দিয়ে ভালোভাবে মেখে ২০ মিনিটের জন্য রেখে দিন। এরপর চুলায় প্রথমে উচ্চ তাপে ২০ মিনিট ভালোভাবে মাংস কষিয়ে নিন। কষানোর সময় পানি ব্যবহার করা যাবে না। ২০ মিনিট পর তেল ওপরে উঠে এলে তাতে ২৫০ মিলিলিটার বা পরিমাণমতো গরম পানি দিয়ে মিডিয়াম আঁচে রান্না করুন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে আধা চা-চামচ মেজবানি মসলা এবং ৩টি কাঁচা মরিচ দিয়ে চুলা বন্ধ করে ঢেকে দমে দিতে হবে। ১৫ মিনিট পর নামিয়ে পরিবেশন করুন চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানি মাংস।

বাটা মসলায় আলু দিয়ে মুরগির মাংস

পরিচয় ডেস্ক : মুরগির মাংস অনেকভাবেই রান্না করা যায়। তবে বাটা মসলা আর আলু দিয়ে রান্নার স্বাদই আলাদা যা খুবই মজাদার যদি খাওয়া যায় গরম ভাতের সঙ্গে।

উপকরণ : একটি মাঝারি আকারের মুরগি, ৮ থেকে ১০টি ছোট আলু, দুই চাচামচ আস্ত জিরা, দুই চাচামচ আস্ত ধনে, এক চাচামচ গোল মরিচ, ৪ থেকে ৫টি আস্ত শুকনো মরিচ, দুই ইঞ্চি আদা, দুটি রসুন, চারটি এলাচি, দুই টুকরা দারুচিনি, দুটি তেজপাতা, এক কাপ পেঁয়াজ কুচি, দেড় চাচামচ হলুদ গুঁড়া, স্বাদমতো লবণ, চার টেবিল চামচ রান্নার তেল, দুই চাচামচ ভাজা জিরা।

প্রণালি : ধনে, শুকনো মরিচ, গোল মরিচ পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে ঘণ্টাখানেক। সেগুলোর সঙ্গে আদা, রসুন দিয়ে সব একসঙ্গে বাঁটতে হবে বা ব্লেন্ড করতে হবে। আলু ছিলে লবণ, হলুদ মাখিয়ে ভালো করে ভেজে রাখতে হবে।

এবার হাঁড়িতে তেল দিয়ে এলাচি, দারুচিনি আর তেজপাতা ফোড়ন দিন। এরপর পেঁয়াজকুচি দিয়ে লাল লাল করে ভেজে বাটা মসলা আর হলুদ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। মুরগি কিছুটা সেদ্ধ হলে আলু দিয়ে আরও একটু কষিয়ে গরম পানি দিন। এমন ভাবে পানি দিন যাতে মুরগি আর আলুর ওপরে ওপরে পানি থাকে।

কিছুক্ষণ উচ্চ আঁচে, তারপর মাঝারি আঁচে এবং পরে জ্বাল কমিয়ে মুরগি ও আলু সেদ্ধ করে নিন। ঝোল মাখা মাখা হয়ে এলে ওপরে ভাজা জিরার গুঁড়া দিয়ে জ্বাল বন্ধ করে ঢেকে রাখুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

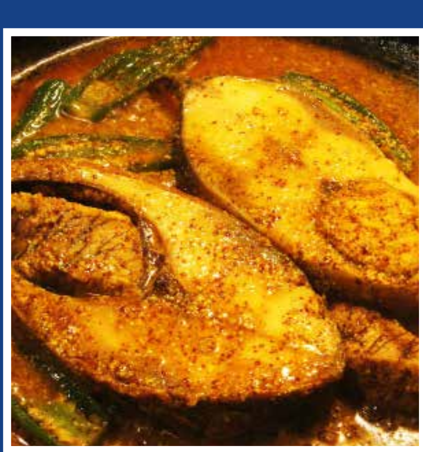

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

টক মিষ্টি আচারি ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক : সাদা ভাত হোক বা খিচুড়ি, ইলিশের জম্পেশ পদ- টক মিষ্টি আচারি ইলিশ কিন্তু দুপুরের আহারকে করে তুলতে পারে অতুলনীয়।

উপকরণ: ইলিশ মাছ ১ কেজি, রসুন বাটা এক চা-চামচ, সরিষা বাটা ১ চা-চামচ, আস্ত পাঁচফোড়ন ১ চা-চামচ, ধনে গুঁড়া আধা চা-চামচ, শুকনা মরিচ বাটা ১ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চা-চামচ, সরিষার তেল আধা কাপ, তেঁতুলের ক্বাথ ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, পানি প্রয়োজনমতো, চিনি ১ চা-চামচ।

প্রণালি : ইলিশ মাছের টুকরোগুলোয় হলুদ ও লবণ মেখে কড়াইয়ে তেল গরম করে ভেজে নিতে হবে। ভাজা মাছগুলো তুলে রেখে ওই তেলের মধ্যে আস্ত পাঁচফোড়ন দিয়ে বাটা মসলাগুলো একে একে সব দিয়ে দিতে হবে। এবার একটু পানি দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। তারপর দেড় কাপ পানি দিয়ে মাছের পিসগুলো দিয়ে ওপরে তেঁতুলের ক্বাথ দিয়ে রান্না করতে হবে ১০মিনিট। তারপর চিনি দিয়ে মাখামাখা করে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

চিংড়ি মাছের রসা ভাজা

পরিচয় ডেস্ক : অতিথি আপ্যায়নে চিংড়ি মাছের রসা ভাজা আহারকে করে তুলতে পারে অতুলনীয়। উপকরণ: বড় চিংড়ি মাছ এক কেজি, পেঁয়াজ বাটা দুই টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি হাফ কাপ, আদা বাটা এক চাচামচ, রসুন বাটা এক চাচামচ, সরিষা বাটা এক চাচামচ, হলুদ গুঁড়া এক চাচামচ, মরিচ গুঁড়া এক চাচামচ, লবণ স্বাদমতো, জিরা বাটা হাফ চাচামচ, কাঁচা মরিচ ছয়সাতটি, চিনি সামান্য, ধনেপাতা কুচি প্রয়োজনমতো, সরিষার তেল হাফ কাপ এবং পানি প্রয়োজনমতো।

প্রণালি: বড় চিংড়ি মাছ কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। মাছের খোসাসহ নিতে হবে; তাহলে ভেতরটা জুসি থাকে, তারপর হলুদলবণ মেখে কড়াইয়ে তেলে গরম করে ভেজে নিতে হবে, মাছ ভাজা হলে তুলে রেখে ওই তেলের মধ্যে পেঁয়াজ কুচি ও পেঁয়াজ বাটা একে একে সব মসলা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। তারপর সরিষা বাটা এক কাপ পানির মধ্যে গুলিয়ে নিয়ে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে কড়াইয়ের মধ্যে দিতে হবে। কিছুক্ষণ জাল করে রাখা মাছগুলো দিতে হবে, মাখামাখা হলে চিনি ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

G HALAL
Ghoroa Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হলো ‘মেইড ইন

১০ পৃষ্ঠার পর

রেডিয়েন্ট অ্যালায়েন্সের সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কারখানায় ১০০ ও ২০০ ওয়াট ক্ষমতার সোলার মডিউল উৎপাদিত হচ্ছে। বছরে ৬০০ মেগাওয়াট উৎপাদন সক্ষমতার এ কারখানাটি দেশের অন্যতম আধুনিক উৎপাদন প্ল্যান্ট।

রেডিয়েন্ট অ্যালায়েন্সের প্রধান নির্বাহী মাসুদুর রহিম “এটা শুধু আমাদের প্রতিষ্ঠানের নয়, বরং পুরো দেশের জন্যই একটি বড় অর্জন। আমরা প্রমাণ করছি, ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ এখন বৈশ্বিক ক্লিনটেক বাজারেও প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম।”

শিল্পসংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই রপ্তানির মাধ্যমে সোলার প্যানেল উৎপাদনে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় নতুন দেশ হিসেবে উঠে আসছে। বর্তমানে এই খাতের নেতৃত্বে রয়েছে চীন, ভারত ও ভিয়েতনাম। এদিকে, ২০২৬ সালের জন্য আরও ৩০০ মেগাওয়াট সোলার মডিউল সরবরাহের বিষয়ে একটি নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে, যা স্থানীয় উৎপাদনের প্রতি আন্তর্জাতিক আস্থার ইঙ্গিত দেয়।

রহিম বলেন, “বাংলাদেশ থেকে কোনো স্থানীয় কোম্পানির সোলার পিভি মডিউল রপ্তানির ঘটনা এটাই প্রথম।” তিনি জানান, রেডিয়েন্ট অ্যালায়েন্স প্রায় ১০ বছর ধরে সোলার হোম সিস্টেমের জন্য পণ্য তৈরি করছিল, যা কেবল দেশের বাজারেই ব্যবহার হতো।

তিনি আরও বলেন, “এখন আমরা আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য পণ্য তৈরি করছি।” এ লক্ষ্যেই সম্প্রতি নতুন একটি উৎপাদন লাইন চালু করা হয়েছে।

রেডিয়েন্টের কারখানায় ৫০ ওয়াট থেকে ৭০০ ওয়াট পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষমতার সোলার পিভি মডিউল তৈরি হচ্ছে। এই কারখানায় কোম্পানিটি প্রায় ২ কোটি ডলার বা প্রায় ২২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।

বাংলাদেশ সোলার মডিউল প্রস্তুতকারক সমিতির (এসএমএমএবি) সাধারণ সম্পাদক গোলাম বাকী মাসুদ বলেন, “এটি প্রমাণ করে বাংলাদেশ এখন উন্নত মানের নবায়নযোগ্য জ্বালানির পণ্য তৈরি করে রপ্তানি করতে পারছে।” তিনি আরও বলেন, “এটা আমাদের বহু দিনের স্বপ্ন ছিল। আমরা এই দিনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।”

১০ বছরে বাংলাদেশে ফল উৎপাদন

১০ পৃষ্ঠার পর

চাষে বড় সাফল্য এসেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে ড্রাগন উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৭৭ টন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮ হাজার ৮১৩ টনে। ড্রাগনের পাশাপাশি অ্যাভোক্যাডো, আরবি খেজুর, রাম্বুটান, পার্সিমন চাষও বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে একটি সময়েই শুধু ফল পাওয়া যেত। এখন প্রায় সারা বছরই ফল পাওয়া যায়। উৎপাদন বাড়ায় দেশে ফল আমদানির হারও কমেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর খামারবাড়ির মৃত্তিকা সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের (ডিএই) বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের (তৃতীয় সংশোধনী) জাতীয় কর্মশালায় এসব তথ্য উঠে আসে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিসচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক আব্দুল হালিম। মূল প্রবন্ধে বলা হয়, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে

দেশে আমের উৎপাদন ছিল ২০ লাখ ২৩ হাজার টন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তথ্যানুযায়ী তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ লাখ ৮ হাজার টনে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর জানায়, একটা সময় বিদেশ থেকে আম আমদানি হতো। অথচ গত কয়েক বছর ধরে উল্টো বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৩৮টি দেশে আম রফতানি হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১ হাজার ৩২১ টন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩ হাজার ১০০ টন, তার আগের বছর ১ হাজার ৭৫৭ টন আম রফতানি হয়েছে। চলতি বছর নতুন করে যুক্ত হয়েছে চীন। প্রায় ৫ হাজার টন আম রফতানির লক্ষ্য রয়েছে এ বছর। কর্মশালায় প্রকল্পের সফলতা তুলে ধরে জানানো হয়, দেশে পেয়ারা উৎপাদনও বেড়েছে। ১০ বছর আগে উৎপাদন ছিল ৪ লাখ ১৩ হাজার টন; সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ৫৩ হাজার টনে। আগে শুধু বর্ষা মৌসুমে পেয়ারা পাওয়া যেত। এখন প্রায় সারা বছরই পাওয়া যায়। দেশে উৎপাদিত পেয়ারার ৭০ শতাংশই থাই জাতের। এক সময় অতিথিদের পাতে আপেলজাতীয় ফলই শুধু দেখা হতো। এখন আপেলের পরিবর্তে দেখা মেলে বলসুন্দরী কুল বরই। ১০ বছরে কুল বরই উৎপাদন ১ লাখ ৬১ হাজার টন থেকে ১ লাখ ৭৬ হাজার টনে দাঁড়িয়েছে। ফলে আপেল আমদানি কমেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে যখন প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭০০ টন আপেল আমদানি হয়েছে, বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৭০ টনে। দেশে ক্রমাগত অন্যান্য ফল আমদানিও হ্রাস পাচ্ছে। সম্প্রতি দেশে সাড়া ফেলেছে বারোমাসি আঠাবিহীন কাঁঠাল চাষ। বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশে ১ লাখ বারোমাসি কাঁঠাল চারা রোপণ করা হয়েছে। বর্তমান এই কাঁঠাল বিদেশে রফতানির সুযোগও সৃষ্টি করেছে। এক সময় বিদেশী ফল ড্রাগন ছিল আমদানিনির্ভর। এখন দেশী ফলের মতোই ১০০-১৫০ টাকা কেজিতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রকল্পের সহযোগিতায় চাষাবাদ করছেন খাগড়াছড়ির নাড়িয়ারচরের চাষি কবিতা চাকমা। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ৩ হাজার এমডি টু জাতের আনারস চাষ করেছেন। একটা আনারস ২ কেজি ৮০০ গ্রামের ওজন হয়েছিল। দাম ভালো পেয়েছেন, প্রতিটি আনারস ৮০-১০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের সাবেক পরিচালক ড. মেহেদী মাসুদ বলেন, দেশে ফলের কোনো গবেষক নেই। অথচ চাষিরা নিজেরা চাষ করে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমরা অফিসাররা তাদের কাছে শিখছি। তিনি বলেন, মাটিতে চারা করলে বিদেশে রফতানি করা যায় না। করতে হবে কোকোপিটে। আমরা ম্যানেজমেন্ট করতে পারছি না।

রফতানিযোগ্য আম প্রকল্পের পরিচালক মোহাম্মদ আরিফুর রহমান বলেন, কৃষকরাই সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী। তারা নিজেরাই অনেক প্রযুক্তি বা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আমরা যদি কোনো একটি উইংয়ের মাধ্যমে এসব প্রযুক্তিকে সংগ্রহ করে সেগুলোকে সংরক্ষণ করতে পারি এবং বার্ষিক রিপোর্ট করতে পারি সেটা কৃষি খাতে পরিবর্তন আনবে।

বাংলাদেশে আম্রপালি আমের জনক ডিএইর সাবেক মহাপরিচালক এম এনামুল হক বলেন, আমি ফল ও লেবু জাতীয় ফসল উৎপাদনে বেশি আগ্রহী ছিলাম। সে দৃষ্টিকোণ থেকেই আম্রপালি এনে দেশে আবাদের ব্যবস্থা করেছি।

প্রকল্প পরিচালক আব্দুল হালিম বলেন, দেশের পাহাড়ি অঞ্চলে ৭৫০ লাখ হেক্টর ও উপকূলে ১৮ লাখ হেক্টর জমি পতিত পড়ে আছে। এসব জমিকে ফল চাষের আওতায় নিয়ে আসাই ছিল আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তিনি বলেন, ১৪টি হর্টিকালচার সেন্টার করার লক্ষ্য নিয়ে ৯টি করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২৮ হাজার ৫০০ নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তারা উদ্যোক্তা, স্বাবলম্বী হচ্ছে। তা ছাড়া এখন পর্যন্ত ৯ হাজার বাণিজ্যিক ফল বাগান তৈরি করা হয়েছে। দেশের হর্টিকালচার সেন্টারগুলোতে আগে যেখানে দেড় কোটি চারা হতো সেখানে বর্তমানে তা বেড়ে ৫ কোটি চারা উৎপাদন হচ্ছে।

কর্মশালায় কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, এ প্রকল্পটি বন্ধ করা যাবে না। এটি চালিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, আমরা রফতানির জন্য প্রযুক্তি বাড়ানোর কথা বলছি অথচ অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা দেখছি না। কর্মকর্তাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে কৃষি সচিব বলেন, কৃষি খাতে পদোন্নতি ও বদলিসহ সব ধরনের কাজে সচ্ছতা ও যোগ্যতার আলোকে হতে হবে। যোগ্যতা অনুযায়ী পোস্টিং হবে। যারা অনিয়মের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবে তাদেরকে ভালো জায়গায় পোস্টিং দেয়া হবে বলেও জানান তিনি। ডিএইর মহাপরিচালক মো: ছাইফুল আলমের সভাপতিত্বে কর্মশালার বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো: মাহবুবুল হক পাটোওয়ারী, মৃত্তিকা সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. বেগম সামিয়া সুলতানা, ডিএইর পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মো: হাবিবউল্লাহ, হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক এস এম সোহরাব উদ্দীন প্রমুখ।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি
ZAM ZAM
TRAVEL US
আমাদের সার্ভিস সমূহ
এয়ার টিকেটিং
হজ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
HOTEL
হোটেল বুকিং
ভিসা প্রোসেসিং
ওমরাহ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন ?
বিশেষজ্ঞ দল
যাচাইকৃত ভিসা চেকলিষ্ট
প্রিমিয়াম সহায়তা
নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা
ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إثراء الخير
ITHRAA ALKHAIR
এয়ার লাইন সমূহ
KUWAIT
السعودية
SAUDIA
QATAR
Emirates
TURKISH AIRLINES
CATHAY PACIFIC
國泰航空公司
AIR INDIA
ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh
নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus
www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির

১০ পৃষ্ঠার পর

সাম্প্রতিক পদক্ষেপ এবং বাজেটে রাজস্ব বাড়ানোর উদ্যোগকে স্বাগত জানায় আইএমএফ।

তিনি আরও বলেন, কঠিন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত এবং বর্ধিত নিম্নমুখী ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে আইএমএফের ঋণ কর্মসূচি সংক্রান্ত অগ্রগতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সন্তোষজনক। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার, ঝুঁকিগ্রস্থ মানুষকে রক্ষা করা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য সংস্কার এজেন্ডা এগিয়ে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বের ২৫টি দেশে বাংলাদেশের

১০ পৃষ্ঠার পর

সুইডেনসহ প্রতি বছর অন্তত ৩৮টি দেশে বাংলাদেশের আম রফতানি হয়ে থাকে। এবারই প্রথম চীনে আম রফতানি হলো।

আম রফতানি প্রসঙ্গে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের ‘রফতানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্পে’র প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ আরিফুর রহমান বলেন, ‘গত ১৫/১৬ দিনে প্রায় ছয় শ’ টন আম রফতানি হয়েছে। গোপালভোগ, হিমসাগর ও ল্যাংড়া আম এ সময় রফতানি হয়।’

তিনি বলেন, ‘আমের মৌসুমের আরো অন্তত আড়াই মাস রয়েছে, এরমধ্যে চার হাজার টন আম রফতানি হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আম রফতানি হয় ইংল্যান্ডে।’

আম রফতানির বিষয়ে এর মান ঠিক রাখার জন্য রফতানিকারকদের সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে শ্যামপুর কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজ। এ প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানই আম রফতানি করতে পারবে না।

এ ব্যাপারে আরিফুর রহমান বলেন, ‘সরকারের কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজের সার্টিফিকেশন গুরুত্বপূর্ণ, রফতানির জন্য প্রস্তুতকৃত আমে যাতে কোন রোগ-বালাই, পোকামাকড় না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। বিদেশের বাজারে যাতে মান সম্মত আম রফতানি করা যায় সেদিকে খেয়াল রাখা হয়।’

তিনি জানান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত ১৫০টি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা আম রফতানির সাথে জড়িত। এবার প্রতি কেজি আম রফতানি হচ্ছে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ডলারে। এক্ষেত্রে বিমানের ভাড়া বাবদ তিন থেকে চার ডলার লেগে যায়। রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো এলসি (লেটার অব ক্রেডিট) খোলার মাধ্যমে আম রফতানি করে থাকে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ‘সব ঠিক থাকলে এবার আম রফতানি দেশের জন্য একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।’

এদিকে বিগত ৮ বছরে আম রফতানির হিসাবে দেখা যায়, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে আম রফতানি হয়েছিল মাত্র ৩০৯ টন, পাঁচ বছর পর ২০২১-২২ অর্থ বছরে আম রফতানি বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৭৫৭ টন। আর ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আরো বৃদ্ধি পেয়ে আম রফতানি হয় ৩১ টন। কিন্তু ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আম রফতানি কমে যায়, রফতানি হয় প্রায় ১৪ শ’ টন আম।

গত ৫ মে থেকে সাতক্ষীরার গোপালভোগ আমের মাধ্যমে দেশে আমের ফলন শুরু হয়। এখন আম উৎপাদনের ভরা মৌসুম চলছে। বর্তমানে আম উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। বাংলাদেশের সুস্বাদু আম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রফতানি হয়ে থাকে। - বাসস

ইরানে ইসরায়েল যেভাবে ধরা খেল

১৬ পৃষ্ঠার পর

করতে পারে, তাহলে অন্তত বিশ্বজনমতকে কি তার পক্ষে টানতে পেরেছে? এটা সত্য যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে। এ হামলার মাধ্যমে তারা আন্তর্জাতিক আইনের কয়েকটি গুরুতর নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।

ইরানি ‘শাসকদের প্রতীকগুলোতে’ ইসরায়েলি বোমা হামলা কেবল পরিস্থিতি আরও খারাপ করতে পারে। এভিন কারাগারে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। রাজনৈতিক বন্দীদের দমন-পীড়নের জন্য এ কারাগারের কুখ্যাতি আছে। ইসরায়েল কারাগারটিতে হামলা চালিয়ে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে ইরানি জনগণের সংগ্রামে সহায়তা দিতে চেয়েছিল। অথচ বাস্তবে এ হামলার ফলে বন্দীদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। কেননা কর্তৃপক্ষ অনেক বন্দীকে অজ্ঞাত স্থানে সরিয়ে নিয়েছে।

তেহরানে ‘ইসরায়েল ডুমসডে ক্লকে’ (এই ডিজিটাল ঘড়ি ইসরায়েলকে ধ্বংসের জন্য ইরানি প্রতিশ্রুতির প্রতীক বলে মনে করা হয়) বোমা হামলাটি ছিল নিতান্তই হাস্যকর।

ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারকেন্দ্র আইআরআইবিতে ইসরায়েলের বোমা হামলাও ছিল একেবারে উদ্ভট। ইসরায়েল দাবি করেছিল, ইরানি শাসকদের প্রোপাগান্ডা প্রচারের চেষ্টা রুখে দিয়েছে। এ বোমা হামলার পর অনেক ইসরায়েলি বলেছিলেন, এটি ইসরায়েলের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতেও হামলা চালানোর ক্ষেত্রে ইরানকে ন্যায্যতা দেবে।

ইসরায়েল যদি এর ঘোষিত যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জন না-ই করতে পারে, তাহলে অন্তত বিশ্বজনমতকে কি তার পক্ষে টানতে পেরেছে? এটা সত্য যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে। এ হামলার মাধ্যমে তারা আন্তর্জাতিক আইনের কয়েকটি গুরুতর নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।

ইরানি ‘শাসকদের প্রতীকগুলোতে’ ইসরায়েলি বোমা হামলা কেবল পরিস্থিতি আরও খারাপ করতে পারে। এভিন কারাগারে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। রাজনৈতিক বন্দীদের দমন-পীড়নের জন্য এ কারাগারের কুখ্যাতি আছে। ইসরায়েল কারাগারটিতে হামলা চালিয়ে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে ইরানি জনগণের সংগ্রামে সহায়তা দিতে চেয়েছিল। অথচ বাস্তবে এ হামলার ফলে বন্দীদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। কেননা কর্তৃপক্ষ অনেক বন্দীকে অজ্ঞাত স্থানে সরিয়ে নিয়েছে।

তেহরানে ‘ইসরায়েল ডুমসডে ক্লকে’ (এই ডিজিটাল ঘড়ি ইসরায়েলকে ধ্বংসের জন্য ইরানি প্রতিশ্রুতির প্রতীক বলে মনে করা হয়) বোমা হামলাটি ছিল নিতান্তই হাস্যকর।

ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারকেন্দ্র আইআরআইবিতে ইসরায়েলের বোমা হামলাও ছিল একেবারে উদ্ভট। ইসরায়েল দাবি করেছিল, ইরানি শাসকদের প্রোপাগান্ডা প্রচারের চেষ্টা রুখে দিয়েছে। এ বোমা হামলার পর অনেক ইসরায়েলি বলেছিলেন, এটি ইসরায়েলের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতেও হামলা চালানোর ক্ষেত্রে ইরানকে ন্যায্যতা দেবে।

ইসরায়েল যদি এর ঘোষিত যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জন না-ই করতে পারে, তাহলে অন্তত বিশ্বজনমতকে কি তার পক্ষে টানতে পেরেছে? এটা সত্য যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে। এ হামলার মাধ্যমে তারা আন্তর্জাতিক আইনের কয়েকটি গুরুতর নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।

ইরান যুদ্ধের ক্ষত ও বোমা হামলার মধ্য দিয়ে নতুন ইরানের জন্ম হয়। শত শত মানুষের প্রাণহানি এবং নির্বিচার বোমা হামলায় ইরানের ক্ষয়ক্ষতি ছিল বাস্তব। কিন্তু শক্তিশালী ইসরায়েলি বাহিনীর মুখোমুখি হয়েও ইরান মাথা নত করেনি।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ইসরায়েলিদের বাড়িঘরে আঘাত হেনেছে। কিন্তু তাতে ইরানের ভাবমূর্তিতে একটুও আঁচড় লাগেনি। কেননা বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষ ইরানকে ইসরায়েলের আক্রমণের ভুক্তভোগী হিসেবে দেখেছে। ইরানের পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগগুলো তাই তীব্রভাবে বাধাগ্রস্ত হয়নি।

কাতারের মার্কিন ঘাঁটিতে প্রতিশোধমূলক হামলার কথা আগে থেকেই সতর্ক করে ইরান খুব সফলভাবে উত্তেজনা প্রশমন করতে পেরেছে।

ইরান যথেষ্ট শক্তিশালী পক্ষ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পেরেছে। ফলে ট্রাম্প ইসরায়েলকে সতর্ক করে দেন যে যুদ্ধবিরতি তারা যেন ভঙ্গ না করে। ইরান এমন একটি শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলো, যে শক্তি হিসেবে তারা দাঁড়াতে চেয়েছে। ইরান দৃঢ়ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথা ইরান জানিয়ে দিয়েছে। - অরি গোল্ডবার্গ মধ্যপ্রাচ্য ও বিশেষ করে ইরান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ । আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে দৈনিক প্রথম আলোর জন্য অনুবাদ মনোজ দে

বাংলাদেশ থেকে কাপড়-পাট-সুতার

৮ পৃষ্ঠার পর

পড়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে নেপাল ও ভুটানে যেসব পণ্য যাবে সেগুলোর ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না। কিন্তু এসব পণ্য পুনরায় রপ্তানি করা যাবে না।

সাবেক স্বৈরাচার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বছরের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুথানের মুখে ভারতে পালিয়ে যান।

এরপর থেকেই দেশটি বাংলাদেশের সঙ্গে ‘শত্রুভাবাপন্ন’ আচরণ শুরু করে। এছাড়া বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের মিথ্যা অভিযোগ ছাড়াও অন্যান্য আরও অভিযোগ আনে তারা।

CONGRATULATIONS
to
ZOHRAN MAMDANI
Wins Democratic Nomination for NYC Mayor
Moynu Zaman Chowdhury
Community Activist

দারিদ্র্য থাকলে গণতন্ত্র আসবে না

১৮ পৃষ্ঠার পর

বৈষম্য বাংলাদেশ আমলেও রয়েছে। বাঙালি ও বাঙালি এক নয়। মূল তফাৎ অর্থনৈতিক। আমরা ইংরেজ হটিয়েছি, পাকিস্তানিদের তাড়িয়েছি। তবু বৈষম্য দূর করতে পারিনি। সে জন্যই দুর্দশা ঘুচছে না। স্বস্তি নেই, অগ্রগতিও নেই। এগোতে হলে দু'পায়ে হাঁটতে হয়। একটি পা যদি খোঁড়া থাকে, তাহলে যা করা যায় তাকে হাঁটা বলা চলে না। অথচ আমরা দৌড়াচ্ছি। আশঙ্কা রয়েছে, অচিরেই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ব। দারিদ্র্য ঘোচানোর চেষ্টা যে নেই, তা নয়। আছে; সরকারি উদ্যম আছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। কারণ দারিদ্র্যের আসল কারণ যে বৈষম্য, তা কমিয়ে আনার চেষ্টা নেই। রোগের কারণ না জেনে লক্ষণ ধরে টানাটানি করলে রোগ সারবে কি? সারবে যে না তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমরা গণতন্ত্র চাই। কিন্তু গণতন্ত্র আসবে না দারিদ্র্য থাকলে। আর দারিদ্র্য যাবে না বৈষম্য থাকলে। পরস্পরটি এই রকমেরই। পাকিস্তান আমলে ২২ পরিবার শোষণ করত; এখন করে ২২শর বেশি পরিবার এবং এরা পরিচয়ে বাঙালি। এই পরিচয়ের গৌরব নিয়ে গরিব বাঙালি যে আহ্লাদে আটখানা হবে, তার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। লক্ষণ বরঞ্চ উল্টো রকম। বিস্ফোরণোন্মুখ। যাত্রা বৈষম্য নিরসনের দিকে নয়। যাত্রা উল্টোদিকে, তাই বিস্ফোরণের আশঙ্কা বাড়ছেই; কমছে না এটা যেন না ভুলি। অনেকেই ভাবেন, পালাবেন। কিন্তু পালাবেন কোন পথে; কোন সীমান্ত পার হয়ে; কোন সমুদ্র সাঁতরে?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

মধ্যপ্রাচ্য আর হয়তো ইসরায়েলের ছকে চলবে না

১৬ পৃষ্ঠার পর

তারা শুধু গাজা বা লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলার পর দেখেছে। এখন সেই ধ্বংস তাদের নিজেদের ঘরেই হয়েছে। এটি তাদের জন্য বড় ধাক্কা। ইরান কৌশলগত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে। একটি তেল শোধনাগার ও একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র আক্রান্ত হয়েছে। ইরান দাবি করেছে, তারা ইসরায়েলের সামরিক স্থাপনাতেও হামলা চালিয়েছে। যদিও ইসরায়েলের কড়া সেন্সর নীতির কারণে এসব দাবি যাচাই করা কঠিন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইরানের শাসনব্যবস্থা এখনো অটুট। শুধু তা-ই নয়, ইসরায়েলের এই একতরফা ও বিনা উসকানির আক্রমণ ইরানের জনগণকে শাসকদের পেছনে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ করেছে। জাতীয়তাবাদী ক্ষোভ তাদের এক করেছে, বিভক্ত করেনি। নেতানিয়াহুর আরেকটি তথাকথিত 'সফলতা' ছিল যুক্তরাষ্ট্রকে এই যুদ্ধে জড়ানো। এখন সেটিই যেন বিষের পেয়ালা হয়ে উঠেছে। তেল আবিবের একটি বড় মহাসড়কে 'থ্যাংক ইউ, মিস্টার প্রেসিডেন্ট' লেখা বিশাল ব্যানার ঝুলছে। কিন্তু যখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নেতানিয়াহুর যুদ্ধযন্ত্রে হঠাৎ এক বিশাল ও অকাল ব্রেক কষে দিয়েছেন, তখন এই ব্যানার আর কত দিন থাকবে, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। ১২ দিন আগে ট্রাম্প প্রথমে বলেছিলেন, ইসরায়েলের আকস্মিক ইরান আক্রমণে যুক্তরাষ্ট্র কোনোভাবেই জড়িত নয়। কিন্তু পরে যখন দেখলেন, আক্রমণ সফল হচ্ছে, তখন নিজেকে এর অংশ হিসেবে উপস্থাপন করতে চাইলেন। তিনি বললেন, এই সাফল্য কেবল যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তির জন্যই সম্ভব হয়েছে। যুদ্ধ চলাকালে ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি ইরানে 'শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের' বিরোধী নন। কিন্তু শেষ ২৪ ঘণ্টায় ট্রাম্পের অবস্থান একেবারেই অস্থির ছিল। তিনি একদিকে ইরানের কাছে 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ' দাবি করেন, আবার কিছুক্ষণের মধ্যে ইরানকে ধন্যবাদ দেন (কারণ, ইরান যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দিয়েছিল, তারা কাতারের আল উদেইদ বিমানঘাঁটিতে হামলা চালাতে যাচ্ছে)। সবশেষে ট্রাম্প ঘোষণা দেন, 'আমাদের সময়ের শান্তি' ফিরে এসেছে।

এতে এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ইসরায়েল আর আগের মতো মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক ছক এককভাবে নির্ধারণ করতে পারছে না। ইরানের প্রতিরোধ, জনগণের ঐক্য ও আন্তর্জাতিক দৃশ্যপট এখন অনেকটাই বদলে গেছে। ইসরায়েল চেয়েছিল, ইরানকে গাজার মতো একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর কিছুদিন পরই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধ থামানোর নির্দেশ দেন। এতে নেতানিয়াহুর সেই পরিকল্পনা আচমকাই থেমে যায়। গাজার ক্ষেত্রে যেমন ইসরায়েল ইচ্ছেমতো যুদ্ধ চালাতে পারে, ইরানের ক্ষেত্রে তেমনটা করতে পারেনি। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের আদেশ উপেক্ষা করার মতো অবস্থানে নেতানিয়াহু নেই। -

ডেভিড হার্স্ট মিডল ইস্ট আইয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদকমিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর জন্য অনুবাদ সারফুদ্দিন আহমেদ

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

MIRZA M ZAMAN (SHAMIM) - CEO
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

ASTA IATA Emirates
কর্ণফুলী ট্রাভেলস
হজ্ব প্যাকেজ ও ওমরাহ্‌র ভিসাসহ নিজস্ব হোটেলের সুব্যবস্থা রয়েছে।
সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট।
37-16 73rd St. Suite # 201, Jackson Heights, NY11372
Phone: 718-205-6050, Cell: 917-691-7721
karnafullytravel@yahoo.com
VISA MasterCard

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
◆ ব্যাংকক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
IRS PROVIDER
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits

Jahangir M Alam
President & CEO
NOTARY PUBLIC
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তৈরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

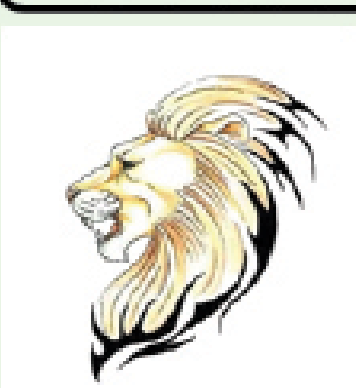

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

প্রচারে বাংলা-উর্দু, সাবওয়েতে

৪৭ পৃষ্ঠার পর

সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোর প্রচারে এই আন্তরিকতার অভাব ছিল। দলীয় বাছাই নির্বাচনের ঠিক আগের দিন জোহরান হেঁটে পার হন পুরো ম্যানহাটান। আর পথে পথে ভোটারদের সঙ্গে তোলেন সেলফি।

সহজ কথায় বড় চিন্তা

জোহরানের জয়ের বড় কারণ তাঁর সরল অথচ সাহসী পরিকল্পনা। তিনি বড় অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন সহজ ভাষায়। তিনি নিজেকে বলেন 'ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট'। তাঁর মূল প্রতিশ্রুতি ছিল, বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রিত থাকবে, বাস হবে ফ্রি, ধনীদের ওপর কর বাড়বে এবং শিশু দেখাশোনার খরচ হবে শূন্য।

এসব প্রস্তাব বাস্তবায়ন কঠিন, সেটি জোহরানও জানেন। তবে তাঁর সহজ উপস্থাপন মানুষকে আকর্ষণ করেছে। নিউইয়র্কবাসী এমন একজনকে চাইছেন, যিনি জানেন ছোট ফ্ল্যাটে থাকাটা কেমন কিংবা প্রতিদিন সাবওয়ে চেপে কাজে যাওয়া কী রকম।

বাবা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিন্তাবিদ, মায়ের পরিচয় বিশ্ব চলচ্চিত্রে

জোহরান মামদানির বাবা মাহমুদ মামদানি, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতিমান অধ্যাপক। তিনি আফ্রিকান ইতিহাস, ঔপনিবেশিকতা ও জাতিসত্তা বিষয়ে বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত গবেষণা করেছেন। তাঁর বই 'সিটিজেন অ্যান্ড সাবজেক্ট' এবং 'হোয়েন ভিকটিমস বিকাম কিলারস' শিক্ষাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

জোহরানের মা মীরা নায়ার ভারতীয় বংশোদ্ভূত একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মাতা। তাঁর প্রথম সিনেমা 'সালাম বম্বে', যা অস্কারে মনোনীত হয় এবং 'মনসুন ওয়েডিং' ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার গোল্ডেন লায়ন জিতে নেয়।

'দ্য নেমসেক', 'কুইন অব কাটউই'-এর মতো চলচ্চিত্রে মীরা অভিবাসন, পরিচয় সংকট ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের গল্প বলেছেন গভীর মানবিকতায়।

মায়ের ভিজ্যুয়াল ভাষা ও সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি জোহরানের প্রচারের উপস্থাপনাতেও পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

জোহরান ও 'দ্য নেমসেক'

মীরা নায়ারের অন্যতম প্রশংসিত ও শিল্পগুণে সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র 'দ্য নেমসেক'। ২০১৮ সালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, সিনেমার মূল চরিত্র গোগোলের জন্য অভিনেতা কাল পেনকে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর ছেলে জোহরান মামদানি। নতুন করে এই সাক্ষাৎকার আবার আলোচনায় এসেছে। সেখানে মীরা বলেন, কীভাবে মজার ও পাগলাটে এই অভিনেতাকে তিনি সিরিয়াস চরিত্রে নিয়েছিলেন।

মীরার ছেলে জোহরান তখন মাত্র ১২-১৩ বছরের। তখন তিনি সিনেমার জন্য পরিচিত কোনো তারকাকে খুঁজছিলেন। জোহরান তাঁকে বলেন 'হ্যারল্ড অ্যান্ড কুমার গো টু হোয়াইট ক্যাসেল' নামের একটি সিনেমা দেখতে। ছবির পোস্টার দেখে মীরার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, 'এই ছেলেকে আমি কীভাবে পছন্দ করব?' তবু তিনি ছেলের কথায় সিনেমাটি দেখেন এবং পছন্দ করেন। এরপর তিনি কাল পেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং পরে তাঁকেই চরিত্রটির জন্য নির্বাচন করেন।

কাল পেন তখন একজন কমেডি অভিনেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কেউ তাঁকে সিরিয়াস ড্রামার মূল চরিত্র হিসেবে ভাবেননি। মীরা জানান, জোহরানের এই পরামর্শ ছিল দারুণ ও মূল্যবান। তিনি শুধু অভিনেতা নির্বাচনেই নয়, পুরো সিনেমা নির্বাচনেও মায়ের সিদ্ধান্তে প্রভাব রেখেছিলেন। যখন মীরা নায়ার হ্যারি পটার সিরিজের একটি সিনেমা পরিচালনার প্রস্তাব পেয়েছিলেন, তখন জোহরান তাঁকে 'দ্য নেমসেক'-এ কাজ করার পরামর্শ দেন।

ছোট বয়সেই জোহরান তাঁর মায়ের সৃজনশীল সিদ্ধান্তগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন।

র্যাপার থেকে রাজনীতিক

জোহরান মামদানি রাজনৈতিক অঙ্গনে আলো ছড়ানোর অনেক আগে ছিলেন একজন র্যাপার। দিনে তিনি কাজ করতেন ঋণগ্রস্ত বাড়ির মালিকদের জন্য, আর অবসরে করতেন গান। তাঁর মঞ্চনাম ছিল 'ইয়াং কার্ডামম', পরে 'মি. কার্ডামম' নামে পরিচিত হন।

২০১৯ সালে জোহরানের একটি গান 'নানি' নতুন করে ভাইরাল হয়। এই গান তিনি বানিয়েছিলেন তাঁর দাদি প্রবীণ নায়ারকে উৎসর্গ করে। গানের ভিডিওতে দাদির চরিত্রে ছিলেন বিখ্যাত রাঁধুনি ও অভিনেত্রী মাধুর জাফরি। এই ভিডিও ইউটিউবে দেখা হয় প্রায় দুই লাখ বার, আর গানটি স্পটিফাইয়ে শোনা হয় ৪৩ হাজারের বেশি বার।

২০১৫ সালে জোহরানের বন্ধু র্যাপার এইচএবির সঙ্গে বের করেন গান 'কান্ডা (চ্যাপ চ্যাপ)'। এরপর ২০১৬ সালে তাঁরা একটি ইপি প্রকাশ করেন সিদ্দা মুক্যালো, যার অর্থ 'আর গ্রামে ফেরা যাবে না'। এক সাক্ষাৎকারে জোহরান বলেন, 'আমি একজন এশীয়-উগান্ডান। আমার কোনো গ্রাম নেই, শহরই আমার সব।'

এই ইপিতে জোহরানরা ছয়টি ভাষায় গান করেন। 'আসকারি' নামের একটি গানে তাঁরা তুলে ধরেন বর্ণবাদবিষয়ক অভিজ্ঞতা, যেখানে নিরাপত্তাকর্মীরা শ্বেতাঙ্গদের দ্রুত প্রবেশ করতে দেয়, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ বা অন্য বর্ণের মানুষ হলে দেরি করে।

২০১৬ সালে জোহরান ডিজনির চলচ্চিত্র 'কুইন অব কাটউই'-এর সাউন্ডট্র্যাকের জন্য তৈরি করেন নাম্বার ওয়ান স্পাইস। এ গানে তিনি ও এইচএবি র্যাপ করেন, ভিডিওতে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন লুপিটা নিয়ংগো। মজার ছলে জোহরান বলেন, 'নেপোটিজম আর কঠোর পরিশ্রমড়দুটোই কাজে লাগে।'

সব মিলিয়ে জোহরান মামদানি ছিলেন একজন সংগঠক, র্যাপার, চিন্তাশীল তরুণ, যিনি একাধারে সংস্কৃতি, প্রতিবাদ ও রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর পারিবারিক পটভূমি, সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সৃজনশীল সাহসিকতা তাঁকে তৈরি করেছে নিউইয়র্ক নগরের মঞ্চে এক ব্যতিক্রমী প্রার্থী হিসেবে। র্যাপ গান থেকে বিতর্কমঞ্চঃ সব জায়গাতেই তাঁর কণ্ঠ স্পষ্ট ও দৃঢ়। তাই অনেকেই বলছেন, নিউইয়র্কের পরবর্তী মেয়রের কণ্ঠটা এ সময়ের মতোই : প্রগতিশীল, সাহসী ও নতুন। - নিউইয়র্ক টাইমস, বিবিসি, ইউএস টুডে, টাইমস অব ইন্ডিয়া ও রোলিং স্টোন অবলম্বনে

বাংলাদেশের সাথে আলোচনায়

৫ পৃষ্ঠার পর

চাইলে জয়সওয়াল বলেন, ভারত তার স্বার্থ ও নিরাপত্তার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন আঞ্চলিক ঘটনাগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। তিনি আরও বলেন, ভারতের সম্পর্ক অন্য দেশের সঙ্গে স্বাধীন হলেও তা আঞ্চলিক পরিস্থিতির কারণে প্রভাবিত হয়। আগামীকাল নির্ধারিত বৈঠকে চারজন বিশেষজ্ঞ সংসদ সদস্যদের সামনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর ব্রিফিং দেবেন। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের কর্মকাণ্ড, ভারতের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ এবং বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের ক্রমবর্ধমান কৌশলগত যোগাযোগ। বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন, তারা সংসদ সদস্যদের বলবেন কীভাবে বাংলাদেশে এই ভুল ধারণা কাটিয়ে ওঠা যায় যে, ভারত শুধু শেখ হাসিনার অপসারিত সরকারের পাশে ছিল, সাধারণ মানুষের সঙ্গে নয়।

জোহরানকে কেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে

৪৬ পৃষ্ঠার পর

তিনি অভিযোগ করেন, তিনি একজন ইহুদিবিদ্বেষী, সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্ট। তিনি নিউইয়র্ক শহর ধ্বংস করে দেবেন।

ওগলস আরও বলেন, 'তাঁকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়া দরকার। এ জন্য আমি তাঁর নাগরিকত্ব বাতিলের আইনি প্রক্রিয়া শুরুর দাবি জানাচ্ছি।' জোহরান যদি নিউইয়র্ক নগরের নির্বাচিত হন, তাহলে তিনি হবেন এই নগরের প্রথম মুসলিম ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত মেয়র। তিনি এমন একটি নির্বাচনে জয় পেয়েছেন, যা ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ শুরুর পর ডেমোক্র্যাটদের প্রথম বড় দলীয় বাছাই হিসেবে দেখা হচ্ছে।

জোহরানের প্রধান প্রধান নির্বাচনী অঙ্গীকারের মধ্যে রয়েছে চাইল্ডকেয়ার (শিশুদের যত্ন) সবার জন্য উন্মুক্ত করা, বিনা ভাড়ার বাস চালু করা এবং বাসাভাড়া বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা।

ট্রাম্প প্রশাসন ভিত্তিহীনভাবে দাবি করছে, জোহরানের বিজয় অবাধ অভিবাসনের ফল। যদিও তাদের এ দাবির পক্ষে কোনো ভিত্তি নেই। একই সময়ে তারা ব্যাপক অভিবাসী বহিষ্কার কর্মসূচি চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এনওয়াইওয়াইআরসি হচ্ছে একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন। নিউইয়র্কের ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী রিপাবলিকান সমর্থকদের নিয়ে এ সংগঠন গঠিত। এটি ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

Ready To Boost Your Scores?

Grades K-6
$1,320
5 Months + 1 Month Free
Common Core Prep

Grade 7 SHSAT
Until October 2025 SHSAT Exam
Up To
43% OFF

High School GPA/Regents
$1,305
3 Months
In-Person Regents Exam Prep

SAT Exam Prep
In-Person Spring SAT
April - June
$1,920

Save Up To
$200 OFF
On Packages Worth $2,000+

Visit Us At Any Of Our Location!

- Jackson Heights
- Jamaica
- Astoria
- Brooklyn
- Ozone Park
- Bronx
- Bellerose - Long Island

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

বাংলাদেশ যেন এক ‘মবের মুল্লুক’

১৮ পৃষ্ঠার পর

সময় যেভাবে মব জাস্টিস করা হয়েছে তা কাম্য নয়। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে এ ধরনের ঘটনায় বাহিনীর কেউ জড়িত থাকলে তা তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে। সোমবার গাজীপুরের কালিয়াকৈর মৌচাক হর্টিকালচার সেন্টার পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

এর আগে গত ২২ মে সেনা সদর দপ্তরে ‘অফিসার্স অ্যাড্রেস’ সভায় মব ভায়োলেন্সের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন সেনা বাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার -উজ-জামান । এরপর ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসের অফিসার্স মেসে অনুষ্ঠিত এক ব্রিফিংয়ে সেনা সদরের মিলিটারি অপারেশন্স ডাইরেক্টরেটের কর্নেল স্টাফ কর্নেল মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, “মব ভায়োলেন্স, জনদুর্ভোগ সৃষ্টিকারী যে-কোনো পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং করবে এবং আমরা আগের তুলনায় মব ভায়োলেন্স অনেকাংশে কমিয়ে নিয়ে এসেছি। কিন্তু মব ভায়োলেন্স এখনো চলছে দেশের বিভিন্ন স্থানে।

মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)-র হিসাব অনুযায়ী, “২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৫ সালের মে মাস পর্যন্ত ৯ মাসে মব মন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে ২০২টি। এসব ঘটনায় ১৩১ জন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ১৬৫ জন। আর গত ১০ বছরে গণপিটুনিতে মোট ৭৯২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে ২০২৪ সালে। গত বছর এ ধরনের ঘটনায় ১৭৯ জন নিহত হন।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) বলছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ছয় মাসেরও কম সময়ে (আজ ২৩ জুন) মব ভায়োলেন্সে প্রাণ হারিয়েছেন ৮৩ জন।

মব ভায়োলেন্সের সাম্প্রতিক কিছু উদাহরণ

পারিবারিক বিষয়েও শুরু হয়েছে মব ভায়োলেন্সের প্রয়োগ। রবিবার ‘হিরো আলম’ রামপুরা উলন রোডে তার তৃতীয় স্ত্রীর বাসস্থানে লোকজন নিয়ে হাজির হন। নিজের স্ত্রী রিয়ামনির বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজের অভিযোগ তুলে তিনি হট্টগোল শুরু করেন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ‘‘রিয়ামনি ও বার ড্যান্সার ম্যাক্স অভি রিয়াজকে হাতেনাতে ধরে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে এলাকাবাসী’- এমন খবর প্রকাশিত হয়। পরে জামিনে মুক্তি পান রিয়ামনি ও ম্যাক্স অভি রিয়াজ।

একই দিনে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে লালমনিরহাটে সেলুনের কর্মী পরেশ চন্দ্র শীল (৬৯) ও তার ছেলে বিষ্ণু চন্দ্র শীল (৩৫)-কে প্রহার করে সেলুনে আটকে রাখা হয়। কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, পুলিশ ও সেনাবাহিনী গিয়ে দুইজনকে আটক করলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

৬ মে গুলশানে হেনস্তা করা হয় ভাস্কর রাসাকে। রিকসশা থেকে নামিয়ে হেনস্তা করে তার ভিডিও ছড়িয়ে দেয়া হয়।

২০মে রাতে ধানমন্ডির চার নাম্বার সড়কে মব তৈরি করে হাক্কানী পাবলিশার্সের মালিক গোলাম মোস্তফার বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে। তবে সেখানে কঠোর ভূমিকায় ছিল পুলিশ। তিনজনকে আটক করা হয়। কিন্তু পরে এনসিপি নেতা হান্নান মাসউদ তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে যান।

এর আগে ৫ মে বগুড়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এস এম মিল্লাত হোসেনকে চেম্বার থেকে ধরে নিয়ে মারধরের পর পুলিশে সোপর্দ করে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-র কিছু নেতা-কর্মী।

২৯ এপ্রিল অভিনেতা সিদ্দিককে রাস্তায় মারধর করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। এই ঘটনার একাধিক ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।ভিডিওতে দেখা যায়, জামা-কাপড় ছেঁড়া অবস্থায় তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে একদল যুবক। কেউ কেউ তার গায়ে হাতও তুলছিলেন। অভিনেতা সিদ্দিককে তখন কাঁদতে দেখা যায়।

বাংলাদেশে পুলিশও মব ভায়োলেন্সের শিকার হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছয় মাসে দায়িত্ব পালনকালে পুলিশ সদস্যের ওপর হামলার ২২৫টি ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ৭০টি ছিল বড় ধরনের আক্রমণ। পুলিশের সদর দপ্তরের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের সেপ্টেম্বরে পুলিশের বিরুদ্ধে ২৪টি, অক্টোবরে ৩৪টি, নভেম্বরে ৪৯টি, ডিসেম্বরে ৪৩টি, জানুয়ারিতে ৩৮টি এবং ফেব্রুয়ারিতে ৩৭টি হামলার ঘটনা ঘটে।

আদালত প্রাঙ্গণও মব সন্ত্রাসমুক্ত নয়। সাবেক মন্ত্রী, এমপি, আইনজীবীসহ অনেকেই এমন হামলার শিকার হয়েছেন আদালত প্রাঙ্গণে।

‘খালি সরকার বিবৃতি দিলে তো কাজ হবে না’

রবিবার সাবেক সিইসি নূরুল হুদার ওপর মব সন্ত্রাস চালানো হয় এক ঘন্টা ধরে। পুলিশ সেখানে থাকলেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। পুলিশের সাবেক আইজি মোহাম্মদ নূরুল হুদা ডয়চে ভেলেকে বলেন, “আসলে পুলিশের ব্যবস্থা নেয়া উচিত ছিল। এক ঘণ্টা ধরে ঘটনাটি যখন চলছিল, তখন চাইলে আরো ফোর্স সেখানে যেতে পারতো। আর নূরুল হুদা একটা সাংবিধানিক পদে ছিলেন। তিনি যদি এইভাবে মবের শিকার হন, তাহলে তো মেনে নেয়া যায় না। আমার মনে হয় এখানে একটা কৌশল আছে।”

তার কথা, “তিনি যদি অপরাধ করে থাকেন বা তার অপরাধ থাকলে সেটা তো নির্বাচনি আইনে। তাহলে ফৌদজারী মামলা কীভাবে হলো? হয়তো কোনো উপাদান আছে। তবে বড় কথা হলো, তিনি অপরাধী হলে আদালতে বিচার হবে। কিন্তু এখাবে তো মব দিয়ে বিচার করা যায় না।”

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, “এখানে তো সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। কারা মব করেছে, তাদের তো ছবি আছে। ভিডিওতে তাদের তো দেখা গেছে। তাদের বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থা নেয়া যায়। খালি সরকার বিবৃতি দিলে তো কাজ হবে না।” তিনি আরো বলেন,চআসলে সরকার ব্যবস্থা না নিলে এই ধরনের মব ভায়োলেন্স বন্ধ হবে না। মব সন্ত্রাস তো একটা ক্রাইম। বিবৃতি দিয়ে কী হবে? দরকার কঠোর ব্যবস্থা।”

সাবেক সিইসির ওপর মব সন্ত্রাসের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হলেও পুলিশ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কাউকে আটক করেনি। কোনো মামলাও হয়নি মব সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার সময়ও পুলিশ কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। তবে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ তালেবুর রহমান দাবি করেছেন, “ পুলিশ খবর পেয়েই সেখানে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশকে প্রথমে গিয়ে উত্তেজনা প্রশমন করতে হয়।”

মব সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। হলে আপনাদের জানাবো। তিনি আরো দাবি করেন, ‘‘মবের বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি।”

মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এবং হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) সাবেক সিইসি নূরুল হুদার ওপর মব সন্ত্রাসের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে তারা। একইসঙ্গে সারাদেশে মব সন্ত্রাস বন্ধে সরকারের আরো কঠোর ভূমিকার দাবি জানিয়েছে তারা।

এইচআরএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক ইজাজুল ইসলাম বলেন, “সরকার কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিন্তু তা মব ভায়োলেন্স বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট নয়। সরকার বিবৃতি দিচ্ছে , কিন্তু দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির ব্যবস্থা করছে না। ফলে শুধু আহ্বান কোনো কাজে আসছে না।” তার কথা, “আমার মনে হচ্ছে, সরকারের এখানে চুজ অ্যান্ড পিক পলিসি আছে।”

আর মানবাধিকার কর্মী এবং আসক-এর সাবেক নির্বাহী পরিচালক নূর খান বলেন, “ আগে ছিল মগের মুল্লুক, এখন দেশটা মবের মুল্লুকে পরিণত হয়েছে। এখানে যে কাউকে মব সৃষ্টি করে আক্রমণ করা যায়, অপমান করা যায়। সরকার কিছু বলছে না। দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে শুধু বিবৃতি দিচ্ছে।”

“একটা ভয়ার্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সিইসির ওপর যে মব সন্ত্রাস হলো তা মেনে নেয়া যায় না। তাকে অপমান করা হলো, তার মর্যাদা হানি করা হলো। তার অপরাধ থাকলে বিচার হবে। কিন্তু এটা কী হচ্ছে! সরকার মব সৃষ্টিকারী একটি গোষ্ঠীকে প্রকারান্তরে সমর্থন করছে। এর দায় সরকারকে নিতে হবে।”

বিএনপির বিবৃতি

সাবেক সিইসি নূরুল হুদার ওপর মব সন্ত্রাসের ঘটনায় স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। মামলাটিও করেছে বিএনপি। কিন্তু বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, ‘‘সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কেএম নূরুল হুদার অবমাননার সঙ্গে বিএনপির কেউ জড়িত থাকলে তদন্ত করে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেয়া হবে।

তিনি বলেন, “আমরা মব কালচারে বিশ্বাস করি না, আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে অবিরাম সংগ্রাম করে যাচ্ছি। আমরা চাই দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও আদালতের রায় বাস্তবায়ন হবে, বিচার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা থাকবে।

সালাহউদ্দিন আরো বলেন, “আমরা চাই, কোনো ব্যক্তি যত বড় অপরাধীই হোন না কেন, তার আইনি ও সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করার অধিকার যেন অক্ষুন্ন থাকে, তার আইনি ও সাংবিধানিক অধিকার যেন ক্ষুণ্ন না হয়।”

ডয়তিনি বলেন,চ আমরা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছি। পুলিশ যেন জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। আর আমরা তদন্ত করে কেউ জড়িত থাকলে ব্যবস্থা নেবো।”-হারুন উর রশীদ স্বপন জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের ঢাকা প্রতিনিধি।

ইসি ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের বার্তা

৯ পৃষ্ঠার পর

বেশ কয়েকবার বলেছে যে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ক্রয় প্রক্রিয়াসহ সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হবে।” তিনি বলেন, “ভোটার তালিকা হালনাগাদ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্রয় প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছে।”

বিএনপির এই নেতা বলেন, “শুধুমাত্র সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়া বাকি আছে। তা তিন মাসের মধ্যে শেষ করা যেতে পারে। তফসিল ঘোষণার পর, পোলিং অফিসার এবং প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ, ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনাসহ অনেক কার্যক্রম থাকবে। এগুলো চলমান প্রক্রিয়া। এর জন্য কোনো বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই।”

সংসদ নির্বাচনের আগে জামায়াতে ইসলামী এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) স্থানীয় নির্বাচনের দাবি সম্পর্কে জানতে চাইলে সালাহউদ্দিন এই ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে এটি কার্যকর নয়।

তিনি বলেন, “রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন দাবি করতে পারে। তবে বেশিরভাগ দল প্রধান উপদেষ্টার উল্লেখিত সময়ের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে একমত। এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।” বিএনপির এই নেতা বলেন, “নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এই সময়ের মধ্যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হবে। এই নির্বাচনগুলো- ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা বা সিটি কর্পোরেশন যাই হোক না কেন- আয়োজন করতে কমপক্ষে ছয় মাস সময় লাগে। যদি তারা এখন স্থানীয় নির্বাচন করতে যায়- তাহলে তারা সময়মতো জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম নাও হতে পারে।”

সালাহউদ্দিন বলেন, “তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।”

তিনি বলেন, “আমরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য নয়, আমাদের ভোটাধিকারের জন্য লড়াই করেছি। নির্বাচন কমিশনের এখন প্রধান দায়িত্ব হলো জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে জাতীয় নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।”

ভেঙে ফেলা হলো ‘মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ’,

৯ পৃষ্ঠার পর

সম্বলিত সাতটি দেয়ালও ভেঙে ফেলেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি)।২৭ জুন শুক্রবার সকাল থেকে এই “মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ” ভাঙার কাজ শুরু হয়। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, “মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ” নামে এই ম্যুরালের জায়গায় নতুনভাবে “জুলাই শহিদদের” স্মরণে একটি “গণমিনার” নির্মাণ করা হবে। মূলত জুলাই অভ্যুত্থানে সংঘটিত গণপ্রতিরোধ ও আত্মত্যাগের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে “মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ” এর জায়গায় “গণমিনার” নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় “গণমিনার বাস্তবায়ন কমিটি”। এ বিষয়ে গত ২০ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ওই সংবাদ সম্মেলনে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম বলেন, “জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে শহিদ হয়েছেন ১,৪০০ মানুষ, আহত হয়েছেন হাজার হাজার। তাদের স্মরণেই নির্মিত হবে “গণমিনার”।

আগামী ৫ আগস্টের মধ্যে এর একটি দৃশ্যমান রূপ দিতে চায় কমিটি।

গণমিনার বাস্তবায়ন কমিটির আরেক সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক খোরশেদ আলম। তিনি শুক্রবার এ বিষয়ে অনলাইন সংবাদমাধ্যম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, “আমাদের পরিকল্পনায় পুরো বিজয় সরণিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি কয়েক ধাপে সম্পন্ন হবে।”

এদিকে, গত ২৫ জুন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সপ্তম কর্পোরেশন সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, “মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ”-এ জুলাই শহিদদের স্মরণে একটি ভাস্কর্য নির্মাণ এবং একটি উন্মুক্ত স্থান তৈরি করা হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডিএনসিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা জোবায়ের হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, “সপ্তম কর্পোরেশন সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি কনসেপ্ট তৈরি করা হয়েছে, তার ওপর কাজ চলছে। আগামী ১০-১২ দিনের মধ্যে বিস্তারিত জানানো হবে।”

ট্রাম্পকে খুশি করার কৌশল?

৯ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশকে প্রতি টনে ২০ থেকে ২৫ ডলার বেশি খরচ করতে হবে। ভারতীয় মুদ্রায় যা ১৭০০ থেকে ২১০০ টাকার সমান। তবে রাশিয়া বা ইউক্রেনের গমের চেয়ে আমেরিকার গমের খাদ্যমান উন্নত। বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের মতে, শুল্ক এবং বাণিজ্য নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে তাঁদের আলোচনা ইতিবাচক পর্যায়ে রয়েছে। শীঘ্রই তার সুফল পাওয়া যেতে পারে।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

‘চুরির গম’ আমদানি নিয়ে

৮ পৃষ্ঠার পর

জানাবে। তারা বলছে, রাশিয়ান বন্দর থেকে দেড় লাখ টনের বেশি গম বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে একাধিকবার ঢাকাকে কূটনৈতিকভাবে সতর্ক করা হলেও কোনো জবাব মেলেনি বলে দাবি করেছে কিয়েভ।

দেশটির দাবি, রাশিয়া দখলকৃত এলাকা থেকে গম নিয়ে নিজেদের উৎপাদনের সঙ্গে মিশিয়ে রপ্তানি করছে, যাতে উৎস শনাক্ত করা না যায়। ইউক্রেনের দক্ষিণ এশিয়াস্থ রাষ্ট্রদূত একে ‘অপরাধ’ বলে চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন, এই অভিযোগ প্রমাণ হলে নিষেধাজ্ঞা কেবল আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান নয়, সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও আরোপিত হতে পারে।

বাংলাদেশ দাবি করেছে, তারা দখলকৃত অঞ্চল থেকে আসা গম আমদানির অনুমতি দেয় না এবং কোনো চুরি করা গম নেয়নি। বাংলাদেশের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র রয়টার্সকে বলেছেন, রাশিয়া অধিকৃত ইউক্রেনীয় অঞ্চলের কোনো খাদ্যপণ্য বাংলাদেশ আমদানি করে না।

ইউক্রেন বলছে, এসব গমের আমদানি কেবল অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকর নয়, বরং, মানবিক সংকটও সৃষ্টি করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক মুখপাত্র জানান, এখনো অভিযুক্ত জাহাজগুলো নিষেধাজ্ঞার আওতায় না থাকলেও, যদি চুরি করা ইউক্রেনীয় গম পরিবহণের প্রমাণ মেলে, তবে ভবিষ্যতে সেগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে।

যুদ্ধের সময় কৃষি ইউক্রেনের অন্যতম প্রধান রপ্তানি খাত হওয়ায় এই চোরাচালানকে কিয়েভ জাতীয় স্বার্থের জন্য হুমকি হিসেবে দেখছে।

দেড় কোটি বাংলাদেশি প্রবাসীকে

৯ পৃষ্ঠার পর

জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া এটিকে বাস্তবে অসম্ভব করে তোলে। এমনকি নির্বাচন কমিশন ২০২০ সালে মালয়েশিয়ায় পরীক্ষামূলকভাবে প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন শুরু করলেও তা কোভিড-১৯ মহামারির কারণে স্থগিত হয়ে যায়। প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা, প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস গ্রহণে অনীহা, জনবলের অভাব, তহবিল স্বল্পতা, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা সর্বোপরি অহেতুক রাজনৈতিক বিতর্ক বিদ্যমান সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো জরুরিভিত্তিতে গ্রহণ করার জন্য নোটিশে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সেগুলো হলো: ক. জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক কিন্তু জাতীয় পরিচয়পত্র নেই, এমন নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়া: জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক কিন্তু জাতীয় পরিচয়পত্র নেই। বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকের ভোটদান নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

খ. জাতীয় পরিচয়পত্রপ্রাপ্ত সব প্রবাসীদের হালনাগাদ করা তালিকা প্রকাশ: আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্রপ্রাপ্ত সব প্রবাসীর সর্বশেষ অবস্থান (বসবাসকারী দেশ) উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশন একটি হালনাগাদ করা ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে।

গ. নির্বাচন সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন: নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ দূতাবাসের সহায়তায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংখ্যা অনুপাতে নির্বাচন কমিশন প্রতিটি দেশে এক বা একাধিক নির্বাচন সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করবে। এসব কেন্দ্র থেকে ওই দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি প্রবাসীরা সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। ঘ. ভোট কেন্দ্র স্থাপন এবং ভোট গ্রহণ: নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধায়নে বাংলাদেশ দূতাবাসের সহায়তায় নির্বাচন সহায়তা কেন্দ্রগুলোতে ভোট কেন্দ্র স্থাপন করে প্রবাসীদের সরাসরি ভোটগ্রহণ করতে হবে। দূতাবাসের কর্মকর্তাদের থেকে রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ করা যেতে পারে। প্রবাসীদের সংখ্যা ও দূরত্ব অনুসারে নির্বাচন কমিশন এক বা একাধিক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করবে। ভোটদানের গোপনীয়তা রক্ষা করে কমিশন ভোট কার্যক্রমের ভিডিও রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করবে।

ঙ. ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা: ভিডিও রেকর্ডিং সহকারে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও নির্বাচন কমিশনের নিযুক্ত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রবাসীদের দেওয়া ভোট গণনা এবং ফলাফল প্রকাশ করবে। নির্বাচনের ফলাফল একাধিক নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যমে (ইমেইল, নিবন্ধিত ডাক ইত্যাদি) নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠাবে।

চ. গণনা করা ভোট, ফলাফল এবং ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়ার ধারণ করা ভিডিও নির্বাচন কমিশনে দ্রুততম সময়ে পাঠানো: ভোট কার্যক্রম সমাপ্তিঅন্তে গণনা করা ভোট, ঘোষিত ফলাফল ও ভোটপ্রদান প্রক্রিয়ার ধারণ করা ভিডিও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বরাবর পাঠানো নিশ্চিত করবে।

‘প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদ ১০ বছরে

৯ পৃষ্ঠার পর

প্রস্তাব ‘শর্তসাপেক্ষে’ মেনে নেওয়া যেতে পারে।

এক ব্যক্তি সারাজীবনে সর্বোচ্চ ১০ বছর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীপদে থাকতে পারবেনড় এই মর্মে আইন সংশোধন করতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে অন্তর্বতী সরকারের তরফে। শুক্রবার কমিশনের ষষ্ঠ দিনের বৈঠকশেষে বিএনপি জানিয়েছে, এমন প্রস্তাবে তারা সায় দিতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী বা অন্য সাংবিধানিক পদগুলিতে নিয়োগের জন্য ‘জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল’ (এনসিসি) বা ওই ধরনের কোনও কমিটি গঠনের বিধান নতুন সংবিধানে সংযুক্ত করা যাবে না।

গত রবিবার শুরু হওয়া জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে মোট ৩০টি রাজনৈতিক দল যোগ দিয়েছে। এর মধ্যে বিএনপি-সহ মোট তিনটি দল প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিপদের নির্দিষ্ট মেয়াদ বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল। ওই তিন দলের প্রতিনিধিদের আপত্তিতেই এখনও ওই বিষয়টিতে ঐকমত্য হয়নি। পাশাপাশি, এনসিসি গঠন এবং সংবিধানের মূলনীতি প্রণয়নের বিষয়টিও ঝুলে রয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি আলি রিয়াজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ‘প্রথম আলো’কে বলেন, ‘‘সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ কমিটির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না-হওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না।’’

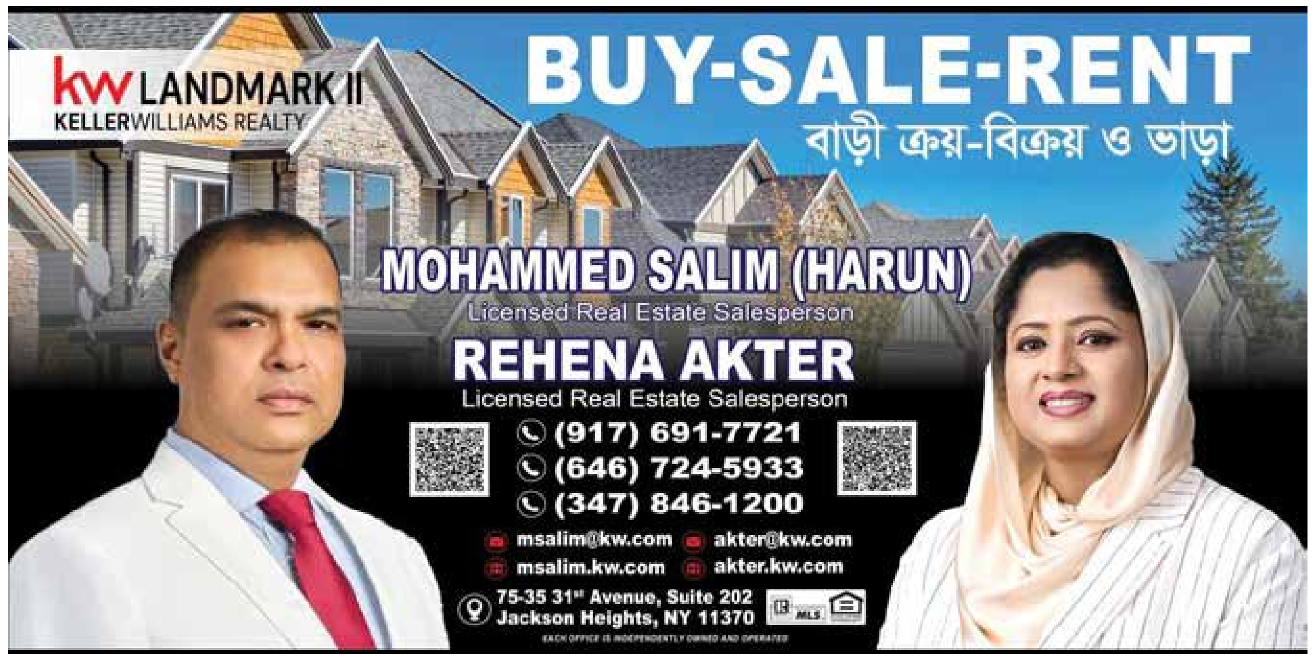

ট্রাম্পের নাগরিকত্ব অধ্যাদেশের ওপর ইনজাংশন জারির

৭ পৃষ্ঠার পর

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ভোটের প্রচারে ট্রাম্প বারে বারেই দাবি করেছিলেন জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্যেই দেশে অভিবাসী সমস্যা বাড়ছে। অবৈধ অভিবাসীদের সন্তান আমেরিকায় জন্ম নিলেও যাতে নাগরিকত্ব না পায়, তা নিশ্চিত করতেই সক্রিয় হয়েছেন ট্রাম্প।

ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশে কী ছিল?

দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট পদে ফিরে আসার প্রথম দিনেই ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন, যেখানে বলা হয়, 'যেসব শিশুর বাবা-মা একজনও মার্কিন নাগরিক বা গ্রিন কার্ডধারী নন, তারা যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নিলেও নাগরিকত্ব পাবে না।'

ট্রাম্পের এই আদেশের বিরুদ্ধে ২২টি রাজ্যের ডেমোক্রেট অ্যাটর্নি জেনারেল, অভিবাসী অধিকারকর্মী ও অভিবাসী গর্ভবতী নারীরা মামলা করেছিলেন। এই আদেশ বাস্তবায়িত হলে বছরে প্রায় দেড় লাখেরও বেশি নবজাতক নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হতো বলে মামলাকারীরা অভিযোগ করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, ট্রাম্পের আদেশ মার্কিন সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ১৮৬১-৬৫ সালের গৃহযুদ্ধের পর ১৮৬৮ সালে এই সংশোধনীটি অনুমোদিত হয়েছিল। ১৮৬৮ সালে দাসপ্রথা-পরবর্তী সময়ে গৃহযুদ্ধের পর গৃহীত ১৪তম সংশোধনী অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেকেই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হবে। তখন ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়, ১৪তম সংশোধনী অবৈধ অভিবাসী কিংবা অস্থায়ীভাবে অবস্থানরত ব্যক্তিদের সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তারা যুক্তি দেয়, ১৮৯৮ সালের 'ইউনাইটেড স্টেটস বনাম ওং কিম আর্ক' মামলার রায় কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাদের অভিভাবকদের যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী আবাস ও বসবাস ছিল। ট্রাম্প প্রশাসন সে সময় মামলাটিকে এমনভাবে আদালতে উপস্থাপন করেছিল, যেন বিচারকেরা কোনো নীতিকে ন্যাশনওয়াইড বা সর্বজনীনভাবে স্থগিত করতে না পারেন। এর আগে বিভিন্ন প্রশাসন, এমনকি ডেমোক্রেটিক প্রশাসনও এই জাতীয় সর্বজনীন আদেশের বিরোধিতা করেছে।

১১-১২ জুনের রয়টার্স/ইপসোস পোলে দেখা গেছে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৪ শতাংশ জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিলের পক্ষে ও ৫২ শতাংশ এর বিপক্ষে। ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ৫ শতাংশ বাতিলের পক্ষে এবং ৮৪ শতাংশ এর বিপক্ষে ছিল। রিপাবলিকানদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ বাতিলের পক্ষে এবং ২৪ শতাংশ এর বিপক্ষে ছিল। অন্যরা অনিশ্চিত ছিলেন বা প্রশ্নের উত্তর দেননি। - খবর রয়টার্সের

প্রিন্সেস ডায়ানাকে 'ভালোবেসে' বিয়ে করতে চেয়েছিলেন

৫২ পৃষ্ঠার পর

মডেল মার্লা ম্যাপলসের সঙ্গে ট্রাম্পের পরকীয়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর তাঁদের বিচ্ছেদ হয়।

এরপর ১৯৯০ সালে ট্রাম্প-ইভানা জুটির বিচ্ছেদ চূড়ান্ত হওয়ার পর ট্রাম্প ম্যাপলসের সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়ে যান। ১৯৯৩ সালে তাঁদের কন্যা টিফানির জন্ম হয় এবং ওই বছরই তাঁরা বিয়ে করেন। তবে এই সম্পর্কও বেশি দিন টেকেনি। ১৯৯৭ সালে 'জগতের প্রতি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির' কথা বলে তাঁরা আলাদা হয়ে যান।

দ্বিতীয় বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলাকালে ১৯৯৮ সালে নিউইয়র্কের এক পার্টিতে ট্রাম্পের সঙ্গে পরিচয় হয় স্লোভেনিয়ান-আমেরিকান মডেল মেলানিয়া কনাসের। ২০০৪ সালে মেট গালায় ট্রাম্প মেলানিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। ২০০৫ সালে ফ্লোরিডার পাম বিচে সমুদ্রের তীরের একটি গির্জায় তাঁদের বিয়ে হয়। মেলানিয়া হন তাঁর তৃতীয় স্ত্রী এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি।'

এরপর সামনে আসে পর্নতারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসের ঘটনা। স্টর্মি দাবি করেন, ২০০৬ সালে ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর এক রাতের সম্পর্ক হয়েছিল। ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ড্যানিয়েলসকে চুপ করাতে ট্রাম্প ১ লাখ ৩০ হাজার ডলার দিয়েছিলেন। সেই অর্থ লেনদেনের অভিযোগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ৩৪টি গুরুতর অপরাধের রায় হয়েছে।

তবে ট্রাম্প নিজেই 'নারীদের বিষয়ে' তাঁর একমাত্র আক্ষেপের কথা স্বীকার করেছেন। ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত 'দ্য আর্ট অব দ্য কামব্যাক' বইয়ে তিনি লেখেন, 'লেডি ডায়ানা স্পেনসারকে কখনো আমি মন দিয়ে ভালোবাসার সুযোগই পেলাম না।' তিনি আরও লেখেন, 'আমি তাঁকে বেশ কয়েকবার দেখেছি। আমি লক্ষ করেছি, তিনি কীভাবে মানুষকে আকৃষ্ট করতেন। তাঁর উপস্থিতিতেই গোটা ঘর উজ্জ্বল হয়ে উঠত। তিনি ছিলেন সত্যিকারের রাজকন্যাড়স্বপ্নের মতো একজন নারী।'

ডায়ানার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সম্ভাবনা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা খবর প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে, ১৯৯৬ সালে রাজপুত্র চার্লসের সঙ্গে ডায়ানার বিবাহবিচ্ছেদের পর ট্রাম্প নাকি তাঁকে 'সর্বশেষ ট্রফির' মর্যাদা দিয়ে 'স্ত্রী' হিসেবে পাওয়ার চেষ্টা করেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম সানডে টাইমসের কলামে ডায়ানার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বিবিসির সাবেক সাংবাদিক সেলিনা স্কট লেখেন, ট্রাম্পের পাঠানো বিশাল ফুলের তোড়া নিয়মিত ডায়ানার কেনসিংটন প্যালেসের বাসায় পৌঁছাত। ঠিক একই কৌশলে তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রী ইভানাকে পটিয়েছিলেন।

স্কট লিখেছেন, 'ট্রাম্প ডায়ানাকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রফি হিসেবে দেখতেন। রোজ গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ আর অর্কিড তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছাত। এতে ডায়ানা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। বিষয়টা তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল, যেন ট্রাম্প তাঁকে অনুসরণ বা উত্ত্যক্ত করছেন।'

একদিন ব্যক্তিগত নৈশভোজে ডায়ানা সেলিনা স্কটকে জানান, 'আমি কী করব? উনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন।' সেলিনা জবাব দেন, 'ফুলগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দাও।' ডায়ানা হেসে ওঠেন।

এরপর ১৯৯৭ সালে প্যারিসে ডায়ানার মৃত্যুর পর ট্রাম্প তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের বলেন, তাঁর সবচেয়ে বড় আক্ষেপ হলো ডায়ানার সঙ্গে তিনি প্রেম করতে পারেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, ডায়ানার সঙ্গে তাঁর রোমান্স হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ডায়ানার সঙ্গে কয়েকবার দেখা ছাড়া তাঁদের মধ্যে আর কোনো ঘনিষ্ঠতা হয়নি। তবে ডায়ানার মৃত্যুর পরও ট্রাম্প তাঁর কথা ভুলতে পারেননি।

১৯৯৭ সালে ডায়ানার শেষকৃত্যের কয়েক মাস পর হাওয়ার্ড স্টার্নের রেডিও শোতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, সুযোগ পেলে তিনি ডায়ানার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে যেতেন। তবে আগে তিনি ডায়ানার এইচআইভি পরীক্ষা করাতেন। স্টার্ন জিজ্ঞাসা করেন, 'মানুষ কেন ভাবে, তুমি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস দেখাচ্ছ যে, তুমি লেডি ডায়ানাকে পেতে পারতে?' জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'আমি মনে করি, পারতাম।' পরে তাঁদের মধ্যে এক নাটকীয় কথোপকথন হয়, যেখানে ট্রাম্প কল্পনায় ডায়ানাকে বলেন, 'লেডি ডায়ানা, তুমি কি চিকিৎসকের কাছে যাবে?'

স্টার্ন কৌতুক করে বলেন, 'আমার লেক্সাস গাড়িতে ফিরে যাও। কারণ, আমার নতুন চিকিৎসক আছে। একটু চেকআপ করিয়ে নিতে হবে।'

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বাজারে

১০ পৃষ্ঠার পর

কম্বোডিয়াও শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে।

অন্যদিকে তুরস্কের চিত্র ভিন্ন। তাদের রপ্তানি কমেছে ৫.৪১ শতাংশ, যা বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের জন্য কিছুটা স্বস্তির জায়গা হলেও সামগ্রিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতার চাপ অব্যাহতভাবে মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, 'ইইউ বাজারে প্রতিযোগিতা যেমন বাড়ছে, তেমনি নিয়মকানুনও জটিল হচ্ছে। সামনে

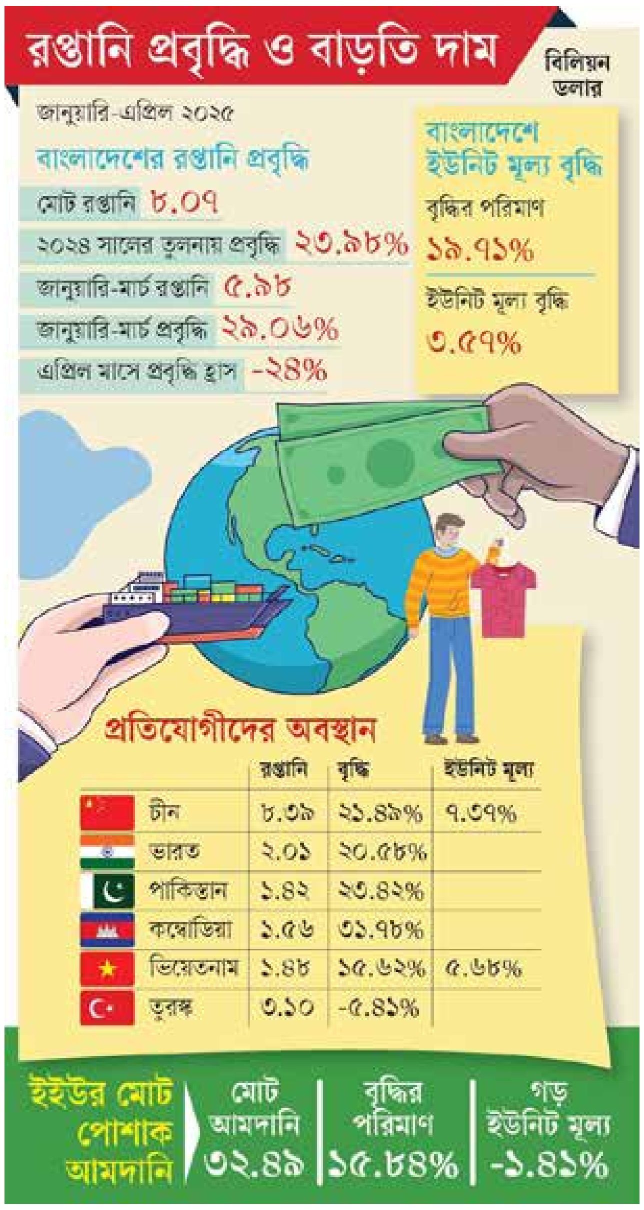

নতুন আইন আসছে, সেগুলোর জন্য প্রস্তুত হতে না পারলে আমরা পিছিয়ে পড়ব।' তাঁর মতে, এখনই সময় উৎপাদনের দক্ষতা বাড়ানো, প্রযুক্তি সংযোজন ও টেকসই উৎপাদনে গুরুত্ব দেওয়ার।

মহিউদ্দিন রুবেল আরও বলেন, 'একই সঙ্গে আমাদের বিকল্প বাজার খুঁজে বের করতে হবে। শুধু ইইউ আর যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করলে ঝুঁকি বাড়বে। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা বা এশিয়ার নতুন বাজারে ঢোকার উদ্যোগ এখনই নিতে হবে।'- সংবাদসুত্র দৈনিক আজকের পত্রিকা

চার জেলা দিয়ে ৫৪ জনকে ভারত

৮ পৃষ্ঠার পর

এএসএম জাকারিয়া। তিনি জানান, তাদের মধ্যে চারজন পুরুষ ও দুজন নারী। তারা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। তাদের কমলগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে সকালের মধ্যে খাগড়াছড়ির দুটি সীমান্ত দিয়ে ১৫ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছে ভারত। তাদের মধ্যে নয়জনকে মাটিরাঙ্গা উপজেলার শান্তিপুর সীমান্ত দিয়ে এবং বাকি ছয়জনকে পানছড়ি উপজেলা সীমান্ত দিয়েওপুশ ইন্ন করা হয়েছে। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক (ডিসি) এবিএম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার দ্য ডেইলি স্টারকে এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। পাঁচছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ফারহানা নাসরিন বলেন, সকালে ছয়জনকে পাঁচছড়ি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ওপুশ ইন্ন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে পাঁচজন নারী ও একজন পুরুষ।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্ত দিয়ে বিএসএফের বিরুদ্ধে আটজনকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিজিবি কুষ্টিয়ার ৪৭ ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুব মোরশেদ রহমান জানান, এই দলে দুই শিশু, তিনজন নারী ও তিনজন পুরুষ রয়েছেন। বিএসএফ পুশ ইন করার পর তারা যখন বাংলাদেশ ভূখণ্ডের ভিতরে সীমান্ত সড়ক ধরে হাঁটছিলেন, তখন বিজিবির একটি দল তাদের আটক করে। তারা সবাই বাংলাদেশি নাগরিক। পরিচয় যাচাইয়ের পর তাদের গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ফেনীর সদর উপজেলার জোয়ার কাছাড় সীমান্ত দিয়ে বিএসএফের বিরুদ্ধে একটি পরিবারের চার সদস্যকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামসুজ্জামান জানান, তারা বাংলাদেশের নাগরিক এবং তাদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

মালয়েশিয়ায় জঙ্গি তৎপরতার

৮ পৃষ্ঠার পর

কাজ করছিল।" সাইফুদ্দিন বলেন, "মালয়েশিয়া কখনই কোনো বিদেশি চরমপন্থী গোষ্ঠীর আশ্রয়স্থল হবে না এবং তাদের কার্যক্রম চালানোর ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগও দেওয়া হবে না।"

তিনি আরও বলেন, "এই অভিযান প্রমাণ করে, মাদানি সরকার জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় এবং কোনো ধরনের হুমকির প্রতি শূন্য সহনশীলতা দেখায়।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মন্ত্রী আরও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, "মালয়েশিয়াকে জঙ্গি তৎপরতার ঘাঁটি বা ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করার যেকোনো প্রচেষ্টা শক্ত হাতে দমন করা হবে।"

এই অভিযানে অংশ নেওয়া পুলিশ ও গোয়েন্দা ইউনিটগুলোর পেশাদারিত্বের প্রশংসা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি জানান, দেশের সার্বভৌমত্ব ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার, কঠোর আইন প্রয়োগ এবং দেশি-বিদেশি নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় আরও দৃঢ় করা হবে।

পৃথিবীর 'স্বার্থপর বয়ফ্রেন্ড' ট্রাম্প

৭ পৃষ্ঠার পর

ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য-সবখানেই তার অপেক্ষা। রাষ্ট্রপ্রধানরা বারবার তার মন জেতার চেষ্টা করছেন। বোঝাপড়ার আশায় একের পর এক সম্মেলন-বৈঠক-ফোনালাপ তো চলছেই। ব্যাখ্যা খুঁজছেন তার খাপছাড়া সিদ্ধান্তের। অথচ ট্রাম্প? দিনদিন যেন তিনি একরোখা হয়ে উঠছেন আরও। বাড়ছে একগুঁয়েমি। একবিংশ পৃথিবীর 'রাজা' বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না। প্রথম মেয়াদ যেমন-তেমন (২০১৭-২০২১), দ্বিতীয় মেয়াদে নিজেও এমনই ভাবছেন নিজেকে। পৃথিবীর (সব রাষ্ট্র) ভালোমন্দ দেখভালের নায়ক হয়ে ওঠা এ মানুষটি বাস্তবিক আচরণ একজন 'স্বার্থপর বয়ফ্রেন্ড'-এর মতোই। শয়নে-স্বপনে যে কেবল নিজের স্বার্থই দেখেন সবকিছুর আগে।

'বিশ্বপুলিশ'-এর মসনদে বসা মানুষটির সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্কটা আসলে একতরফা। নিঃস্বার্থ নয় বরং স্বার্থপরতায় ভরা। অন্যদেশগুলোর সঙ্গে তার প্রতিটি সম্পর্কের অন্তরালেই দেওয়ার থেকে নেওয়ার ঝুলিই বড় হয়ে উঠছে বেশি। 'সবার আগে আমেরিকা' স্লোগানের নামে তিনি কেবল নিজেকেই ভালোবাসেন। নিজের ভবিষ্যৎ, নিজের গুরুত্ব, নিজের আলো এবং নিজের নাটকেই ব্যস্ত তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের তিন ধনকুবের দেশ সৌদি আরব, কাতার, আরব আমিরাত সফরই তার বড় প্রমাণ। নিরাপত্তা দেওয়ার নামে ট্রিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করে এসেছেন।

দ্য গার্ডিয়ানের সাংবাদিক মেরিনা হাইড বলেছেন, এই 'ট্র্যাজিক কমেডি'র চিত্রনাট্য যেন নব্বইয়ের দশকের সেই সেলফ-হেল্প বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে উঠে এসেছে। যখন নারীরা আত্মোন্নয়নে বই পড়ে বুঝতে চাইতেন ছেলেদের মনের কথা। যেখানে লেখা ছিল, 'সে তোমাকে এড়িয়ে চলে মানে তার ভেতরে গভীর কিছু চলছে' বা 'তাকে বোঝার চেষ্টা কর, সে একটু জটিল'। কিন্তু সত্যিটা খুবই সহজ-সে আসলে তোমার প্রতি আগ্রহী নয়।'

মেরিনা বলেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের আচরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশ্বনেতারা এমনভাবে মাথা ঘামাচ্ছেন যেন তারা নব্বইয়ের দশকের সেই 'সেলফ-হেল্প' বইয়ের পাতা উলটাচ্ছেন। ট্রাম্পের আচরণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেকেই তাকে 'জটিল' বলছেন। কেউ আবার বলছেন, তিনি 'ট্রানজ্যাকশনাল'। অনেকেই বলেছেন, তিনি গম্ভীর নন। কিন্তু এসব ব্যাখ্যার পেছনে লুকিয়ে থাকে একটাই সত্য-ডোনাল্ড ট্রাম্প কেবল 'ট্রাম্পেই মগ্ন'। তিনি চান সব আলো তার ওপরই পড়ুক, সব সিদ্ধান্ত তার নিয়ন্ত্রণেই থাকুক আর প্রতিটি ঘটনাজুড়ে থাকুক শুধু তারই নাম। ব্যস। এটাই তার আসল উদ্দেশ্য। জি-৭ সম্মেলনে হঠাৎ অসহযোগিতা, মিত্রদের সঙ্গে বৈরী ভাষা, বোমা হুমকির মতো নাটকীয় সিদ্ধান্ত- সব মিলিয়ে ট্রাম্প যেন এক আজব চরিত্র। আর বিশ্বনেতারা, যারা তার মন জয়ের আশায় নানা 'সেলফ-হেল্প' ব্যাখ্যা প্রয়োগ করছেন, তারা যেন সেই নব্বইয়ের দশকের বিভ্রান্ত প্রেমিক। যারা বারবার শুধু নিজেকেই বোঝাচ্ছেন, কোনো সুদিন আসবে- ট্রাম্প তাদের বুঝবে।

তবে মেরিনা বলেছেন, তার আচরণ যদি স্পষ্টও হয়, তবু তাতে নিজের কল্পনা ঢুকিয়ে মানে খোঁজা বন্ধ করুন। তিনি আরও বলেছেন, বিগত কয়েক সপ্তাহে ট্রাম্প যেভাবে একের পর এক বিশ্বনেতাকে চমকে দিয়েছেন, অপমান করেছেন, খুনশুটি করেছেন, তা দেখে মনে হচ্ছে- সময় এসেছে এই মোহ ভাঙার। জেগে ওঠার।

ইরানের পরমাণু কর্মসূচি ধ্বংস

৭ পৃষ্ঠার পর

ভিত্তিতে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ওই হামলায় ইরানের পরমাণু কর্মসূচি ধ্বংস হয়নি।

তবে শুরু থেকেই ট্রাম্প প্রশাসন দাবি করে আসছে, ইরানে সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় দেশটির পরমাণু কর্মসূচি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত এই প্রতিবেদন বারবার অস্বীকার করে আসছে তারা।

গত ১৩ জুন ইরানের পারমাণবিক ও সামরিক স্থাপনায় হামলা চালায় ইসরায়েল। পরে ইরানও পাল্টা হামলা চালায় ইসরায়েলে। এই সংঘাতের এক পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালায়। ট্রাম্প পরে দাবি করেন এই হামলায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ধ্বংস হয়েছে।

কেন সংবাদমাধ্যমের ওপর চড়াও

৭ পৃষ্ঠার পর

পুনর্গঠন করা উচিত বলে তিনি মত দেন। কমিটির চেয়ারম্যান ব্রায়ান মাস্ট ইউএসএজিএমকে গুপ্তচরবৃত্তি, মিথ্যাচার এবং অব্যবস্থাপনার অভয়ারণ্য হিসেবে বর্ণনা করেন। যেসব প্রচারণাকে পরাজিত করতে প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করা হয়েছিল, সেসব প্রচারণাকেই সংস্থাটি প্রচার করেছে বলে তিনি অভিযোগ তুলেছেন। সংস্থাটির বিরুদ্ধে বিদেশি নাগরিকদের নিয়োগের অভিযোগও তিনি এনেছেন। তার দাবি, ওইসব নাগরিকের অনেকে আক্ষরিক অর্থেই নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ট্রাম্পের রোষ থেকে বাঁচতে পারছে না সিএনএন এবং নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতো সংবাদমাধ্যমগুলোও। সংস্থাদুটির সমালোচনায় তার মুখর হওয়ার কারণ, তারা জানিয়েছে ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক বিমান হামলায় সামান্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লিখেছেন, ভুয়া খবর প্রচারকারী সিএনএন, ব্যর্থ নিউ ইয়র্ক টাইমসের সঙ্গে এক হয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে সফল সামরিক হামলাগুলোর একটিকে হেয় করতে চাইছে। ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে বলে দাবি করেন ট্রাম্প।

সিএনএন জানিয়েছে, ইরানের ফোরদো, নাতানজ এবং ইসফাহান পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে মার্কিন হামলায় দেশটির পারমাণবিক কর্মসূচির মূল উপাদানগুলো ধ্বংস হয়নি, সম্ভবত তা কেবল কয়েক মাসের জন্য পিছিয়ে গেছে।

ইরানে সরকার পরিবর্তন চান না

৬ পৃষ্ঠার পর

সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে দেশটির পক্ষ থেকে হামলা চালানো উচিত নয়। ট্রাম্প লিখেছেন, ইসরায়েল। বোমা ফেলো না। যদি তুমি এটা করো তাহলে এটি একটি বড় লঙ্ঘন। তোমার পাইলটদের বাড়িতে নিয়ে এসো, এখনই! গত ১৩ জুন প্রথমে ইরানে পারমাণবিক ও সামরিক স্থাপনায় হামলা চালায় ইসরায়েল। পরে ইরান ইসরায়েলে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে জবাব দেয়। সেই থেকে দুই দেশের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা চলছিল।

এক পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালায়। সবশেষ সোমবার কাতারের মার্কিন ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। পরে রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরান ও ইসরায়েল যুদ্ধবিরতিতে রাজি বলে ঘোষণা দেন।

ইরান সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই

৬ পৃষ্ঠার পর

তারা সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছে'। 'যদি তারা তেল বিক্রি করতে যায়, তারা তেল বিক্রি করতে যাচ্ছে। চীন চাইলে ইরানের কাছ থেকে তেল কিনতে পারে, বলেন তিনি। ট্রাম্প বলেন, 'দেশটির (ইরানের) আবার ঠিক হওয়ার জন্য অর্থের প্রয়োজন'। গত ১৩ জুন ইরানের বিরুদ্ধে গোপন সামরিক পারমাণবিক কর্মসূচি পরিচালনার অভিযোগ তুলে বড় ধরনের সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরায়েল। একই দিনে ইরান 'অপারেশন ট্রু প্রমিস-৩' চালু করে ইসরায়েলের সামরিক স্থাপনাগুলোয় পাল্টা হামলা চালায়।

২২ জুন ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় মার্কিন যুদ্ধবিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর প্রতিক্রিয়ায় ২৩ জুন কাতারের আল-উদেইদ বিমানঘাঁটিতে মিসাইল এবং ইরাকের তাজি ও ইমাম আলি ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। এরপর যুদ্ধবিরতির ঘোষণা আসে।

ট্রাম্পের জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব

৭ পৃষ্ঠার পর

মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াতে পারে ৪৭ লাখে। ট্রাম্প ইতিপূর্বে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমি কাউকে পরিবার বিচ্ছিন্ন করতে চাই না। তাই পরিবারকে একসঙ্গে রাখতে হলে সবাইকে একসঙ্গেই ফেরত পাঠাতে হবে।'

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীতে নিশ্চিত করা হয়েছে। ১৮৬৮ সালে গৃহযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে যুক্ত হওয়া এই সংশোধনীতে বলা হয়েছে, 'যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী বা নাগরিকত্ব পাওয়া সব ব্যক্তি, যারা এখানকার আইনের অধীন, তারা এই দেশের নাগরিক।'

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীতে নিশ্চিত করা হয়েছে। ১৮৬৮ সালে গৃহযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে যুক্ত হওয়া এই সংশোধনীতে বলা হয়েছে, 'যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী বা নাগরিকত্ব পাওয়া সব ব্যক্তি, যারা এখানকার আইনের অধীন, তারা এই দেশের নাগরিক।'

প্রিন্সেস ডায়ানাকে 'ভালোবেসে' বিয়ে

৩৭ পৃষ্ঠার পর

নতুন শতাব্দীর শুরুর দিকে ২০০০ সালের আরেক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প আবারও বলেন, কোনো দ্বিধা ছাড়াই তিনি ডায়ানার সঙ্গে শুতে রাজি ছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর 'টপ টেন' সবচেয়ে আকর্ষণীয় নারীর তালিকায় ডায়ানাকে তৃতীয় স্থানে রাখেন। তালিকায় দ্বিতীয় ছিলেন তাঁর সাবেক স্ত্রী ইভানা এবং প্রথম স্থানে বর্তমান স্ত্রী মেলানিয়া। ডায়ানাকে নিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'তিনি একটু পাগল ছিলেন, তবে এটা তেমন বড় ব্যাপার নয়।' তিনি আরও বলেন, 'আমি বলছি, তিনি অসাধারণ ছিলেন। লেডি ডায়ানা সত্যিকারের রূপসী নারী ছিলেন। আমি তাঁকে কয়েকবার দেখেছি। মানুষ বুঝতেই পারেনি, তিনি এতটা সুন্দর। তিনি ছিলেন সুপারমডেলদের মতো। তাঁর উচ্চতা, সৌন্দর্য, ত্বকড়সবকিছু ছিল অবিশ্বাস্য।' এমন মন্তব্যের পরও ডায়ানার ছেলে প্রিন্স উইলিয়াম ট্রাম্পের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে শিষ্টাচার বজায় রেখেছেন, সেটাই বিস্ময়কর। ২০১৯ সালের যুক্তরাষ্ট্র সফরে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে নটর ডেম দে প্যারিসের পুনরোদ্বোধনে এবং ২০২৫ সালের এপ্রিলে পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উইলিয়াম ট্রাম্পের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। উইলিয়াম হয়তো জানতেন, তাঁর মা ডায়ানা ট্রাম্প সম্পর্কে কী ভাবতেন। ২০২৩ সালে ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি এমন একটি বই প্রকাশ করতে যাচ্ছেন, যেখানে বিশ্বনেতা, রাজনীতিবিদ ও সেলিব্রিটির লেখা চিঠি থাকবে। তাঁদের মধ্যে প্রিন্সেস ডায়ানাও আছেন, সবাই নাকি তাঁর 'পশ্চাদ্দেশ লেহন' করতে চেয়েছিল। জবাবে ডায়ানার ভাই আর্ল চার্লস স্পেনসার টুইট করেন, 'ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, আমার প্রয়াত বোন ডায়ানা নাকি তাঁর পশ্চাদ্দেশ লেহন করতে চাইতেনড়এটা শুনে আমি বিস্মিত। কারণ, ডায়ানা যখন জীবিত ছিলেন, ট্রাম্প তাঁর নাম ব্যবহার করে নিউইয়র্কে কিছু রিয়েল এস্টেট বিক্রি করছিলেন। ওই সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, ট্রাম্পের প্রতি তাঁর মনোভাব ফেটে যাওয়া মলদ্বারের চেয়েও খারাপ।' এদিকে ট্রাম্পকে যুক্তরাজ্যে 'অভূতপূর্ব' দ্বিতীয়বারের রাষ্ট্রীয় সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে উইন্ডসর ক্যাসেলে এই সফর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে তথ্যসূত্র: ডেইলি মেইল

আগামী সপ্তাহে গাজায়

৫ পৃষ্ঠার পর

যুদ্ধবিরতির চুক্তি নিয়ে যারা কাজ করছেন, তাদের কয়েকজনের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। তবে আলোচনায় কী হয়েছে বা কী বিষয়ে কথা হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি।

এদিকে দখলদার ইসরায়েলের কৌশলগত বিষয়ক মন্ত্রী রন ডেরমার আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটন সফরে যাচ্ছেন। সেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইরান ও গাজা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন। জানা গেছে, ইরানের সঙ্গে শেষ হওয়ার পর গাজায় ইসরায়েলি হামলা বন্ধে তেল আবিবকে চাপ দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত থামিয়ে তিনি আবারও আব্রাহাম চুক্তির পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। ধারণা করা হচ্ছে, এর মাধ্যমে ইসরায়েলের সঙ্গে অন্যান্য আরব দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন সহজ হবে।

এদিকে গাজা উপত্যকায় খাদ্য সরবরাহের জন্য বিতর্কিত 'গাজা মানবিক ফাউন্ডেশনে' ৩০ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ট্রাম্প নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গাজায় ভয়াবহ অবস্থা চলছে এবং আমরা সেখানে অনেক অর্থ ও খাদ্য সহায়তা দিচ্ছি। কারণ আমাদের দিতে হবে। আমরা এই সংঘাতের সঙ্গে সরাসরি জড়িত না হলেও, একভাবে জড়িত। কারণ সেখানে বহু মানুষ মারা যাচ্ছে, যাদের আমাদের বাঁচাতে হবে।

গাজা মানবিক ফাউন্ডেশন সঠিকভাবে কাজ করছে উল্লেখ করে ট্রাম্প অভিযোগ করেন, কিছু 'খারাপ মানুষ' সেখানকার ত্রাণ লুটপাট করছে।

এই ফাউন্ডেশন শুরু থেকেই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে। গাজায় খাবার আনতে গিয়ে এই ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ট্রাকগুলোর কাছে জড়ো হওয়া ফিলিস্তিনিদের ওপর একাধিকবার গুলি চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি সেনারা। এখন পর্যন্ত সেসব হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন পাঁচ শতাধিক মানুষ। আহত হয়েছেন আরও চার হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি।

যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ইসরাইলকে

৬ পৃষ্ঠার পর

নেতানিয়াহুকে কীভাবে রক্ষা করবে কিংবা সহায়তা করবে, তা স্পষ্ট নয়।

ইসরাইলে ২০১৯ সালে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ঘুস, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনা হয়। যদিও এসব অভিযোগের সবই অস্বীকার করেছেন তিনি। এসব অভিযোগে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে করা তিনটি ফৌজদারি মামলার বিচার ২০২০ সালে শুরু হয়। বিচার চলাকালেও তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। এ বিষয়ে ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, 'বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিচার অবিলম্বে বাতিল করা উচিত কিংবা তার মতো একজন মহান নায়ককে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত; যিনি রাষ্ট্রের জন্য অনেক কিছু করেছেন।'

ট্রাম্প আরও লেখেন, তিনি জানতে পেরেছেন, সোমবার আদালতে নেতানিয়াহুর হাজিরা দেওয়ার কথা রয়েছে। ইসরাইলি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ৩ জুন থেকে তেল আবিবের একটি আদালতে নেতানিয়াহুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, এ বিচারকাজ শেষ হতে প্রায় এক বছর লাগবে। সূত্র: সামাটিভি

কানাডার সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য

৫ পৃষ্ঠার পর

তবে কানাডা বলেছে, তারা এই করনীতি বাণিজ্য আলোচনার অংশ হিসেবেই বিবেচনা করতে চেয়েছিল।

নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কার্নি ও ট্রাম্পের মধ্যে সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে উষ্ণ হওয়ায় অনেকে আশাবাদী ছিলেন আলোচনায় অগ্রগতি হবে। কিন্তু ট্রাম্পের হঠাৎ ঘোষণা সেই আশায় ধাক্কা দিল।

বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্প এমন হুমকি মাঝেমধ্যে দিয়ে থাকেন যাতে আলোচনায় চাপ সৃষ্টি করা যায় কিংবা আলোচনার গতি বাড়ে।

গত মাসেও তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওপর শুল্ক বাড়ানোর হুমকি দিয়েছিলেন, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তা প্রত্যাহার করেন।

কানাডার চেম্বার অব কমার্সের প্রধান নির্বাহী কানডেস লেইং বলেন, "আলোচনার সময় শেষ মুহূর্তে এমন চমক আশা করাই যায়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আলোচনার পরিবেশ কিছুটা ভালো ছিল, আমরা আশা করছি ইতিবাচক অগ্রগতি হবে।"

যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে কানাডার সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। গত বছর যুক্তরাষ্ট্র কানাডা থেকে ৪০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি পণ্য আমদানি করেছে। তবে চলতি বছর ট্রাম্প নতুন করে ২৫% শুল্ক আরোপ করেন সীমান্তে মাদক পাচার নিয়ে উদ্বেগের কথা বলে।

গাড়ি, স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর নতুন শুল্ক দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক জটিল করে তুলেছে। এসব খাতে উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে পণ্য কয়েকবার করে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা সীমান্ত পার হয়, ফলে অতিরিক্ত শুল্কে সরবরাহব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে।

ব্যবসায়ী মহলের প্রবল আপত্তির মুখে ট্রাম্প পরে কিছু পণ্যের জন্য ছাড় দেন। পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে কানাডাও যুক্তরাষ্ট্রের কিছু পণ্যের ওপর শুল্ক বসিয়েছে।

২৭ জুন শুক্রবার ট্রাম্প আলোচনা বন্ধের ঘোষণা দেওয়ার পর মার্কিন শেয়ারবাজার কিছুটা পড়ে গেলেও দিন শেষে আবার ঘুরে দাঁড়ায়। এসঅ্যান্ডপি ৫০০ সূচক দিনশেষে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছায়। সূত্র: বিবিসি

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স

৪৯ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানের মূল বক্তা ছিলেন সোমা সাঈদ। নিউইয়র্ক সিটি সিভিল কোর্টের প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান বিচারক। নিজের সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে তিনি নানা কথামালায় সদ্য গ্র্যাজুয়েটদের অনুপ্রেরণা যোগান।

"হ্যাঁ, গ্রাজুয়েশন অর্জনে আপনারা সফল হয়েছেন, এখন সময় এসেছে সেই সফলতাকে পরবর্তী ধাপে নিয়ে যাওয়ার,"বললেন তিনি।

আইনের অধ্যয়ন থেকে বিচারক হয়ে ওঠার সংগ্রামময় যাত্রার নানাদিক উল্লেখ করে সোমা বলেন, "আপনার অধ্যবসায়ই আপনার পথচলাকে দৃঢ়তায় বদলে দেবে।"

বিশ্বখ্যাত দার্শনিক কবি রুমি-র একটি উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, "তুমি সম্ভাবনায় জন্ম নিয়েছো। তোমার ডানা আছে। তা ব্যবহার করা শেখো এবং ওড়ো।"

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন-এর সংগ্রাম ও সাফল্যের উদাহরণ টেনে শিক্ষার্থীদের যেকোনো চ্যালেঞ্জে অটল থাকার আহ্বান জানান সোমা সাঈদ।

ভার্জিনিয়া স্টেট সিনেটর সাদ্দাম আজলান সেলিম আত্মপ্রতিষ্ঠার পাশাপাশি কমিউনিটির উন্নয়নে ভূমিকা রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আপনি যদি একজন মানুষের জীবন বদলে দিতে পারেন, সেটিই গোটা সমাজকে ধীরে ধীরে বদলে দেবে।"

লাউডন কাউন্টির কোষাধ্যক্ষ হেনরি সি. আইকেলবার্গ শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, "নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিন, নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই গড়ুন।"

অ্যাপলায়েড রিসার্চ অ্যান্ড ফোনেটিকস এর প্রেসিডেন্ট ড. আনিস রহমান বলেন, "আপনার ডিপ্লোমাটি এক টুকরো কাগজ ছাড়া আর কিছুই নয়, যদি না আপনার সংকল্প, আত্মনিবেদন, বুদ্ধিমত্তা আর আত্মউপলব্ধি সত্যিকারের সম্পদ হয়ে ওঠে।"

ডব্লিউইউএসটি'র সিএফও ফারহানা হানিপ গ্রাজুয়েটদের আত্মবিশ্বাস ও নিজের ওপর আস্থা রাখার পরামর্শ দিয়ে বলেন, "আপনার আত্মনিয়োজনই হয়ে উঠবে আপনার পথপ্রদর্শক।"

শুধু নিজের জন্য নয়, অন্যদের জন্যও বাঁচার তাগাদা দেন ডব্লিউএসটির বোর্ড সদস্য ও ইউএসপিআইসিসি'র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সিদ্দিক শেখ।

স্কুল অফ প্রফেশনাল স্টাডিজের পরিচালক মাহদী-উজ-জামান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, নিজস্ব যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তা দিয়েই নতুন পৃথিবী ও প্রযুক্তির যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

বক্তৃতা পর্ব শেষে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকভাবে ডিপ্লোমা হস্তান্তর। স্কুল অব আইটির গ্রাজুয়েটদের হাতে ডিপ্লোমা তুলে দেন এর পরিচালক অধ্যাপক অ্যাপোস্টোলস এলিওপোলস। আর স্কুল অব বিজনেস স্টাডিজের গ্রাজুয়েটরা ডিপ্লোমা নেন এর পরিচালক ড. মার্ক রবিনসনের হাত থেকে। প্রতিটি গ্রাজুয়েট তাদের ডিপ্লোমা হাতে নিয়ে ছবি তোলার সুযোগ পান চ্যান্সেলরসহ মঞ্চে উপবিষ্ট সকলের সাথে।

সবশেষে ডব্লিউএসটি প্রেসিডেন্ট ড. হাসান কারাবার্ক ক্লাস অব ২০২৫ এর সকল গ্র্যাজুয়েটের গ্রাজুয়েশনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। গ্রাজুয়েটরা তাদের হ্যাটের টাসল ডান দিক থেকে বাম দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গ্রাজুয়েশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেন। এরপর গ্রাজুয়েশন হ্যাট উপরে ছুঁড়ে মেরে নিজেদের সাফল্যের মুহূর্ত উদযাপন করেন। ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দের মধ্য দিয়ে এক আনন্দঘন পরিবেশে শেষ হয় অনুষ্ঠান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কের রাজনীতিতে ঝড় তোলা

৫২ পৃষ্ঠার পর

লিটল বাংলাদেশ এলাকা কেনসিংটনের জনপ্রিয় কাউন্সিল মেম্বার শাহানা আরিফকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভাঙা বাংলায় ব্যাখ্যা করছেন 'র‍্যাংকড চয়েস ভোটিং' পদ্ধতিক্রমানে রাখা একটি বাঙালি মিষ্টির প্লেট দেখিয়ে।

ভিডিওর শেষে তিনি হাসতে হাসতে শাহানাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমার বাংলা ভালই, না?' ড় শাহানা একটু হেসে জবাব দেন, 'খারাপ না!'

নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসসহ বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় ভোট চাইতে গিয়ে তিনি স্থানীয় দোকানিদের সঙ্গে টুকটাক বাংলায় কথা বলেনড়া অনেক ভোটারের কাছে তার প্রতি একধরনের 'নিজের লোক' অনুভূতি এনে দিয়েছে। ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে হেভিওয়েট প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুয়োমোকে হারিয়ে মনোনয়ন নিশ্চিত করার পর, 'অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ'-এ তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন "বাংলাদেশি আন্টিদের" প্রতিড়্যারা দরজায় দরজায় গিয়ে তার হয়ে প্রচারণা চালিয়েছেন। তাহলে কি এই বাংলা-প্রীতি কেবল ভোটের জন্য? না কি এর পেছনে রয়েছে কোনো গভীর সাংস্কৃতিক শিকড়?

এর পেছনের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা সম্ভবত তার মাড়বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা মীরা নায়ার। যিনি নিজেই বেড়ে উঠেছেন বাঙালি অধ্যুষিত ভারতের ওড়িশার রাউরকেল্লা ও ভুবনেশ্বরে। তার গান শেখার শিক্ষক ছিলেন এক বাঙালিড়আর বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে তার আত্মিক সংযোগ বহু সাক্ষাৎকারেই তিনি অকপটে বলেছেন। মীরা নায়ারের সবচেয়ে আলোচিত সিনেমাগুলোর একটি 'দ্য নেমসেক', পুলিৎজার জয়ী লেখিকা ঝুম্পা লাহিড়ীর উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিতড়এক অভিবাসী বাঙালি দম্পতি ও তাদের 'এবিসিডি (আমেরিকান বর্ন কনফিউজড দেশি) সন্তানের আত্মপরিচয়ের টানাপড়েন নিয়ে তৈরি। এই ছবিটি তিনি বানাতে রাজি হয়েছিলেন নিজের ছেলে, তখনকার ১৪ বছরের জোহরানের কথায়। হ্যারি পটার সিরিজের পঞ্চম ছবি পরিচালনার লোভনীয় প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে তিনি 'নেমসেক' বেছে নেনড়শুধু ছেলের কথায়। জোহরান মামদানির জন্ম আফ্রিকায় হলেও তিনি পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হন। তার বাবা মাহমুদ মামদানি একজন উগান্ডা প্রবাসী ভারতীয় বংশোদ্ভূত লেখক ও অধ্যাপক, তবে বাঙালি সংস্কৃতির ছোঁয়া তার জীবনে এসেছে একান্তই মায়ের হাত ধরে।

নিজের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে মামদানি আজ প্রমাণ করেছেনড় এবিসিডি (আমেরিকান বর্ন কনফিউজড দেশি)' প্রজন্ম হলেও তার ভেতর সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি নেই। বরং দক্ষিণ এশীয় শিকড়কে ঘিরে তিনি গড়ে তুলেছেন এক সাহসী ও সুস্পষ্ট রাজনৈতিক পরিচয়। তার প্রচারণার ভিডিওগুলোর মধ্যে আছে বাংলা, হিন্দি, উর্দু ভাষার সংস্করণ, এমনকি কয়েকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে বিখ্যাত বলিউড সিনেমা 'দিওয়ার'-এর সুর। যেন প্রতীকীভাবে তিনি বলেই চলেছেনড় 'আমার সঙ্গে আমার মা আছেন!' এই মা, যিনি 'সালাম বোম্বে', 'মনসুন ওয়েডিং', 'মিসিসিপি মসালা' বানিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতীয় সিনেমার গর্ব হয়ে উঠেছেন। আর 'নেমসেক' দিয়ে বাঙালির হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। জোহরান মামদানি আজ শুধু নিউ ইয়র্কের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় তরুণ নেতা নন—তিনি মায়ের ঐতিহ্য, শিকড় ও সংস্কৃতিরও উত্তরাধিকার। বাংলা তার কাছে শুধু ভোট কৌশল নয়, এক আত্মিক পরিচয়ের অংশ। সূত্র : বিবিসি

জোহরান মামদানি 'পাগল কমিউনিস্ট',

৫২ পৃষ্ঠার পর

রীতিমতো ইতিহাস গড়েছেন। তবে তার জয়ের ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মামদানিকে 'শতভাগ পাগল কমিউনিস্ট' বলে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তিনি।

নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, 'জোহরান মামদানি শতভাগ পাগল কমিউনিস্ট, ডেমোক্রেটিক দলের প্রাইমারি জিতে এখন তিনি মেয়র হওয়ার পথে। এর আগেও আমরা উগ্র বামপন্থিদের দেখেছি, তবে এটা রীতিমতো হাস্যকর হয়ে উঠেছে। তিনি দেখতে ভয়ংকর, বিরক্তিকর কণ্ঠ, তার বুদ্ধিসুদ্ধিও খুব একটা নেই।'

আরেক পোস্টে ট্রাম্প জোহরানকে সমর্থন দেওয়া কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট সদস্যদের নিয়েও উপহাস করেন। বিশেষ করে তিনি প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্তেজকে নিয়ে উপহাস করেছেন। এ ছাড়া ট্রাম্প সিনেটে সংখ্যালঘু নেতা চাক শুমারকে 'আমাদের মহান ফিলিস্তিনি সিনেটর' বলে উল্লেখ করেন এবং দাবি করেন, 'কান্নাকাটি করা চাক শুমার জোহরানের পেছনে ঘুরঘুর করছেন।'

৩৩ বছর বয়সি মামদানি বর্তমানে নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিতে অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩৬-এর তিন মেয়াদের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মেয়র পদে নির্বাচিত হলে তিনি শহরে বিনা ভাড়ায় বাসে চলাচল, অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া বৃদ্ধির ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং সিটি করপোরেশনের নিজস্ব মুদিদোকান চালু করার ঘোষণা দিয়েছেন।

গাজা যুদ্ধ ইস্যু মামদানির নির্বাচনি প্রচারের অন্যতম কেন্দ্রে ছিল। তিনি গত অক্টোবরে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'ইসরাইল গণহত্যা চালাচ্ছে।' তিনি বিডিএস (বয়কট, বিনিয়োগ প্রত্যাহার, নিষেধাজ্ঞা) আন্দোলনেরও একজন দৃঢ় সমর্থক।

ডিসেম্বরে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নিউইয়র্কে আসলে আমি তাকে গ্রেফতার করব।'

বিরোধীদের নিষিদ্ধ করা বাংলাদেশের

৫২ পৃষ্ঠার পর

একটা কাজ তুলে দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘদিনের অপশাসনে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে পড়া, দুর্নীতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে যাওয়া এবং সরকারবিরোধীদের আইন বহির্ভূতভাবে মারধর করার ঘটনা ছিল সাবেক সরকারের আমলের প্রায় নিয়মিত ঘটনা। অর্থনীতি কিছুদিন অসাধারণ অগ্রগতি দেখালেও তা একসময় তাল হারিয়ে ফেলে। পরিস্থিতি এতটাই নাজুক হয়ে পড়ে যে, দেশের এক-পঞ্চমাংশ তরুণ বেকার হয়ে পড়ে।

এই প্রেক্ষাপটে ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার কিছু অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজনের ইঙ্গিত দিয়েছেন তারা। মন্দার মধ্যে অর্থনীতি স্থিতিশীল রেখে মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ঋণদাতারা নতুন করে ঋণ দিতে শুরু করেছে। তবে পররাষ্ট্রনীতিতে বাংলাদেশ চীনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এর মাধ্যমে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অস্ত্র কেনার ক্ষেত্রে এটি সুবিধাজনক বলে মনে করছে বর্তমান সরকার। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঝুঁকিতে পড়েছে।

অন্যদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় ভারত অসন্তুষ্ট হয়েছে। গত বছর পর্যন্ত যেটি ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, এখন সেখানে উত্তেজনা বাড়ছে। ফলস্বরূপ, ভারত একটি ট্রানজিট চুক্তি বাতিল করেছে, বাংলাদেশি অভিবাসীদের ফেরত পাঠিয়েছে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ পানি বণ্টন চুক্তি পুনরায় আলোচনার দাবি জানিয়েছে। ইকোনমিস্টের নিবন্ধে বলা হয়, ড. ইউনূসের গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে নতুন নির্বাচনের পদ্ধতিতে সম্মত করিয়ে দেশের রাজনীতি নতুন করে গড়ে তোলা। তবে এর প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। আর এই রাজনৈতিক মনোমালিন্যের রেশ গড়াচ্ছে হাঙ্গামাতে। জুনের মাঝামাঝি একদল লোক এক সাবেক নির্বাচন কমিশনারকে হেনস্তা করে যার বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের ভোট কারচুপিতে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এর আগে মে মাসে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এতে দেশে-বিদেশে সৃষ্টি হয় ব্যাপক বিতর্ক। দুর্নীতির দায়ে দলটির শীর্ষ নেতাদের বিচারের আওতায় আনা যৌক্তিক হলেও, মনে করা হচ্ছিলো দলটির সাধারণ সদস্যরা নিজেদের পুনর্গঠনের সুযোগ পাবে। এই নিষেধাজ্ঞা একটি বিতর্কিত সন্ত্রাসবিরোধী আইন সংশোধনের মাধ্যমে চালু করা হয়েছে, যা আইনি ও নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ।

মঞ্চস্থ হলো ড্রামা সার্কল নিউইয়র্ক-এর নাটক “পাখি”

পরিচয় ডেস্ক: গত ২২ জুন, রবিবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্টস অ্যান্ড লার্নিং-এর ব্ল্যাক বক্স থিয়েটারে ড্রামা সার্কল নিউইয়র্ক মঞ্চস্থ করেছে মনোজ মিত্রের রচনা ও দীর্ঘ চার মাসের প্রস্তুতির পর জহির মাহমুদের নির্দেশনায় ৪৬ মিনিটের নাটক “পাখি”।

“পাখি” কেবল একটি নাটক নয়ড়এটি যেন এক জীবনভাষ্য। প্রতিটি দৃশ্য, সংলাপ ও চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজের নীরব বেদনা, নিঃশব্দ কান্না, ক্ষয়ে যাওয়া স্বপ্ন এবং টিকে থাকার এক অসম লড়াই। নাটকটির কাহিনী, সংলাপ, দৃশ্য পরিকল্পনা ও চরিত্রচিত্রণে ছিল এক অনন্য শিল্পসুষমা ও পরিমিত নান্দনিকতা। এক ছাপোষা চাকুরিজীবীর মনের ক্ষরণ, জীবনের ভারে ক্লান্ত এক নারীর নিঃশব্দ হতাশা, অর্থনৈতিক বৈষম্যের নির্মম ছায়া, আর এক মায়ের বেদনাড় এসব মিলিয়ে নাটকটি গড়ে তুলেছে এক অন্তরঙ্গ, অন্তরস্পর্শী আবহ, যা দর্শকদের মননে প্রভাব ফেলে ।এইসব জীবনঘনিষ্ঠ অনুভবের মধ্য দিয়ে নাটকটি ধীরে ধীরে গড়ে তোলে এক অন্তরস্পর্শী বয়ান।

হল ভর্তি দর্শকদের উপস্থিতিতে ড্রামা সার্কল এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ঠিক সন্ধ□্যা সাতটায় শুরু হয় একঘন্টার এই নাটকটি ।পিন পতন নীরবতায় পুরো নাটকটি উপভোগ করেছেন দর্শকরা।

নাটকে নিতিশ চরিত্রে অভিনয় করেছেন আবীর আলমগীর ও শ্যামা চরিত্রে কান্তা আলমগীর- এই দুটি চরিত্র দারিদ্র্যের বাস্তবতায় আবদ্ধ হলেও তাদের অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ব, আবেগ ও বেদনার বহিঃপ্রকাশ নাটকে এক অনন্য মাত্রা যুক্ত করেছে। চরিত্র দুটি পরস্পরের প্রতি অগাধ আস্থা ও নির্ভরতায় জড়ানো আন্তরিক সম্পর্কের টান, নিঃশব্দ রোমান্স ও আবেগের পরিমিতির প্রকাশ তারা যথার্থই করতে পেরেছেন নাটকে, যা দর্শকদের গভীরভাবে স্পর্শ করেছে।

গোপালের চরিত্রে চন্দন চৌধুরী ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত, সংলাপ প্রক্ষেপণের সূক্ষ্মতায় তিনি চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। আইনজীবী মিস চৈতালী চ□্যাটার্জীর সংক্ষিপ্ত ভুমিকায় জাফরিন আবেদীন ছিলেন সাবলীল। একজন আইনজীবীর স্বভাবজাত দৃঢ়তার প্রকাশ তিনি দক্ষতার সাথেই মঞ্চে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

অভিনেতা-দর্শকের মাঝে এক সেতুবন্ধ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন নির্দেশক জহির মাহমুদ। তাঁর নির্দেশনায় ছিল নিপুণতা, দৃশ্যের পর দৃশ্যে গল্প বলার এক সহজ অথচ গভীর ধারাড়্যা দর্শকদের মনে দাগ কেটে যায়। জটিলতা নয়, বরং সরলতার মোড়কে তিনি যে গল্পটি উপস্থাপন করেছেন, তা নাটকের প্রাণ হয়ে উঠেছে। তাঁর নির্দেশনায় যেন দৃশ্য ও অনুভব একসাথে মিশে গেছে।

তবে নাটকে আবহ সঙ্গীতের ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত। কিছু কিছু দৃশ্যের পটপরিবর্তনে আবহ সঙ্গীতের সংযুক্তি দর্শকদের মনে আরো দাগ কাটার উপলক্ষ হতে পারতো।

নাটকটি প্রযোজনার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ড্রামা সার্কল এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নার্গিস আহমেদ, প্রযোজনা অধিকর্তা রিপা আহমেদ, মঞ্চ ব□্যবস্থাপনা এস কে বুখারি ও মিল্টন আহমেদ, আবহ সংগীত ফারহানা তুলি, আলোক পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ আবু সুফিয়ান বিপ্লব ।সঞ্চালনায় ছিলেন আদিবা জহির, বক্স অফিস নিয়ন্ত্রন করেছেন অমিতা ইসলাম, ভিডিও চিত্রধারন তানভির আজহার সুকি। মিলনায়তন ব□্যবস্থাপনায় ছিলেন মোহাম্মদ মোহসিন, লুৎফর রহমান, শারমিন মোহসিন, আলেয়া ফেরদৌসী, শাহ আলম, রুকসান আরা, লেমন চৌধুরী, শায়লা আজিম, রুমি মুস্তাফা, সুদান শেখ, শাহনাজ পারভিন রিতা, আকাশ আহসান, লিলি ইসলাম, নিশাত খাজা, জুয়েল খাজা, ফারজানা মম সুলতানা ও জায়ান।

নার্গিস আহমেদ তার বক্তব্যে নিউ ইয়র্কে নাটক পরিবেশনায় সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন জন্মলগ্ন থেকেই ডামা সার্কল এর লক্ষ্য ছিল সুস্থ দারার নাটক পরিবেশনা ও নির্দিষ্ট সময়ে নাটক শুরু করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা । আজও আমরা সাতটার ট্রেন নয়টায় ছাড়ি নাই। সাতটার ট্রেন ঠিক সাতটাতেই ছেড়েছি, অর্থাৎ ঠিক সাতটাতেই নাটক শুরু করেছি। নিউইয়র্কের বাঙালি সংস্কৃতির জগতে ‘ড্রামা সার্কল’ একটি গর্বিত নাম। নাটক সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার - এই প্রত্যয়ে ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরবর্তী এক দশকে তারা পরপর ২৩টি পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। তাদের প্রতিটি প্রযোজনা ছিল সৃজনশীলতার অনন্য প্রকাশ ।সে ছিলো এক উজ্জ্বল অধ্যায় ।বেশ কয়েক বছর পর আবারো পূর্ণাঙ্গ নাটক নিয়ে মঞ্চে ফিরেছে ড্রামা সার্কল ।নতুন প্রযোজনা, নতুন উৎসাহ, কিন্তু সেই একই অটুট প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবারো মঞ্চে সরব উপস্থিতি ।এই প্রত্যাবর্তন শুধু একটি নাট্য প্রযোজনা নয়, এটি ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব ।

বিশ্ব শান্তি সূচকে ৩৩ ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ

৫ পৃষ্ঠার পর

বৈশ্বিক শান্তির গড় স্তর শূন্য দশমিক ৩৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অস্ট্রেলিয়ানভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠানটি সতর্ক করেছে, বিশ্ব দিন দিন কম শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে শান্তির এমন অবনতি আর দেখা যায়নি। গত ১৭ বছরে গড় দেশভিত্তিক শান্তি সূচক ৫ দশমিক ৪ শতাংশ কমে গেছে, যা ২০০৮ সাল থেকে বৈশ্বিক শান্তির ধারাবাহিক পতনের ইঙ্গিত দেয়। তবে চলতি বছরে ৭৪টি দেশের শান্তি সূচকে উন্নতি দেখা গেছে, যা কিছুটা আশাব্যঞ্জক। ২০২৫ সালের গ্লোবাল পিস ইনডেক্সে শান্তিপূর্ণতার সবচেয়ে বেশি অবনতি হয়েছে বাংলাদেশের। ৩৩ ধাপ নিচে গিয়ে ১২৩তম অবস্থানে অবস্থান করছে, যা এই সূচকের শুরু থেকে সর্বনিম্ন র্যাং কিং। ২০২৩ সালে কিছুটা উন্নতি হলেও ২০২৪ সালে বাংলাদেশের সামগ্রিক স্কোর ১৩ দশমিক ২ শতাংশ কমেছে। শান্তিপূর্ণতার পতনের প্রধান কারণ ছিল ব্যাপক নাগরিক অসন্তোষ, যা পরবর্তীতে সরকারি কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রাণঘাতী সহিংসতায় রূপ নেয়। ২০২৪ সালের আগস্টে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসন শেষ করার দাবিতে আন্দোলনের মধ্যে তিনি পদত্যাগ করেন এবং দেশত্যাগ করেন। একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়, তবে বিরোধী গোষ্ঠী, ছাত্র আন্দোলন ও সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে ক্ষমতার পরিবর্তন এখনও অনিশ্চিত। আইইপি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে, বাংলাদেশের ছাত্রদের ব্যাপক বিক্ষোভ এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা যায়। সরকার কঠোরভাবে নিরাপত্তা বাহিনী ও সম্পর্কিত গ্রুপের মাধ্যমে কঠোর ব্যবস্থা নেয়, এসময় ব্যাপক সহিংসতা এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও জোরপূর্বক নিখোঁজের অভিযোগের জন্ম দেয়। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই সংঘাতকালে মৃতের সংখ্যা ১ হাজার। তবে জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা বলছে, এই সংখ্যা এক হাজার ৪০০ জন।

বৈশ্বিক শান্তি সূচকে শীর্ষ ও সর্বনিম্ন

আইসল্যান্ড টানা ২০০৮ সাল থেকে বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশের মর্যাদা ধরে রেখেছে। সূচকের শীর্ষে থাকা ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, স্লোভেনিয়া ও ফিনল্যান্ড। অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চল টানা দশম বছরের মতো সবচেয়ে কম শান্তিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সবচেয়ে কম শান্তিপূর্ণ পাঁচ দেশ হলো- সুদান, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গো, দক্ষিণ সুদান, ইয়েমেন ও আফগানিস্তান। বাংলাদেশ ছাড়াও শান্তি সূচকে সবচেয়ে বেশি পেছানো দেশগুলো হলো ইউক্রেন, রাশিয়া, মিয়ানমার ও কঙ্গো।

বাংলাদেশের জন্য আইএমএফের ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন

৫ পৃষ্ঠার পর

বলেন, আমরা আইএমএফের ঋণ ছাড়ের তথ্য পেয়েছি। তাদের চুক্তি অনুযায়ী ১ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ডলার ছাড় করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে এই সিদ্ধান্ত নেয় বোর্ড। তিনি জানান, বৈঠক শেষে আইএমএফ তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক ই-মেইল পাঠাবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বলেন, আইএমএফ থেকে অর্থ ছাড় নিশ্চিত করতে কিছু সময় লাগে। আগামীকাল এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে। এ অর্থ ছাড়ের ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়বে। মুখপাত্রের দপ্তর জানায়, সোমবার মোট রিজার্ভ ছিল ২৬ দশমিক ৮৩ বিলিয়ন ডলার, যা বিপিএম ৬ অনুযায়ী ছিল ২১ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন ডলার। এখন নতুন ঋণ যোগ হলে রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়াবে ২৮ দশমিক ১৩ বিলিয়ন ডলার। জানা গেছে, জুন মাসের জন্য নিট আন্তর্জাতিক রিজার্ভ (ঘওজ) লক্ষ্যমাত্রা আইএমএফ নির্ধারণ করেছিল ২০ দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলার। তবে সেটি অর্জন কঠিন বিবেচনায় সরকার গত ১২ মে লক্ষ্যমান পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয় এবং ১৮ বিলিয়ন ডলারের নিচে রাখার অনুমতি পায়। বর্তমানে এনআইআর হিসেবে রিজার্ভ রয়েছে প্রায় ১৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। আইএমএফের ঋণের অর্থ যোগ হলে ব্যয়যোগ্য রিজার্ভ দাঁড়াবে সাড়ে ১৮ বিলিয়ন ডলারের মতো। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এটি রিভাইজড লক্ষ্য পূরণ করছে।

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
IRS e-file
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
☑ কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
☑ নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
☑ উচ্চ আয়ের সুযোগ
☑ কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

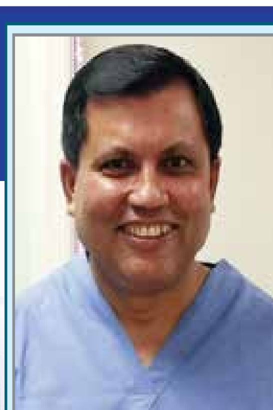

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

সোনালী ব্যাংক'র এমডি মো: শওকত আলী খাঁনের যুক্তরাষ্ট্র সফর

পরিচয় ডেস্ক : সোনালী ব্যাংক পিএলসি, বাংলাদেশ'র ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইউএসএ ইনক'র পরিচালনা পর্ষদের ডাইরেক্টর মো: শওকত আলী খাঁন সোনালী এক্সচেঞ্জ'র কার্যক্রম পরিদর্শনে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফর করে ঢাকায় ফিরে গেছেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের সর্ববৃহৎ বানিজ্যিক ব্যাংক'র ম্যানেজিং ডাইরেক্টর গত ১৩ জুন নিউইয়র্কে আগমন করেন। জেএফকে এয়ারপোর্টে তাকে অভ্যর্থনা জানান সোনালী এক্সচেঞ্জ ইউএসএ'র প্রেসিডেন্ট ও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মোহাম্মদ মহসিন কবীর ও কোম্পানী সেক্রেটারি মো: সাদাত হোসেন।

নিউইয়র্কে এসে কর্মব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন শওকত আলী খান। তিনি ১৪ জুন এস্টোরিয়ার লং আইল্যান্ড সিটিতে অবস্থিত সোনালী এক্সচেঞ্জ'র প্রধান কার্যালয়ে কোম্পানীর ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও ১৩৫তম বোর্ড অব ডাইরেক্টরস'র সভায় অংশগ্রহণ করে কোম্পানীর ব্যবসা সম্প্রসারণে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

গত ১৬ জুন তিনি জর্জিয়ায় সোনালী এক্সচেঞ্জ'র আটলান্টা বুথ এবং ১৭ জুন নিউজার্সির প্যাটারসন বুথের গ্রাহক ও বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময়ে যোগ দেন। এসব সমাবেশে তিনি সোনালী এক্সচেঞ্জ'র রেমিট্যান্স ব্যবসা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহযোগিতা কামনা ছাড়াও রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের পরামর্শ কামনা করেন।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শওকত খাঁন সোনালী এক্সচেঞ্জ এর শাখা ও বুথগুলোতে না গিয়েই সোনালী এক্সচেঞ্জ মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে ঘরে বসেই যেকোনো মুহুর্তে বাংলাদেশে এ প্রিয়জনদের কাছে নিরাপদে ও দ্রুততম সময়ে রেমিট্যান্স প্রেরণ সুবিধা গ্রহণের জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের অবদানের প্রশংসা করে এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সবাইকে অনুরোধ করেন।

গত ১৮ জুন তিনি নিউইয়র্কে সোনালী এক্সচেঞ্জ এর জ্যাকসন হাইটস এবং জ্যামাইকা শাখা পরিদর্শন এবং উভয় শাখায় উপস্থিত রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। শাখাসমুহের সার্বিক ব্যবসা উন্নয়নের জন্য তিনি ম্যানেজারসহ শাখার কর্মকর্তাদের দিকনির্দেশনা প্রদান এবং উন্নত গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গত ১৮ জুন তিনি নিউইয়র্ক থেকে বাংলাদেশে ফিরে গেছেন। সোনালী এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তাবৃন্দ জেএফকে এয়ারপোর্টে তাকে বিদায় জানান।

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনের প্রাইমারীতে

৪৭ পৃষ্ঠার পর

তার বক্তব্যে বারবার উঠে এসেছে, জায়নবাদের সমালোচনা মানেই ইহুদিবিদ্বেষ নয়।

নির্বাচনী প্রচারে এ বিষয়গুলো একটি স্পষ্ট বিভাজনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে শেষ সময়ে যখন একটি পডকাস্টে তিনি "গ্লোবালাইজ দ্য ইনতিফাদাচ স্লোগান সম্পর্কে সরাসরি কোনো আপত্তি জানাননি বা একে অস্বস্তিকর বলেননি। এই স্লোগানটিকে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে দেখা হলেও অনেক ইহুদি ভোটার একে সহিংসতার ডাক বলে বিবেচনা করেন।

এই বিতর্ক সত্ত্বেও মামদানির সমর্থন বেড়েছে মূলত শ্রমজীবী, অভিবাসী এবং তরুণ ভোটারদের কাছ থেকে, যারা নিউ ইয়র্ক সিটির সামাজিক ন্যায় ও ব্যবহুল জীবনব্যবস্থার জন্য পরিবর্তন চায়।

নিউ ইয়র্ক এখন তাকিয়ে আছে সম্ভাব্য এক ইতিহাসের দিকে, যেখানে একজন তরুণ মুসলিম, অভিবাসীবংশোদ্ভূত রাজনীতিক, দেশের অন্যতম শহরের নেতৃত্বে আসতে পারেন।

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের জনপ্রিয় এইচডি টিভি চ্যানেল ৭১ টিভির ১৩তম প্রতিষ্টাবার্ষিকী পালিত

পরিচয় ডেস্ক :বাংলাদেশের জনপ্রিয় এইচডি টিভি চ্যানেল ৭১ টিভির ১৩তম প্রতিষ্টাবার্ষিকী পালিত হয়েছে নিউ ইয়র্কে। গত ২১ জুন শনিবার রাতে জ্যাকসন হাইটস এর ইটজি চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ৭১ টিভির যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বপাপ্ত বিশিষ্ট রিয়েলটর জাকির এইচ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও মোতাহার হোসেনের

সঞ্চালনায় ৭১টিভির সুন্দর পথচলায় শুভকামনা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান মিজান, নাসিম আহমেদ, সাইফুর খান হারুন, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাভিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সোহেল হোসেন, আল মামুন সবুজ, মাকসুদ এইচ চৌধুরী প্রমুখ। সভাপতির ভাষণে বিশিষ্ট রিয়েলটর জাকির এইচ চৌধুরী বলেন, ৭১ টিভির নামটির সাথে বাংলাদেশের গৌরবমরয় স্বাধীনতার ইতিহাস সংযুক্ত। আর বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে জড়িত রয়েছে স্বাধীনতার মহান ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নাম। যদিও জন্মলগ্ন থেকে ৭১ টিভি বাংলাদেশে স্বৈরশাসনের থাবায়

ভুলপথে পরিচালিত হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে তা সঠিক ও কাঙ্খিত ধারায় পরচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে এক ঝাঁক উদ্যমী সংবাদকর্মী ও সহযোগীবৃন্দ। বস্তুনিষ্ঠ ও দায়িত্বসচেতন সাংবাদিকতা হচ্ছে ৭১ টিভির পাথেয়। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ৭১টিভির প্রতি শুভকামনা ব্যক্ত করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। উপস্থিত সকলকে নিয়ে ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটার পর নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। সকল ছবি পরচয় এর নিজস্ব ।

উৎসবমুখর পরিবেশে ব্রুকলীনে সিএমবিবিএ'র পথমেলা অনুষ্ঠিত

৫২ পৃষ্ঠার পর

মেলার আয়োজন করা হয়। এবারের মেলা ছিলো সিএমবিবিএ'র ১৫তম পথমেলা। মেলার মূল কার্যক্রম চলে বেলা ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলে পর্যন্ত। মেলায় রাস্তার দুইপাশে বসেছিলো বিভিন্ন স্টল আর বাহারী পণ্যের সমাহার। এছাড়াও ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলায় ছিলো সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষের ঢল। তবে মেলার মূল মঞ্চে বক্তৃতাবাজী আর ঢালাও অ্যাওয়ার্ড প্রদানের বিষয়টি কমিউনিটিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিলো লক্ষনীয়। 'লিটল বাংলাদেশ' খ্যাত ব্রুকলীনে আয়োজিত এবারের পথমেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট লেখক, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক শামসুদ্দিন আজাদ। তিনি ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন। এসময় মেলা কমিটির কর্মকর্তা সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মেলায় বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটির ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারীতে মেয়র পদপ্রার্থী ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জোহরান মামদানী (মঙ্গলবারের নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হন) এবং সিটি কাউন্সিলওমেন শাহানা হানিফ। মেলায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ, এটর্নী পেরী ডি সিলভার, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, সংগঠনের সাবেক সভাপতি আব্দুর রব চৌধুরী, চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ফজলুল হক, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নূরুল আজিম, আবুল হাসনাত, লিয়াকত আলী, মহিউদ্দীন, শাইমন, আনোয়ারুল আজিম, এসএম ফেরদাউস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মেলার অনুষ্ঠান মঞ্চে শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ড চেয়ারম্যান লায়ন শাহ নেওয়াজকে বিশেষভাবে ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিনন্দিত করা হয়। সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগরকে প্রদান করা হয় নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামসের বিশেষ রিকগনেশন। এছাড়াও মেলায় দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে স্রোতের বিপরীতে পথচলার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয় ৪৭১ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউতে প্রতিষ্ঠিত নাজমা ট্রাভেল-এর কর্ণধার রোকেয়া বেগম-কে। পাশাপাশি কমিউনিটি সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য আব্দুল কাদের মিয়া, জাফর উল্লাহ, নূরুল আজীম, ফিরোজ আহমেদ প্রমুখকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

মেলায় অতিথি ছাড়াও সিএমবিবিএ'র সভাপতি রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী, মেলা কমিটির আহবায়ক মামুনুর রশীদ, সদস্য সচিব আনোয়ারুল আজীম, প্রধান সমন্বয়কারী আবুল হাসান মহিউদ্দিন বক্তব্য রাখেন। রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীদের মনের খোরাক ও আনন্দ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই পথমেলার আয়োজন। তিনি আগামী দিনে আরো বড় ও আকর্ষণীয়ভাবে মেলা আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দেন। মেলার সাংস্কৃতিক পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শাহ মাহবুব, নিলীমা শশী, কামরুজ্জামান বকুল, নাজু আখন্দ, অনিক রাজ প্রমুখ। পথমেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্রতিটি ৫ ডলার মূল্যের র্যাফেল ড্র। প্রথম পুরস্কার ছিল একটি নতুন টয়োটা গাড়ি। যা স্পন্সর করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল কাদের মিয়া। আরো ছিলো স্বর্নের চেইন, লকেড, এলডি টিভি, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন প্রভৃতি। র্যাফেল ড্র শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। মেলার কর্মকান্ড উপস্থাপনায় ছিলেন আশরাফুল হাসান বুলবুল ও শারমীনা সিরাজ সোনিয়া।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটির ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারী নির্বাচনের একদিন আগে আয়োজিত সিএমবিবিএ'র পথমেলা 'নির্বাচনী প্রচারণা'র মেলায় পরিণত হয়। বিশেষ করে মেলায় মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানীর যোগদান আর ব্রুকলীনের সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট ৩৯ আসন থেকে শাহানা হানিফ পুনরায় একই পদে প্রার্থী হওয়ায় মেলায় জমজমাট হয়ে উঠে নির্বাচনী প্রচারণা। মামদানীকে নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীরা 'বাংলাদেশী স্টাইলে' রাজপথ দখল করে মিছিল করে শ্লোগান দেয়। এছাড়াও অধিকাংশ বক্তা তাদের বক্তব্যে মামদানী ও শাহানার পক্ষে ভোট কামনা করেন। খবর ইউএনএ'র।

নিউ ইয়র্কে ইতিহাস রচনা করলেন জোহরান মামদানি

নজরুল ইসলাম মিন্টো: আজকের এই ভোরটা আর পাঁচটা ভোরের মতো নয়। নিউ ইয়র্কের আকাশে সূর্য ওঠার আগে এক নতুন ইতিহাস লিখা হলো শহরের বুকে। গতকাল (২৪ জুন) রাত ১১টার দিকে ঘোষণা এলো জোহরান মামদানি নিউ ইয়র্ক সিটির ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে ৫৮.৩% ভোট পেয়ে মেয়র পদে মনোনীত হয়েছেন। ৩৩ বছর বয়সী এই সমাজতান্ত্রিক প্রার্থীর বিজয় কেবল রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, মুসলিম ও দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের জন্য এক যুগান্তকারী মাইলফলক। জোহরান মামদানি নিউ ইয়র্ক রাজ্যের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এমন এক প্রার্থী, যিনি প্রগতিশীল রাজনীতির ব্যানার উড়িয়ে পৌঁছে গেলেন শহরের সর্বোচ্চ নির্বাহী পদের দোরগোড়ায়।

বিজয় উদযাপন হচ্ছিল কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসে, রুজভেল্ট অ্যাভিনিউর এক হলঘরে। রঙিন আলো, পতাকার ছায়া, প্রগতিশীল স্লোগান আর চোখে জলমিশ্রিত আনন্দ সবকিছু মিলিয়ে মনে হচ্ছিল, যেন শতাব্দীর অপেক্ষার অবসান ঘটল।

যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিতে অভিবাসী সম্প্রদায়ের দৃশ্যমান উপস্থিতি এক সময় ছিল বিরল। বিশেষ করে মুসলিম, দক্ষিণ এশীয় ও আফ্রিকান বংশোদ্ভূতদের জন্য নেতৃত্বের আসনে পৌঁছানো ছিল প্রায় অসম্ভবের সমান। দীর্ঘদিন ধরে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে এদের অংশগ্রহণ অবহেলিত ছিল, আর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে তারা ছিলেন উপেক্ষিত।

কিন্তু সাম্প্রতিক দশকে পরিবর্তনের যে ধারা সূচিত হয়েছে, বৈচিত্র্য ও বহুত্ববাদকে কেন্দ্র করে, তা এক নতুন যুগের ইঙ্গিত দেয়। ২০২১ সালে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শাহানা হানিফ প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়ে সেই পরিবর্তনের এক দীপ্ত সূচনা ঘটান। আর ২০২৫ সালের নির্বাচনে জোহরান মামদানির বিজয়ের মধ্য দিয়ে সেই ধারাই যেন পূর্ণতা পেল একটি বহুস্বরের, বহুজাতিক ভবিষ্যতের নিউ ইয়র্কের প্রতিচ্ছবি হিসেবে।

জোহরান মামদানি। উগান্ডায় জন্মগ্রহণকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক মুসলিম। বেড়ে ওঠা নিউ ইয়র্কে। তার মা মিরা নায়ার একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মাতা (ÔSalaam BombayÕ, ÔMonsoon Wedding'), আর বাবা মাহমুদ মামদানি একজন বিশ্ববরেণ্য অধ্যাপক ও চিন্তাবিদ।

তিনি অ্যামহার্স্ট কলেজে ইতিহাস পড়েছেন। ২০২০ সালে তিনি নিউ ইয়র্ক রাজ্যের অ্যাসেম্বলি সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। সেই সময়েই তিনি জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত হয়ে ওঠেন একজন সমাজতান্ত্রিক, মুসলিম ও স্পষ্টভাষী আইনপ্রণেতা হিসেবে।

এই বছরের ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারি ছিল একটি অভূতপূর্ব রাজনৈতিক নাটকের নাম। বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামসের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি, নিউ ইয়র্কে গাজা যুদ্ধ, আবাসন সংকট, পুলিশি বর্বরতা এবং শ্রমিক অধিকার ইস্যুতে নগরবাসীর মধ্যে এক অদৃশ্য ক্ষোভ জমছিল।

জোহরান সেই ক্ষোভের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেন। তাঁর প্রচারাভিযানে ছিল ভিন্ন এক জাদু। তিনি গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবি তোলেন, ঘণচউ-এর বাজেট কমানোর আহ্বান জানান, এবং সবার জন্য হাউজিং, সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবার স্বপ্ন দেখান।

২০২৫ সালের প্রাইমারিতে নিউ ইয়র্ক শহরের মুসলিম ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল নজিরবিহীন। বিশেষ করে কুইন্স, ব্রুকলিন ও ব্রঙ্কসের বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, আরব ও আফ্রিকান বংশোদ্ভূত ভোটারদের অভূতপূর্ব উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়।

জোহরানের বক্তৃতায় বারবার উচ্চারিত হয়েছে: "আমি কেবল মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করি না, আমি সেই সকল মানুষের পক্ষে লড়ছি, যাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে।"

এই বক্তব্যেই মিলেছে এক দুর্দমনীয় শক্তি। অভিবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, ব্রুকলিনের কেনসিংটন, পার্কচেস্টারে দেখা যায় রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার, হাতে হাতে লিফলেট, সামাজিক মাধ্যমে বর্ণাঢ্য ক্যাম্পেইন। মামদানির প্রচারণা ছিল অন্যরকম। না ছিল কর্পোরেট অর্থ, না ছিল বিলবোর্ডের বাহার। ছিল পায়ে হেঁটে ভোটারের দরজায় কড়া নাড়া, ছিল রমজান মাসে বিভিন্ন সংগঠনের আয়োজনে ইফতারে অংশগ্রহণ, ঈদের নামাজের মাঠে শুভেচ্ছা বিনিময়; আর অংশগ্রহণ করেছেন হাই স্কুলের অডিটোরিয়ামে বিতর্ক সভায়।

তিনি কখনো বলেননি- "আমি তোমাদের হয়ে কাজ করবচ। তিনি বলেছেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ করব"। এই একাত্মতা নির্মাণই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় জয়।

নির্বাচনের সবচেয়ে বিতর্কিত এবং সাহসী অংশ ছিল মামদানির ইসরায়েল-ফিলিস্তিন নিয়ে অবস্থান। তিনি স্পষ্ট বলেন, "গাজায় যা ঘটছে, তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। আমাদের করের টাকায় যেন আর বোমা না পড়ে শিশুদের মাথায়; এই দাবি করা সন্ত্রাসবাদ নয়, মানবতা।চ

এই বক্তব্য তাঁকে অনেক সমালোচনার মুখে ফেলেছিল। বিভিন্ন প্রো-ইসরায়েলি চঅঈ তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়েছিল, মেইলিং চালিয়েছিল, এমনকি ঘণচউ ইউনিয়নের একটি অংশ তাঁর প্রচারের বিরুদ্ধে খোলাখুলি কাজ করেছিল।

কিন্তু এই চাপকে জোহরান পরিণত করে ফেলেন প্রতিরোধে। তিনি বলেন, "আমাকে ধর্ম, গায়ের রং বা জাত দিয়ে নয়, আমার অবস্থান বিচার করুন ন্যায়বিচারের মানদণ্ডে।"

নির্বাচনের ফল ঘোষণার রাতটি ছিল যেন এক আবেগময় গণজাগরণের মুহূর্ত। ২৪ জুন ২০২৫। রাত ১০টা ৪৭ মিনিট। নিউ ইয়র্ক সিটির রাজনৈতিক ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে যায় এক নতুন অধ্যায়। তখনই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা আসে: জোহরান মামদানি ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে মেয়র পদে ৫৮.৩% ভোট পেয়ে মনোনীত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, অ্যান্ড্রু কুওমো যিনি নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের প্রাক্তন গভর্নর তিনি পেয়েছেন ৩৪.৭% ভোট, আর অন্যান্য প্রার্থীরা মিলেছেন মাত্র ৭%।

এই ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কুইন্স, অ্যাস্টোরিয়া, জ্যামাইকা, ব্রুকলিনের কেনসিংটন, পার্কচেস্টার, ব্রঙ্কসের বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে যেন উৎসবের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। জ্যাকসন হাইটসের রাস্তায় দেখা যায় উচ্ছ্বসিত মানুষের ভিড়। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে "মামদানি জিতেছে" এই বার্তা, আর তার সঙ্গে হাসি, অশ্রু, বিস্ময় আর গর্ব মিশ্র এক অনুভূতির বিস্ফোরণ।

নিউ ইয়র্কের রাত্রিকালীন আকাশে আতশবাজি না থাকলেও, বাঙালি অভিবাসীদের চোখে ছিল আলোর ঝলক। কোথাও কোথাও রেস্টুরেন্টে শুরু হয়ে যায় তাৎক্ষণিক মিষ্টি বিতরণ।

বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে ছিল প্রবল উচ্ছ্বাস; তারা মামদানিকে দেখছে এক নতুন রাজনৈতিক আইকন হিসেবে, যার পরিচয় শুধুমাত্র জাত-ধর্মে নয়, বরং মূল্যবোধে গঠিত।

একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ভোটার বলছিলেন, "আমি নিউ ইয়র্কে এসেছি ৩৫ বছর আগে। আজ প্রথমবার মনে হচ্ছে, আমাদের মতো মানুষেরাও এই শহরের সিদ্ধান্তে প্রভাব রাখতে পারে।"

এই জয় ছিল কেবল একজন প্রার্থীর নয়; এটি ছিল একটি অভিবাসী জাতিসত্তার, একটি প্রজন্মের, একটি ন্যায়ভিত্তিক ভবিষ্যতের বিজয়। গণতন্ত্রের এই রাত যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল নিউ ইয়র্কের প্রতিটি অলিগলিতে-চআমরাও পারি, আমরাও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে অংশ নিতে পারি।চ

কুইন্সে মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে মামদানি পেয়েছেন ৭৫% এর বেশি ভোট। বাংলাদেশি ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল ৮৬% যা গত তিন দশকে সর্বোচ্চ।

হলঘরে দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোন হাতে মামদানি বলেন, "আজ রাত শুধু একটি জয় নয়; আজ রাত সেই ক্ষণ, যখন আমাদের গল্প নিজেই ইতিহাস হয়ে যায়।"

জোহরান মামদানি তাঁর বিজয় ভাষণে বলেন: "আমরা এমন একটি নিউ ইয়র্ক গড়ে তুলতে চাই যেখানে কেউ রাস্তায় ঘুমায় না, কেউ ডিপোর্ট হয় না শুধু জন্মের কারণে, কেউ পেট ভরে না খেয়ে থাকে না নীতির খামতির জন্য।"

তিনি আরও বলেন: "আমার দাদি বলতেন, মাটি কখনও বেছে নেয় না কারা তার উপরে হাঁটবে। ঠিক তেমনই গণতন্ত্রও বেছে নেয় না পরিচয়, চেহারা কিংবা উচ্চারণ। গণতন্ত্র শুধু দেখে, তুমি কার পক্ষে দাঁড়াও।"

এই জয় অভিবাসী বাংলাদেশিদের জন্য যেন আত্মপরিচয়ের পুনর্নির্মাণ। আজ থেকে তারা শুধু অভিবাসী নয়, তারা ক্ষমতার অংশ। বাংলাদেশি মা-বাবার সন্তানরাও এখন এই দেশের নীতিনির্ধারক হতে পারে এ বিশ্বাস নতুন প্রজন্মকে বদলে দেবে। কেউ কেউ বলছেন, "শাহানা হানিফ শুরু করেছিলেন যে অধ্যায়, মামদানি আজ তাকে পরিণতি দিলেন।"

অভিনন্দন জোহরান মামদানি! তুমি আজ প্রমাণ করেছ, অভিবাসনের গল্প কেবল কষ্ট আর সংগ্রামের নয়; এটি আশার, সম্মানের, আর নেতৃত্বে পৌঁছানোর গল্পও বটে। তুমি সেই পথ দেখালে। আজ তুমি শুধুই একজন নির্বাচিত রাজনীতিক নও, তুমি এক বিশ্বাসের প্রতীক। তোমার জয় আমাদের ভেতরকার সীমাহীন স্বপ্নকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিল। টরন্টো জুন ২৫, ২০২৫।"নজরুল ইসলাম মিন্টো কানাডা প্রবাসী সাংবাদিক ও লেখক।

জোহরানকে কেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারে উঠেপড়ে লেগেছে রিপাবলিকান শিবির

পরিচয় ডেস্ক : রিপাবলিকান দলের কয়েকজন নেতা নিউইয়র্ক নগরের ডেমোক্রেটিক দলের মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানির মার্কিন নাগরিকত্ব বাতিল করতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা এই তরুণ প্রার্থীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করার কথা বলছেন। রিপাবলিকান নেতাদের এই বক্তব্যের মাধ্যমে জোহরান ইসলামবিদ্বেষের মুখোমুখি হচ্ছেন। বিশেষ করে তাঁর মতো নিউইয়র্ক নগরের ডেমোক্রেটিক দলের মেয়র প্রার্থীর প্রতি কিছু রিপাবলিকান নেতার এমন বক্তব্য উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। ৩৩ বছর বয়সী এই ডেমোক্রেটিক সোশালিস্ট (গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী) প্রার্থী দলীয় প্রাথমিক বাছাইয়ে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে পরাজিত করেছেন। কুমো আনুষ্ঠানিকভাবে পরাজয় মেনে নিয়েছেন। নিউইয়র্ক ইয়াং রিপাবলিকান ক্লাব (এনওয়াইওয়াইআরসি) ডেমোক্রেটিক দলের এই ফলাফলের প্রতিক্রিয়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে 'কার্যকর পদক্ষেপ' নিতে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানায়। সংগঠনটির পক্ষ থেকে এক্সে লেখা হয়েছে, 'চরমপন্থী জোহরান মামদানিকে

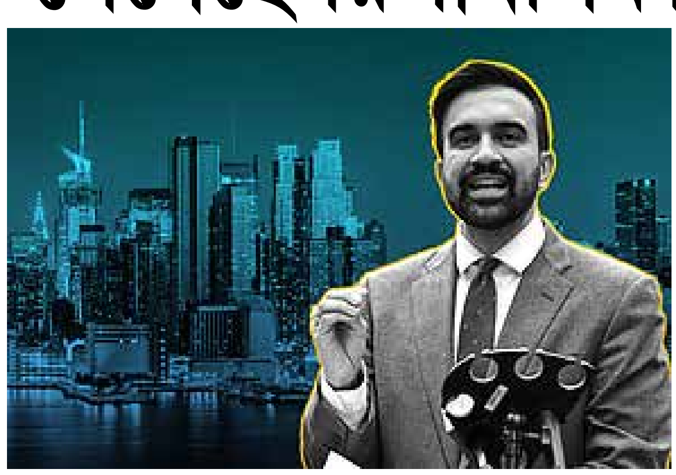

আমাদের প্রিয় নিউইয়র্ক শহর ধ্বংস করতে দেওয়া যাবে না।' এই সংগঠন প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানায়, যেন তিনি ম্যাকার্থি যুগের কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রণ আইন ব্যবহার করে জোহরানের নাগরিকত্ব বাতিল ও দ্রুত তাঁকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করেন। তারা ট্রাম্পের উপপ্রধান স্টাফ স্টিফেন মিলার ও সীমান্তনীতিবিষয়ক প্রধান টম হোমানের প্রতিও পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানায়। এক্সে তারা লিখেছে, 'পদক্ষেপ নেওয়ার এখনই সময়। নিউইয়র্ক আপনাদের দিকেই তাকিয়ে আছে।' জোহরান মামদানির জয়ের পর স্টিফেন মিলার দাবি করেন, 'অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে একটি সমাজে কী ঘটে'ড়নিউইয়র্ক নগরের ঘটনা তার সবচেয়ে বড় সতর্কসংকেত। মিলার আরও বলেন, 'পুরো ডেমোক্রেটিক দল এখন এমন একজন সমাজতন্ত্রীকে সমর্থন করেছে, যিনি সব অভিবাসন আইনের প্রয়োগ বন্ধ ও পুরো কারা ব্যবস্থা বিলুপ্ত করতে চান।' টেনেসির রিপাবলিকান দলীয় কংগ্রেস সদস্য অ্যান্ডি ওগলস নিউইয়র্কের মেয়র প্রার্থী জোহরানকে 'ছোট মুহাম্মদ' বলে উল্লেখ করেন।

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

প্রচারে বাংলা-উর্দু, সাবওয়েতে ইফতার, নিউইয়র্কের অন্য রকম মুসলিম মেয়র প্রার্থী

পরিচয় ডেস্ক : কিছুদিন আগেও জোহরান মামদানি ছিলেন নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের আইনসভার (স্টেট অ্যাসেম্বলি) এক অখ্যাত সদস্য। গত বছর তিনি যখন মেয়র পদে নিজেকে প্রার্থিতা ঘোষণা করেন, তখন তিনি ছিলেন এক তরুণ আইনপ্রণেতা, যার পরিচিতি ছিল খুব সীমিত। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টির মেয়র প্রার্থীর দৌড়ে এগিয়ে যান, হারান এমন সব পরিচিত ও অভিজ্ঞ প্রার্থীদের, যাঁদের নিউইয়র্ক নগরের ভোটারদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল। জোহরান মামদানি এখন ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনীত মেয়র প্রার্থী।

উগান্ডা থেকে কুইন্স

জোহরান মামদানি জন্মেছেন উগান্ডার কাম্পালায়। সাত বছর বয়সে তিনি পরিবারের সঙ্গে নিউইয়র্কে চলে আসেন। তিনি নিউইয়র্কের বিখ্যাত ব্রঙ্কস হাইস্কুল অব সায়েন্সে পড়াশোনা করেন। পরে বোডইন কলেজে আফ্রিকানা স্টাডিজে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। সেখানেই তিনি 'স্টুডেন্টস ফর জাস্টিস ইন প্যালেস্টাইন' নামের একটি ছাত্রসংগঠনের ক্যাম্পাস শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৮ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন।

এই তরুণ প্রগতিশীল রাজনীতিক হতে চলেছেন নিউইয়র্ক নগরের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম ও দক্ষিণ এশীয় মেয়র। তিনি শহরের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছেন। তাঁর নির্বাচনী প্রচারের একটি ভিডিও ছিল পুরোপুরি উর্দু ভাষায়। তাতে বলিউড সিনেমার ক্লিপও ছিল। আরেক ভিডিওতে তিনি স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলেন।

মামদানির স্ত্রী রামা দুওয়াজি, ২৭ বছর বয়সী একজন সিরীয় শিল্পী। তাঁদের পরিচয় হয়েছিল ডেটিং অ্যাপ 'হিঞ্জ'-এর মাধ্যমে।

মামদানি নিজেকে জনগণের প্রার্থী ও একজন সংগঠক হিসেবে তুলে ধরেন। তাঁর স্টেট অ্যাসেম্বলি প্রোফাইলে লেখা আছে, 'জীবন নানা দিকে মোড় নিয়েছেড়কখনো সিনেমা, কখনো র্যাপ, কখনো লেখালেখির দিকে। তবু সংগঠন করাই তাঁকে হতাশার বদলে কর্মের দিকে নিয়ে গেছে।'

রাজনীতিতে আসার আগে জোহরান কুইন্সে কাজ করতেন গরিব গৃহমালিকদের জন্য। তাঁদের উচ্ছেদ ঠেকাতে আইনি সহায়তা দিতেন তিনি। মুসলিম হওয়াকেও তিনি গর্বের সঙ্গে প্রচারণার অংশ করেছেন। তিনি নিয়মিত মসজিদে গেছেন এবং নিউইয়র্ক শহরে জীবনযাত্রার ব্যয়ের সংকট নিয়ে বাংলা-উর্দুসহ বিভিন্ন ভাষায় ভিডিও করেছেন।

জোহরানের প্রতিদ্বন্দ্বীরা ছিলেন পরিচিত, অভিজ্ঞ এবং ভোটারদের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে জড়িত। তবু তাঁদের হারিয়ে এগিয়ে গেছেন মামদানি। তাঁর প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সংকট। বিশেষত মাথা গোঁজার ঠাঁই ও শিশু দেখাশোনার মতো খরচ দিন দিন যেভাবে বেড়েছে, সেটাই ছিল তাঁর ভাষ্যের মূল সুর।

নতুন মুখ, অল্প অভিজ্ঞতা

২০২০ সালে মামদানি প্রথম নির্বাচনেই বাজিমাত করেন। চারবারের অ্যাসেম্বলি সদস্যকে হারিয়ে তিনি নির্বাচিত হন। তিনি ডেমোক্রেটিক সোশালিস্টস অব আমেরিকার নিউইয়র্ক শাখার সদস্য হয়ে ওঠেন। আলবানিতে তাঁর তোলা এজেন্ডাগুলো তাঁর প্রচারের সঙ্গেই মেলে।

চার বছরে জোহরান প্রায় ২০টি বিল পেশ করেছেন। এর মধ্যে মাত্র তিনটি আইনে পরিণত হয়েছে, তাও অপেক্ষাকৃত ছোট পরিসরের। তবে এক বছরের জন্য চালু করা একটি ফ্রি বাস প্রকল্প নিয়ে তিনি গর্ব করে বলতেন। যদিও পরবর্তী সময়ে সেটি আর নবায়ন হয়নি। তাঁর সহকর্মীরা বলেন, তাঁর চিন্তাভাবনা আইনসভাকে কিছুটা বাঁ দিকে সরিয়েছে।

আলবানিতে জোহরান ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ অ্যাসেম্বলি সদস্যদের একজন। মেয়র নির্বাচিত হলে ১৯১৭ সালের জন মিচেলের পর তিনি হবেন নিউইয়র্কের সবচেয়ে কম বয়সী মেয়র, তাঁর বয়স এখন ৩৩। এই তারুণ্যই প্রগতিশীল ভোটারদের বড় অংশকে তাঁর দিকে নিয়ে এসেছে। তাঁর অভিজ্ঞতা কমড়এই অভিযোগ বারবার তুলছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীরা।

ইসরায়েল-গাজা নিয়ে অবস্থান

ইসরায়েল সরকার ও ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে তাদের আচরণ নিয়ে জোহরানের বক্তব্য বরাবরই কঠিন। ২০২৩ সালে তিনি একটি বিল আনেন, যাতে ইসরায়েলি দখলদারি বসতির সঙ্গে যুক্ত দাতব্য সংস্থাগুলোর করছাড় বাতিলের প্রস্তাব ছিল। বিলটি আইনসভার নেতৃত্বের কাছে 'অগ্রহণযোগ্য' মনে হওয়ায় অগ্রসর হয়নি।

জোহরান গাজার পরিস্থিতি নিয়ে ইসরায়েলের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বয়কট (বর্জন), বিনিয়োগ প্রত্যাহার (ডিসইনভেস্টমেন্ট) ও নিষেধাজ্ঞা (স্যাংশন) আন্দোলনের পক্ষে কথা বলেন, যাকে সংক্ষেপে বলা হয় বিডিএস আন্দোলন। এমনকি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তারের দাবিও তুলেছিলেন।

তবে জোহরান পরিষ্কার করে বলেছেন, নিউইয়র্কে ইহুদিবিদ্বেষের কোনো স্থান নেই। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নির্বাচিত হলে ঘৃণাজনিত অপরাধ দমনে বরাদ্দ বাড়াবেন। তিনি মনে করেন, ইসরায়েলবিরোধিতা আর ইহুদিবিদ্বেষ এক নয়।

প্রচারের শেষ দিকে বিষয়টি একটি বড় বিতর্কে রূপ নেয়। এক পডকাস্টে তাঁকে 'গ্লোবালাইজ দ্য ইনতিফাদা' স্লোগান নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তিনি তা নিয়ে অস্বস্তি প্রকাশ না করায় বিতর্ক তীব্র হয়। ফিলিস্তিনপন্থীরা একে স্বাধীনতার ডাক বলেন। আর অনেক ইহুদি একে দেখেন সহিংস প্রতিরোধের আহ্বান হিসেবে।

নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র

নির্বাচিত হলে জোহরান হবেন নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র। তাঁর প্রার্থিতায় উৎসাহিত হয়েছেন শহরের প্রায় ১০ লাখ মুসলিম। প্রাথমিক বাছাইয়ের প্রচারে জোহরান নিয়মিত মসজিদে গিয়েছেন। নিজের ধর্মবিশ্বাসকে সামনে এনেছেন। প্রথম ভিডিওতেই তিনি বলেন, হালাল কার্ট থেকে খাবারের দাম বেড়ে চলেছে। আরেকটি ভিডিওতে তাঁকে দেখা যায়, রোজা ভাঙছেন সাবওয়ের ভেতরে একটি বড় বারিটো খেয়ে।

সামাজিক মাধ্যম যুগের প্রার্থী

এক ভিডিওতে দেখা যায়, জোহরান আটলান্টিক মহাসাগরের ঠান্ডা পানিতে ঝাঁপ দিচ্ছেন। বার্তাটা ছিলড়বাসাভাড়া ফ্রিজ করতে হবে। জোহরান প্রচুর পডকাস্টে গেছেন। তাঁর প্রচার ছিল সোশ্যাল মিডিয়াভিত্তিক, পরিকল্পিত ও দক্ষভাবে। তাঁর ভিডিওগুলো সহজ, খোলামেলা আর মানুষের সঙ্গে সংযোগ তৈরিতে সক্ষম। এই প্রচার তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে কেবল নিউইয়র্ক নয়, গোটা দেশের তরুণদের কাছেও।

জোহরানের প্রতিদ্বন্দ্বী ৬৭ বছর বয়সী *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কে ইতিহাস গড়া জোহরান কেন 'বাংলাদেশি আন্টিদের' ধন্যবাদ দিলেন

পরিচয় ডেস্ক : জোহরান মামদানি, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আগামী ৪ নভেম্বর মেয়রপদে নির্বাচন হবে। এখনো মাস পাঁচেক বাকি। এরই মধ্যে ইতিহাস গড়ে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন তরুণ এই রাজনীতিক।

এখনো নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচিত না হলেও ভোটার থেকে শুরু করে সংবাদমাধ্যমড়সবাই জোহরানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর বয়স ৩৩ বছর। নির্বাচিত হলে জোহরান হবেন নিউইয়র্ক নগরের সবচেয়ে কমবয়সী মেয়র। সেই সঙ্গে প্রথম মুসলিম মেয়রও হবেন তিনি।

ইকনোমিক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন জোহরান। রাজনীতিতে একেবারেই নবাগত জোহরানের দুটি বিষয় সবার নজর কেড়েছে। প্রথমটি হচ্ছে, অন্য রাজনীতিকদের মতো তিনি অতটা ধনী নন। অন্যটি হলো, জোহরানের অনন্য পারিবারিক ঐতিহ্য।

জোহরান শুধু অশ্বেতাঙ্গ নন, তিনি একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম। জোহরানের জন্ম উগান্ডার কাম্পালায়। সাত বছর বয়সে বাবামায়ের সঙ্গে নিউইয়র্কে আসেন তিনি। তাঁর মা ভারতের বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা মিরা নায়ার। বাবা কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নামজাদা অধ্যাপক মাহমুদ মামদানি জন্মগতভাবে ভারতীয়।

বামঘেঁষা ডেমোক্র্যাট জোহরান। নিউইয়র্ক শহরকে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য অধিক বসবাসযোগ্য করে তোলার স্বপ্ন দেখিয়ে বাজিমাত করেছেন তিনি। সরকারি ব্যবস্থাপনায় ন্যায্য মূল্যের মুদিদোকান খোলা, স্বল্পআয়ের মানুষের জন্য নতুন দুই লাখ অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ, ভাড়ানিয়ন্ত্রিত অ্যাপার্টমেন্টে আগামী চার বছর ভাড়া বাড়ানো নিষিদ্ধ করা, নিখরচায় শিশু পরিচর্যার ব্যবস্থা, বিনা ভাড়ার সরকারি বাসের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দিয়ে ভোটারদের মনোযোগ কেড়েছেন জোহরান।

একে অশ্বেতাঙ্গ, তার ওপর তরুণ মুসলিম হিসেবে জোহরানের এমন এজেন্ডা নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীদের মধ্যে বিপুল সাড়া ফেলেছে। সে কথা মাথায় রেখেই জোহরান এবং নিউইয়র্কের একমাত্র নির্বাচিত বাঙালি কাউন্সিলর শাহানা হানিফ যৌথভাবে বাংলায় একটি ভিডিও বার্তা প্রচার করেছেন। ২৪ জুন বাছাইপর্বে শাহানা ডেমোক্রেটিক পার্টির কাউন্সিলর প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন।

এদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্ড্রু কুমোর মতো বাঘা রাজনীতিককে পেছনে ফেলে প্রার্থিতা নিশ্চিত করার পর জোহরান তাঁর সমর্থকদের ধন্যবাদ দিতে ভোলেননি। ২৪ জুন মধ্যরাতের পর সমর্থকদের উদ্দেশে দেওয়া এক বক্তব্যে জোহরান তাঁর হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচারণায় অংশ নেওয়া 'বাংলাদেশি আন্টিদেরও' ধন্যবাদ দেন। তথ্যসূত্র: সিবিএস নিউইয়র্ক ও ইকোনমিক টাইমস

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনের প্রাইমারীতে

৫২ পৃষ্ঠার পর

নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনের ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারীতে তালিকাভুক্ত ভোটারের মাত্র ৩০ শতাংশ ভোট প্রদান করেছেন। মাত্র কয়েক মাস আগেও জোহরান ছিলেন নিউ ইয়র্কবাসীর কাছে এক অচেনা নাম, একজন তরুণ রাজনীতিক যার পরিচিতি ছিল সীমিত। কিন্তু আজ তিনি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন পেতে চলেছেন, পরাজিত করেছেন আরও পরিচিত, অভিজ্ঞ এবং পুরোনো রাজনৈতিক ঘাঁটি গড়ে তোলা প্রার্থীদের। তার প্রচারণার মূল প্রতিপাদ্য ছিল নিউ ইয়র্কের শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ, বিশেষ করে বাসস্থান ও শিশু পরিচর্যার চড়া ব্যয়। জোহরান মামদানি যদি নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হন, তবে তিনি হবেন নিউ ইয়র্ক সিটির প্রথম মুসলিম মেয়র। তার এই পরিচয় শহরের প্রায় ১০ লাখ মুসলমানের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ছড়িয়েছে। প্রচারপর্বে তিনি নিয়মিত মসজিদ পরিদর্শন করেছেন এবং ইসলাম ধর্ম ও নিজের বিশ্বাসকে তুলে ধরেছেন।প্রচারণায় তিনি একবার বলেছিলেন, পাবলিক স্পেসে একজন মুসলিম হিসেবে দাঁড়ানো মানেই আমাদের মাঝে যেটুকু নিরাপত্তা আছে তা ত্যাগ করা। ফিলিস্তিন প্রসঙ্গে তিনি বরাবরই সরব। ২০২৩ সালে মামদানি এমন একটি বিল প্রস্তাব করেন, যার মাধ্যমে ইসরায়েলি বসতিতে সম্পৃক্ত নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক কিছু চ্যারিটিকে কর-ছাড় সুবিধা বাতিল করার দাবি জানানো হয়, যদিও রাজ্য অ্যাসেম্বলির নেতৃত্ব একে বাতিল করে। তিনি গাজার ঘটনাবলীতে ইসরায়েলের ভূমিকার কড়া সমালোচক এবং বিডিএস (বয়কট,ডিভেস্টমেন্ট, সেংশনস) আন্দোলনের সমর্থক। এমনকি তিনি বলেছেন, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর গ্রেপ্তার হওয়া উচিত। তবে এইসব অবস্থানের মাঝেও মামদানি পরিষ্কার করেছেন নিউ ইয়র্কে কোনো ধরনের ইহুদিবিদ্বেষের স্থান নেই। তিনি বলেছেন, নির্বাচিত হলে ঘৃণাজনিত অপরাধ প্রতিরোধে আরও বাজেট বরাদ্দ করবেন।

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

ড. ইউনূস, আলী রীয়াজ ও আসিফ নজরুলের বিরুদ্ধে মিশিগান কোর্টে মামলা

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ইন্দন ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের বাসা-বাড়ীতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এমন অভিযোগ করে ৬ জন বাংলাদেশী-আমেরিকান নাগরিক অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ সভাপতি অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ ও আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল-কে দায়ী করে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান রাজ্যের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব মিশিগান কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সিটির জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে গত ২২ জুন রোববার দুপুরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়। মামলায় ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও ড. আলী রীয়াজ-কে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মামলার বাদীরা হলে- রাব্বী আলম, সিদ্দিকুর রহমান, এমদাদ চৌধুরী, রাজভী আলম, শিরি আলম ও নোমিতা খান। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ব্যানারে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এবং সেখানে বাদীরা উপস্থিত থেকে তাদের দেশের বাসা-বাড়ীতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে অভিযোগ করেন। অভিযোগকারীরা আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে জড়িত এবং সংবাদ সম্মেলন পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ। সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কার্যকরী সদস্য শাহানারা রহমান ও নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুর রহমান সহ দলীয় কয়েকজন নেতাও উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

২৭ জুলাই রোববার বনভোজন, ভাটেরা এসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ সালাহ উদ্দিন

পরিচয় ডেস্ক: মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার প্রবাসী ভাটেরাবাসীদের সামাজিক সংগঠন ভাটেরা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক'র সভাপতি শেখ রাজা মিয়া তালুকদার ব্যক্তিগত সফরে বাংলাদেশ গমন করায় সংগঠনের সহ সভাপতি সৈয়দ সালাহ উদ্দিন-কে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) থেকে কার্যকর হবে। সৈয়দ সালাহউদ্দিন এক প্রতিক্রিয়ায় সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে এসোসিয়েশনের সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন। উল্লেখ্য, আগামী ২৭ জুলাই রোববার ভাটেরা এসোসিয়েশন বনভোজন অনুষ্ঠিত হবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

জোহরান মামদানি কি ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট না

৫২ পৃষ্ঠার পর

৩৩ বছর বয়সী মামদানি নিউ ইয়র্কের কুইন্স থেকে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট হিসেবে বর্তমানে রাজনীতিতে সক্রিয়। চলমান নির্বাচনে এগিয়ে থাকা এই প্রার্থী সস্তা গণপরিবহন, ভর্তুকিযুক্ত শিশু সেবা, সরকারি মালিকানাধীন মুদি দোকান এবং করপোরেট ট্যাক্স বাড়ানোর মতো প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে তিনি কখনো ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্তি বা একদলীয় শাসনের পক্ষে মত দেননিড়া কমিউনিজমের অন্যতম মূলনীতি।

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশেষজ্ঞ আনা গ্রিজমালা-বুসে বলেন, 'জোহরান মামদানি কমিউনিস্ট নন। তার নীতিমালায় কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি কিংবা একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনো ইঙ্গিতই নেই।' এরপরও ২৫ জুন ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ মামদানিকে '১০০ শতাংশ কমিউনিস্ট পাগল' বলে দাবি করেন। একই সুরে বক্তব্য দেন প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য এলিস স্টেফানিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক বেন শাপিরো এবং পডকাস্ট হোস্ট নিক সোরটার।

বিশ্লেষকদের মতে, মামদানির জনপ্রিয়তা আসলে শহুরে নাগরিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যা ইউরোপ ও কানাডার মতো বহু গণতান্ত্রিক দেশে বহুদিন ধরেই বাস্তবায়ন হয়ে আসছে।

আগামী নভেম্বরের নির্বাচনে মামদানির প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস। বিশ্লেষকদের মতে, নিউ ইয়র্কের ইতিহাসে এই নির্বাচন হতে যাচ্ছে এক আমূল রাজনৈতিক দর্শনের বাস্তবিক পরীক্ষা।

নিউইয়র্কে "হোপ নেভার ডাইস" প্রামাণ্যচিত্রের উদ্বোধনী প্রদর্শনী

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত হলো কোভিড-১৯ মহামারিকে কেন্দ্র করে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র "ঐড়ঢ়ব ঘবাবৎ উরবং" (হোপ নেভার ডাইস)-এর উদ্বোধনী প্রদর্শনী। শুক্রবার, ২০ জুন সন্ধ্যায় আয়োজিত এই আয়োজনটি যেন পরিণত হয় জীবন জয় এবং মানবতার বিজয়গাথা উদযাপনের এক অনন্য উৎসবে। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস মানুষের জীবনযাত্রায় যেভাবে বিপর্যয় ডেকে আনে, সেই দুর্বিষহ দিনগুলোর কথা এবং তার বিপরীতে মানুষের অসীম ধৈর্য, সাহস, সংগ্রাম ও আশাবাদের কাহিনি উঠে এসেছে এই প্রামাণ্যচিত্রে। লেখক, সাংবাদিক ও নির্মাতা শামীম আল আমিনের গবেষণা, পরিকল্পনা, ও পরিচালনায় নির্মিত হয়েছে প্রামাণ্যচিত্রটি। ৪২ মিনিট দৈর্ঘ্যের প্রামাণ্যচিত্রটি নিউইয়র্ককেন্দ্রিক কোভিড-১৯ সময়কালীন মানুষের অভিজ্ঞতা ও লড়াই তুলে ধরেছে এক অনন্য উপস্থাপনায়।

প্রদর্শনী শুরু হয় নতুন প্রজন্মের শিল্পী আলভান চৌধুরীর কণ্ঠে অনুপ্রেরণামূলক গান "ডব ঝযধষষ ঙাবৎপড়সব" দিয়ে। এরপর নির্মাতা শামীম আল আমিন তাঁর বক্তব্যে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের পেছনের প্রেরণা ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন কানাডা থেকে আগত কিংবদন্তি সংবাদপাঠিকা ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব আসমা আহমাদ মাসুদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন এই প্রামাণ্যচিত্রের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, নিউইয়র্কের স্বনামধন্য আইটি প্রতিষ্ঠান মেটা ইনফো টেক (এমআইটি)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মাহবুব সিদ্দিকী।

প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে এর পোস্টারের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। পুরো মিলনায়তন সুধীজন ও আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে ভরে ওঠে। সবাই এক নিঃশ্বাসে দেখেন প্রামাণ্যচিত্রটি, যেখানে তাঁদের অনেকেরই ব্যক্তিগত স্মৃতি, অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতা যেন নতুন করে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

প্রদর্শনী শেষে বিশিষ্টজনেরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। বক্তব্য দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সব্যসাচী শিল্পী তাজুল ইমাম, বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি, বাংলাদেশ অস্কার কমিটির সদস্য ও বিশিষ্ট নাট্য অনুবাদক প্রফেসর আব্দুস সেলিম, খ্যাতিমান নাট্যকার ও নির্দেশক মাসুম রেজা, বিশিষ্ট থিয়েটার গবেষক ও বাংলাদেশ থিয়েটার আর্কাইভসের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ড. বাবুল বিশ্বাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. শামীম রেজা।

এছাড়া সংস্কৃতিজন গোপন সাহার সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য রাখেন আশা গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও সিইও আকাশ রহমান, নাট্যজন মিল্টন আহমেদ, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট মিয়া জাকির, নাসির আলী খান পল, রুবাইয়া রহমান, গ্রি ম্যাকানিক্যাল ইয়নকার্সের প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও তোফায়েল চৌধুরী লিটনসহ অনেকে। ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। সবশেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আনন্দলোকে, মঙ্গলালোকে" গানটি দিয়ে শেষ হয় অনুষ্ঠানটি। একরাশ মুগ্ধতা, বিষন্ন স্মৃতি আর বেঁচে থাকার প্রেরণা নিয়ে মানুষ ফিরে যায় যার যার ঘরে।

প্রামাণ্যচিত্রে যাদের অভিজ্ঞতা ও সাক্ষাৎকার রয়েছে তারা হলেন, সাবেক কলেজ প্রিন্সিপাল, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব রানা আহমেদ, শিক্ষক, গায়িকা ও থিয়েটারকর্মী মিলাদুন অ্যানি, ইউনিসেফের টিকাদান বিষয়ক সিনিয়র অ্যাডভাইজর ডা. আনিসুর রহমান সিদ্দিকী, ক্রিডমোর সাইকিয়াট্রিক সেন্টারের চিফ সাইকিয়াট্রিস্ট ডা. মুনিবুর আর খান, অ্যালমহার্স্ট হাসপাতালের এটেনডিং ফিজিশিয়ান ডা. মিতা চৌধুরী, স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেসের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ মালেক, মেটা ইনফো টেক (এমআইটি) ফাউন্ডার ও সিইও মাহবুব সিদ্দিকী, নিউইয়র্কের স্কুলের শিক্ষক সহকারী, আবৃত্তিশিল্পী ও থিয়েটারকর্মী শুক্লা রায়, ইউএস পোস্টাল সার্ভিস কর্মরত ও আবৃত্তিশিল্পী গোপন সাহা, অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন (আসো) এর নির্বাহী পরিচালক রুবাইয়া রহমান, সংগীতশিল্পী মেলাল শাহ, নিউইয়র্ক সিটির প্যারামেডিক মোতাসিম "বিল" হোসেন, সাবেক স্কুল শিক্ষক নাসিম বানু চাঁপা, ইয়েলো ক্যাব চালক আব্বাস আলী এবং হাইস্কুল শিক্ষার্থী গুঞ্জরি সাহা। উদ্বোধনী ও সমাপনী আবৃত্তি করেছেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান আবৃত্তিশিল্পী ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়। ধারাবর্ণনায় ছিলেন শামস উজ জোহা। টাইপোগ্রাফি ও পোস্টার ডিজাইনে ছিলেন মামুন হোসাইন। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেছেন স্বপ্নীল সজীব এবং সংগীতায়োজনে ছিলেন অভিজিৎ চক্রবর্তী জিতু। এই প্রামাণ্যচিত্রের দৃশ্যধারণ করেছেন শফিকুল ইসলাম সাবু, শামীম আল আমিন ও শেখ তানভীর আহমেদ। গ্রাফিক্স, সম্পাদনা ও সংগীতসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন জাহাঙ্গীর আলম। সিনে হাউজ মিডিয়া ছিল কারিগরি সহায়তায়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

শিক্ষার্থীদের জন্য ২ মিলিয়ন ডলারের স্টার্টআপ ফান্ড ঘোষণা চ্যান্সেলর আবু হানিপের

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি - ডব্লিইউএসটির আনন্দঘন কনভোকেশন ২০২৫

পরিচয় ডেস্ক: 'আই লাভ ইউ মামড় আই লাভ ইউ' দর্শক সারি থেকে চিৎকার ভেসে আসছিলো। মঞ্চে তখন কালোগাউন, মাথায় গ্রাজুয়েশন ক্যাপ পরা হাস্যোচ্ছ্বল এক মা তার সদ্য পাওয়া ডিপ্লোমাটি হাতে ধরে ছবির জন্য পোজ দিচ্ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরসহ অন্যদের সাথে দাঁড়িয়ে। ছেলের চিৎকার তার কানে এলে ত্রিশোর্ধ এই মা নিজেও চিৎকার করে বললেন, 'আই লাভ ইউ টু'। এরপর গটগট করে এগিয়ে গেলেন অতিথিদের সাথে করমর্দন করতে করতে। গৌরব, দৃঢ়তা আর মুগ্ধতার এক মিশেল আবেশ ধরে থাকলো গোটা মঞ্চ জুড়ে কিছুক্ষণ। মাস্টার অব দ্য সেরিমনি (এমসি) মঞ্চে ডেকে নিলেন পরবর্তী গ্রাজুয়েটকে।

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (ডটবঝএ)'র ক্লাস অব ২০২৫ এর কনভোকেশন ছিলো এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষণের এক অনুপম বৈকালিক আয়োজন। ২৬৩ জন শিক্ষার্থী তাদের ডিপ্লোমা সংগ্রহ করলেন আলেকজান্দ্রিয়া সিটি হাই স্কুলের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত কনভোকেশন থেকে।

তুমুল করতালি, ক্যামেরার ক্লিক, দর্শক সারি থেকে ক্ষণে ক্ষণে ছুঁড়ে দেওয়া দারুণ সব অভিনন্দন বার্তা মন ভরিয়ে রাখলো সারাক্ষণ। একজনতো ডিগবাজিই খেয়ে ফেললেন গ্রাজুয়েশন ডিগ্রির মঞ্চে।

দিনটি ছিলো ২১ জুন শনিবার। দুপুর ১২টার পর থেকেই মুখরিত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। কালো গাউন আর ক্যাপে ছেয়ে যেতে থাকে ক্যাম্পাস। নানা জাতি, নানা বর্ণ, নানা বয়স ও নানা ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষগুলো যেনো সকলেই এক আর অভিন্ন।

তারা অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে এখন পা রাখবেন কর্মজগতে। আবার অনেকেই ছিলেন, যারা এরইমধ্যে হয়তো রয়েছেন কাজে নিযুক্ত, তারই মাঝে শেষ করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি। এটি ছিলো সকলেরই আনুষ্ঠানিক সনদ গ্রহণের দিন।

অনুষ্ঠান শুরু হলো ঘড়ির কাটায় বেলা ২টায়। তার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টিরা নীল-কালোর মিশ্রণে কনভোকেশন গাউন পরে গলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডাল আর উত্তরীয় ঝুলিয়ে প্যারেড করে হলে ঢুকলেন। এরপর ভাইস প্রেসিডেন্ট (অ্যাকাডেমিক) ড. জেফের পিরিমের নেতৃত্বে আসন নিলেন মঞ্চের একদিকে। অন্যদিকে লাল-কালোর মিশেলে বিশেষ সেরিমোনিয়াল রোব পরে প্যারেড শেষে আসন নিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা সহ উর্ধতনরা এবং বিশিষ্ট অতিথিরা। এর পরপরই স্কুল অব বিজনেস এডমিনস্ট্রেশনের গ্রাজুয়েটরা প্যারেড করে মঞ্চের বাম দিকের সারিতে বসলেন। একইভাবে প্যারেড শেষে ডান দিকের সারিতে আসন নিলেন স্কুল অব ইনফরমেশন টেকনোলজি'র গ্রাজুয়েটরা। পুরো আয়োজন সমন্বয়ের নেতৃত্ব ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট (অপারেশনস) ড. শ্যান চো।

অভ্যাগত অতিথিরা আগেই বসেছিলেন দর্শকসারির মাঝের আসনগুলোতে। সহস্রাধিক আসনবিশিষ্ট হলরুম তখন কানায় কানায় পূর্ণ। এরই মধ্যে এমসি'র ঘোষণা এলো জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। ও সে ক্যান ইউ সি বাই দ্য ডন'স আর্লি লাইট...। সকলে দাঁড়িয়ে ডান হাত বাম বুকে চেপে ধরে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি সম্মান দেখালেন ও কণ্ঠ মেলালেন।

এরপরর শুরু হলো গ্রাজুয়েশনের বক্তৃতা পর্ব। শুরুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও বোর্ড চেয়ারম্যানের বক্তব্য। মঞ্চে এলেন ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম কোনো বাংলাদেশি আমেরিকান, যার হাতে পরিচালিত হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

পোডিয়ামে এসে প্রথমেই অভিনন্দন জানালেন ক্লাস অব ২০২৫ এর গ্রাজুয়েটদের। বললেন, বিশ্ব আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনার নতুন ধারণা, আপনার মূল্যবোধ, আর ভিন্ন কিছু করার সাহসিক পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করছে।

এরপর বক্তব্যের গোড়ার দিকেই এক যুগান্তকারী ঘোষণা দিলেন ডব্লিউইএসটির চ্যান্সেলর ও চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ। এই কনভোকেশনকে তিনি জানালেন, শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী উদ্যোগে সহায়তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় দুই মিলিয়ন ডলারের একটি স্টার্টআপ ফান্ড চালু করছে।

"আজ আমি গর্বের সাথে একটি সাহসী উদ্যোগের কথা ঘোষণা করছি। শিগগিরই আমরা একটি নতুন ইনোভেশন এন্টারপ্রেনারশিপ ইনকিউবেটর চালু করছি। যার মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের কেবল পরামর্শই দেবো নাড়়দুই মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত মুলধনেরও যোগান দেবো," বলেন চ্যান্সেলর হানিপ। ছাত্র-শিক্ষক ও অভ্যাগতজনের উপস্থিতিতে এই ঘোষণায় উচ্ছ্বাসমুখর হয়ে ওঠে কনভোকেশন অডিটরিয়াম।

"হ্যাঁড়়দুই মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত!"ড়়জোর দিয়ে আবারও উচ্চারণ করেন আবুবকর হানিপ। আরেক দফা করতালিতে মুখর হয় পুরো অডিটোরিয়াম।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "আপনার যদি এমন কোনো পণ্য, সেবা, ভবিষ্যত পরিকল্পনা বা কনসেপ্ট থাকে যা বাস্তব কোনো সমস্যার সমাধান করবেড় তাহলে আমরা নির্বাচিত প্রতিটি কনসেপ্টের জন্য দুই মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, ডব্লিউইউএসটি কেবল আপনার একাডেমিক সক্ষমতা তৈরিতে ভূমিকা রাখছে নাড় আপনাকে উদ্যোক্তা হতেও শিখিয়েছে।"

"প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনে প্রভাব রাখাই, আমাদের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য, আর সেটাই আমাদের অঙ্গীকার," বলেন আবুবকর হানিপ।

"আমরা চাই না আমাদের শিক্ষার্থীরা শুধু সুযোগ খুঁজে বেড়াকড়আমরা চাই তারা নিজেরাই সুযোগ সৃষ্টি করুক। এবং এই যাত্রায় আমরা প্রতিটি ধাপে শিক্ষার্থীদের পাশে থাকব,"ড়যোগ করেন তিনি।

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

সেলিম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নীলফামারীতে জেলা প্রশাসক ফুটবল টুর্নামন্ট-২০২৫ উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্ক : নিউ ইয়র্কের 'সেলিম ফাউন্ডেশনের' উদ্যোগে নীলফামারীতে জেলা প্রশাসক ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৫ শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী খেলায় জয় পেয়েছে পৌরসভা ফুটবল দল। দলটি ডিমলা উপজেলা ফুটবল দলকে ৪-০ গোলে পরাজিত করে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে। দলটির পক্ষে আল-আমিন ২টি, দীপক ও আবু সাঈদ ১টি করে গোল করেন। প্রথম দিনের খেলায় ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন নীলফামারী পৌরসভা দলের আল-আমিন।

'নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে, তারুণ্যের উৎসব' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ২০ জুন শুক্রবার বিকেলে নীলফামারী বড় মাঠে এ টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন নীলফামারী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান। এ ও বি দুটি গ্রুপে চারটি করে মোট ৮টি ফুটবল টিম নিয়ে এবারই নীলফামারীতে প্রথম শুরু হলো জেলা প্রশাসন ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৫। জেলা প্রশাসন ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৫-এর স্পন্সর করেছে অঙ্কুর সিড অ্যান্ড হিমাগার লিমিটেড, ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড ও সেলিম ফাউন্ডেশন।

উল্লেখ্য, নীলফামারীর 'অঙ্কুর সীড এন্ড হিমাগার', রংপুর তারাগঞ্জের 'ব্লিং লেদার প্রডাক্টস লিমিটেড' এবং রংপুর জিলার মিঠাপুকুরে অবস্থিত 'অঙ্কুর স্পেশালাইজড কোল্ডস্টোরেজ' এর প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ সেলিম ২০২৩ সালের ২৩ জানুয়ারী নিউইয়র্কে ইন্তেকাল করেন। মোহাম্মদ সেলিমের ছোটভাই নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রিয়মুখ হাসানুজ্জামান হাসানের জ্যেষ্টা কন্যা নাওয়াল হাসান মরহুম মোহাম্মদ সেলিমের স্মরণে নিউইয়র্ক ও বাংলাদেশে একযোগে 'সেলিম ফাউন্ডেশন' গড়ে তোলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা দীপঙ্কর রায়, নীলফামারী সেনা ক্যাম্পের লে. নাফি আবরার রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মোহাম্মদ মোহসিন, জেলা বিএনপির সভাপতি আলমগীর সরকার ও সাধারণ সম্পাদক জহুরুল আলম, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ড. খায়রুল আনাম, নীলফামারী পৌর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মামুনার রশিদ পাটোয়ারী, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন জেলা শাখার আহ্বায়ক সৈয়দ মেহেদী হাসান আশিক, জেলা জজ আদালতের সরকারি কৌশলী অ্যাডভোকেট আবু মোহাম্মদ সোয়েম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও র্কপোরটে প্রতনিধিদিরে মধ্যে মোঃ খালদি আহসান (জনোরলে ম্যানজোর, ব্লংি লদোর প্রোডাক্টস লমিটিডে), মোঃ সজবি (র্মাচন্ডোইজংি ম্যানজোর), মোঃ আব্দুল্লাহ আল ফারুক (এইচআর ও অ্যাডমনি ম্যানজোর), আহমদেুর রহমান রনি ও নাইম (অপারশেনস টমি), মোহাম্মদ তৌহদি (প্রতনির্ধি ও অঙ্কুর সডি এন্ড হমিাগার লমিটিডে) উপস্থতি ছলিনে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান তার উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, তৃণমূল থেকে ভালো খেলোয়াড় বাছাই করা এবং ক্রীড়াঙ্গনকে সমৃদ্ধ করতে এই আয়োজন প্রভাব ফেলবে। আগামীতে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। আজকের এই টুর্নামেন্টের মধ্য দিয়ে যার যাত্রা শুরু হলো। টুর্নামেন্টে পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক ও অতিরিক্ত আটটি দল অংশগ্রহণ করছে। টুর্নামেন্ট শেষ হবে আগামী ৩০ জুন।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড়িয়ে শুরু হওয়া টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী আয়োজনে দর্শকদের মুগ্ধ করে জেলা শহরের নৃত্যালয়ের শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশনা। এছাড়াও ছিল মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নীলফামারীর মাদক বিরোধী র‍্যালি।

গত ২১ জুন শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে কিশোরীগঞ্জ উপজেলা ফুটবল দল বনাম সৈয়দপুর উপজেলা ফুটবল দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা। ২২ জুন রোববার অংশ নেয় সৈয়দপুর পৌরসভা ফুটবল দল বনাম নীলফামারী সদর উপজেলা ফুটবল দল। ২৩ জুন সোমবার অংশ নেয় জলঢাকা উপজেলা ফুটবল দল বনাম ডোমার উপজেলা ফুটবল দল। এসব দলের মধ্যে যারা জয়লাভ করবে তাদের মধ্যে এ ও বি গ্রুপের চারটি দল নিয়ে আগামী ২৬ ও ২৮ জুন অনুষ্ঠিত হবে সেমিফাইনাল। টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত খেলা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৩০ জুন সোমবার।

টুর্নামেন্টের আহাবয়ক ও নীলফামারীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জ্যোতি বিকাশ চন্দ্র বলেন, খেলায় চ্যাম্পিয়ন দল প্রাইজ মানি হিসেবে ৫০ হাজার ঠাকা এবং রানারআপ দল প্রাইজ মানি হিসেবে ৩০ হাজার টাকা পাবে। তিনি আরও বলেন, টুর্নামেন্ট উৎসবমুখর করতে এবং দর্শক মাতানোর জন্য প্রত্যেক দল জেলার বাইরে থেকে দেশি ও বিদেশি মিলে ৩ জন খেলোয়াড় নিতে পারবে। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দোহার উপজেলা সমিতির বনভোজন ২৯ জুন রবিবার হেম্পস্টেড লেক স্টেটপার্কে

পরিচয় ডেস্ক : ২৯ জুন রবিবার দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ'র বার্ষিক বনভোজন লং আইল্যান্ডের হেম্পস্টেড লেক স্টেটপার্ক ফিলিপ স্কট প্যাভিলিয়নে। দোহারবাসী সহ সকল পৃষ্ঠপোষক ও শুভাকাংখীদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দোহার উপজেলা ইউ এসএ'র সভাপতি দুলাল বেহেদু এবং সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল মুকুল, আহবায়ক শাহিনুর রহমান বিপ্লব, প্রধান সমন্বয়কারী শফিউদ্দিন সফা, প্রধান পৃষ্ঠপোষক আছিয়া আক্তার ও সদস্য সচিব রবিউল আলম।

ইসরায়েল বিরোধী শাহানা হানিফ আবারও নিরঙ্কুশ বিজয়ী

৫২ পৃষ্ঠার পর

বংশোদ্ভুত মুসলিম শাহানা হানিফ, আবারও ব্রুকলিন থেকে ডেমোক্রেট প্রাইমারীতে নিরঙ্কুশ ব্যবধানে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি তার ইহুদি বংশোদ্ভুত প্রতিদ্বন্দ্বী মায়া কর্নবার্গকে পরাজিত করে তার আসনটি ধরে রাখেন। হানিফ ব্রুকলিনের পার্ক স্লোপ, উইনসডর টেরেস এবং কেনসিংটন এলাকা অন্তর্ভুক্ত নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের ৩৯তম ডিষ্ট্রিক্ট এর প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি আগে থেকেই ইসরায়েল এর কার্যকলাম বিরোধী ভুমিকায় সক্রিয় ছিলেন। যেমন সামাজিক মাধ্যমে 'ইন্তিফাদা'র আহ্বান সম্বলিত পোস্ট শেয়ার করা এবং শহরের কাউন্সিলে ইহুদিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে আনা একটি প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেওয়া ইত্যাদি।

অপরদিকে, মায়া কর্নবার্গ, যিনি নিজেও একজন ডেমোক্র্যাট দলের প্রগ্রেসিভ প্রার্থী ছিলেন, হানিফের বিরুদ্ধে প্রার্থী হন এই যুক্তিতে যে হানিফ স্থানীয় ইস্যুগুলোর চেয়ে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত নিয়ে বেশি মনোযোগী।

নির্বাচনে পরাজয়ের পর কর্নবার্গ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে লেখেন, ফলাফল আমাদের প্রত্যাশার মতো না হলেও, আমরা যেভাবে ইতিবাচক, ইস্যুভিত্তিক প্রচার চালিয়েছি, তাতে আমি অত্যন্ত গর্বিত। সূত্রঃ টাইমস অব ইসরায়েল

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
Issue 1635, Saturday, June 28, 2025

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনের প্রাইমারীতে জোহরান মামদানির চমক

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটির ক্রমবর্ধমান ব্যয় সংকটের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রচার চালিয়ে আসা রাজ্যের অ্যাসেম্বলি সদস্য জোহরান মামদানি নগরের মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্রেট দলের প্রার্থী বাছাইয়ে নাটকীয় জয়ের পথে রয়েছেন।

বিপুল সংখ্যক অভিবাসী অধ্যুষিত কুইন্স থেকে শুরু করে ব্রাউনস্টোন ব্রুকলিন পর্যন্ত বিস্তৃত বৈচিত্র্যময় ভোটার জোট তাকে এগিয়ে দিয়েছে।

নিউইয়র্কে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন জোহরান মামদানি। পাশে মা মিরা নায়ার (বাঁয়ে), বাবা মাহমুদ মামদানি ও স্ত্রী রমা দুওয়াজি।

ফলাফল এখনো চূড়ান্ত না হলেও ৩৩ বছর বয়সী এই ডেমোক্র্যাটিক সোশালিস্ট নিজেকে ইতিমধ্যে বিজয়ী ঘোষণা করেছেন, আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী, সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমো পরাজয় মেনে নিয়েছেন।

র‍্যাংক চয়েচ ভোটাভুটির কারণে যেহেতু কোন প্রার্থী চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য নুন্যতম ৫০ শতাংশ ভোট পাননি, ফলে আগামী ১লা জুলাই র‍্যাংক চয়েচ ভোটের গণনা হবে, তারপরই চুড়ান্ত বিজয়র নাম ঘোষণা করা হবে যদিও সেটি এখন কেবলই আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। তবে ২৪ জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৯৩% শতাংশ ভোট গণনার পর জোহরান মামদানী পেয়েছেন ৪৩.৫%, এন্ড্রু কুমো ৩৬.৪% ও ব্রাড লেন্ডার ১১.৩% ভোট পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত, এবারের *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কের রাজনীতিতে ঝড় তোলা মামদানির বাংলা সংযোগ

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনের জন্য ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাইমারিতে মনোনয়ন জিতে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোড়ন তুলেছেন ৩৩ বছর বয়সী তরুণ জোহরান কে মামদানি। তবে শুধু তার রাজনৈতিক অবস্থান নয়, নজর কেড়েছে তার বাংলার প্রতি টানও।

প্রচারণার সময় বাংলাসহ একাধিক ভাষায় ক্যাম্পেইন ভিডিও বানিয়েছেন মামদানি। এক ভিডিওতে দেখা যায়, নিউ ইয়র্কের *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বিরোধীদের নিষিদ্ধ করা বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পথ নয় জানালো দ্য ইকোনমিস্ট

পরিচয় ডেস্ক : ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার চার বছরের মধ্যেই সামরিক অভ্যুত্থানের চক্রে পড়ে দেশটি পথ হারিয়ে ফেলে। একই ধারা আবার দেখা যাচ্ছে গত বছর আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত কথিত ‘দ্বিতীয় স্বাধীনতা’র ক্ষেত্রেও। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে ক্ষমতা গ্রহণ করে অন্তবর্তীকালীন সরকার। তবে বছর ঘুরতে না ঘুরতে, কথিত নতুন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ

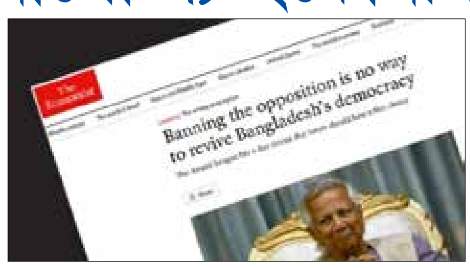

নিয়ে আবারও শঙ্কা দেখা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ইকোনমিস্টে প্রকাশিত একটি নিবেন্ধ এসব কথা বলা হয়েছে। ইকোনমিস্টের প্রিন্ট সংস্করণের লিডার্স শাখায় ‘আনব্যান দ্য আওয়ামী লীগ’ শিরোনামে প্রকাশিত লেখাটি অনলাইন ভার্সনে ‘ব্যানিং দ্য অপজিশন ইজ নো ওয়ে টু রিভাইভ বাংলাদেশ’স ডেমোক্র্যাসি’ শিরোনামে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, ড. ইউনূসের সরকারের হাতে খুবই কঠিন *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্ক কাউন্সিল নির্বাচনে ইসরায়েল বিরোধী শাহানা হানিফ আবারও নিরঙ্কুশ বিজয়ী

পরিচয় ডেস্ক : ইসরায়েলের কট্টর সমালোচক এবং রাজনৈতিকভাবে বামপন্থী হিসেবে পরিচিত নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের সদস্য বাংলাদেশী *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

জোহরান মামদানি কি ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট না কমিউনিস্ট?

পরিচয় ডেস্ক : নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র পদপ্রার্থী ডেমোক্রেট জোহরান মামদানিকে ঘিরে সম্প্রতি একটি বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ একাধিক রিপাবলিকান নেতা ও ডানপন্থি মিডিয়া তাকে ‘কমিউনিস্ট’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার একটি ফ্যাক্টচেক প্রতিবেদনে পরিষ্কার বলা হয়েছেড়মামদানি কমিউনিস্ট নন, তিনি একজন ‘ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট’ বা প্রগতিশীল সমাজতন্ত্রী। *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

উৎসবমুখর পরিবেশে ব্রুকলীনে সিএমবিবিএ’র পথমেলা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক : উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউর বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সংগঠন ‘বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (সিএমবিবিএ) এর বার্ষিক পথমেলা। গত ২২ জুন রোববার খোলা রাস্তার উপর বর্ণাঢ্য এই *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

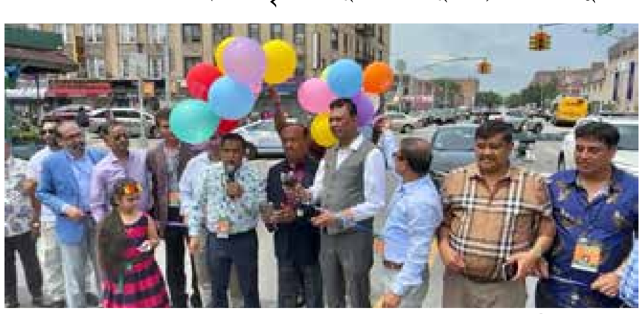

প্রিন্সেস ডায়ানাকে ‘ভালোবেসে’ বিয়ে করতে চেয়েছিলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : ডোনাল্ড ট্রাম্পের নারীসংক্রান্ত ইতিহাস বরাবরই জটিল। তিনি ১৯৭৭ সালে ইভানা ট্রাম্পকে বিয়ে করেন। তাঁদের সংসার টিকে ছিল এক দশকের বেশি সময়। *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

জোহরান মামদানি ‘পাগল কমিউনিস্ট’, দেখতে ‘ভয়ংকর’ বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : মুসলিম রাজনীতিক জোহরান মামদানি চলতি বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য নিউইয়র্ক সিটি নির্বাচনে মেয়র পদে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। গত ২৪ জুন বাছাইপর্বের নির্বাচনে তিনি নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোসহ প্রায় এক ডজন প্রার্থীকে পরাজিত করে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*